



শাক্ত পাদাবলী

[চয়ন]

[ষষ্ঠ সংস্করণ]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

সম্পাদিত



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৭

29



প্ৰথম সংস্কৰণ—১৯৪২

দ্বিতীয় সংস্কৰণ—১৯৪৫

তৃতীয় সংস্কৰণ—১৯৫৩

চতুৰ্থ সংস্কৰণ—১৯৫৩

পঞ্চম সংস্কৰণ—১৯৫৫

BCU 3089

196138

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1943 B.T.—September, 1957—B.



উৎসর্গ

ভারত-মাতার

মুখোচ্ছলকারী সন্তান

পরম প্রদেয়

ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ

এই

‘শান্ত পদাবলী’

সমর্পিত

হইল।



বিষয়-সূচী

গানের সূচী	১৮০-১৮০
ভূমিকা	১৮০-২১
বাল্য-লীলা	১-৩
আগমনী	৪-৬০
বিজয়া	৬১-৭৫
জগজ্জননী রূপ	৭৬-৯৭
মা কে ও কেমন	৯৮-১০৮
ভক্তের আকৃতি	১০৯-১৫৬
মনোদীক্ষা	১৫৭-১৮০
ইচ্ছাময়ী মা	১৮১-১৮৩
করুণাময়ী মা	১৮৪-১৮৭
কালভয়হারিনী মা	১৮৮-১৯২
লীলাময়ী মা	১৯৩-১৯৭
ব্রহ্মময়ী মা	১৯৮-২০১
মাতৃপূজা	২০২-২০৬
সাধন-শক্তি	২০৭-২১১
নাম-মহিমা	২১২-২১৯
চরণ-তীর্থ	২২০-২২৩
গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা	২২৫-২৩২
গ্রন্থ-পঞ্জী	২৩৩-২৩৫



গানের সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

অ

অকারণে বুঝা ভ্রমে	নন্দকুমার রায় (মহারাজ)	১১৫
অতি দুর্ভাগ্যে তারা	কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজ)	১৪৭
অনুদার দ্বারে আজি	আন্তোঁঘ দেব	১২৯
অপরূপ কামিনী	মহাতাব্ টাঁদ (মহারাজ)	৯১
অপরূপা কে ললনা	ঐ	৮৭
অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা	অনুতলাল বসু	১৫৪
অভয় পদ সব লুটালে	রামপ্ৰসাদ সেন	১৩৪
অভয়ে বুদ্ধিময়ী	বুদ্ধকিশোর রায় (দেওয়ান)	১২৮
অভেদে ভাব রে মন	রামলাল দাস দত্ত	১০২

আ

আজ শুভনিশি পোহাইল	রামপ্ৰসাদ সেন	৩৫
আদর ক'রে হৃদে রাখ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৭৮
আন ভাষা ফরাস গিরি	চণ্ডী (অন্ধ)	১৬
আনলে মগনা শিখরী-অফ্রনা	গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪
আপনারে আপনি দেখ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৭৭
আমায় কি ধন দিবি	রামপ্ৰসাদ সেন	১৩৩
আমার ছুঁয়োনা রে শমন	নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৮৯
আমায় দেও মা তবিলদারী	রামপ্ৰসাদ সেন	১৩৪
আমায় দে মা পাগল ক'রে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	১৪৪
আমার উমা এলো	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৩৭



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়	রামপুসাদ সেন	১
আমার ঐ ভয় মনে	দুর্গাপুসন চৌধুরী	৬৩
আমার গৌরীতে ল'য়ে যায়	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৭১
আমার মনে আছে এই বাগনা	অজ্ঞাত	৪
(আমার) যা নয় সামান্য মেয়ে	রামলাল দাস দত্ত	১০৩
আমি অই বেদে বেদ করি	রামপুসাদ সেন	১১১
আমি ঐ ভয়ে মূর্দিনে আমি	কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী নির্জা)	১০৬
আমি কি আটাশে ছেলে	রামপুসাদ সেন	২০৮
আমি কি দুঃখে ডরাই	ঐ	১২৪
আমি কি হেরিলাম	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৬
আমি ক্ষেয়ার বাসু তানুকের	রামপুসাদ সেন	১৯০
আমি তাই অভিমান করি	ঐ	১১০
আমি নই তোরা ও-রূপ ছেলে	গুরুদাস চক্রবর্তী	২০৯
আয় মন, বেড়াতে যানি	রামপুসাদ সেন	১৭২
আয় যা সাধন-সমরে	রসিকচন্দ্র রায়	২১০
আর অভিমান করিস্ নে যা	মদন মাষ্টার	৪০
আর কতকাল ভুগবো কালী	প্যারীমোহন কবিরত্ন	১১৬
আর কতদিন ভবে	বজ্রনীকান্ত সেন	১১৬
আর কাজ কি আমার কাশী	রামপুসাদ সেন	২২১
আর কি তারা ভয় বিপদে	ঈশ্বরচন্দ্র দাস	৩১৫
আর কেন কাঁদ রাগি	অজ্ঞাত	২২
আর জাগাস্ নে যা	রাধিকাপুসন	২
আর তুলানে ভুলবো না	রামপুসাদ সেন	২০৮
ই		
ইচ্ছাময়ী তারা গো	রসিকচন্দ্র রায়	১৮১

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

উ

উঠ না সর্বমঙ্গলে	অজ্ঞাত	৫৮
উপার তাঁর নাম	অজ্ঞাত	২১৫
উমা গো যদি দয়া কোরে	উদয়চাঁদ বৈরাগী	৪১
উমার কারণে প্রাণে	মনোমোহন বসু	১৮
উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে	বদীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৮

উ

উর্দ্ধ জটাভূট	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৮৬
---------------	-----------------	----

এ

এই বেলা মন নে রে ডেকে	প্যারীমোহন কবিরত্ন	১৬৯
একি রূপ অপরূপ	মহাতাবু চাঁদ (মহারাজ)	৯০
একি রূপ নয়নে	ঐ	৮৮
একি রূপ হেরি	ঐ	৯১
এ কেমন করুণা কালী	শত্ৰুচন্দ্র রায় (কুমার)	১২২
এখনো কি বুদ্ধময়ি	রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)	১১২
এবার আমি বুঝবো হরে	রামপুসাদ সেন	২০৭
এবার আমি ভাল ভেবেছি	ঐ	২০০
এবার কালী কুলাইবো	ঐ	১৭৮
এবার কালী তোমায় বাব	ঐ	২১১
এবার যাব গো পাগল হ'য়ে	বীরেশ্বর চক্রবর্তী	১৪৪
এমন করে আর কতদিন	রসিকচন্দ্র রায়	১৬৪
এমন দিন কি হবে তারা	রামপুসাদ সেন	১৪৫
এনি গো কৈলাসেশ্বরী	রসিকচন্দ্র রায়	৫৬



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
এলোকেশী এলো কে রূপে	শিবচন্দ্র রায় (মহারাজ)	৯৪
এলো গিরি নন্দিনী ন'য়ে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৩৬
এ সব কেপা মায়ের	রামপুসাদ সেন	১৯৬
এস মা, এস মা উমা	জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যাতীর্থ	৭৩
এগেছিলু মা—ধাক্ না উমা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৫৯
ঐ		
ঐ চারের বাজে ডবুর	অজ্ঞাত	৬৮
ও		
ও কে রে মনোমোহিনী	রামপুসাদ সেন	৯২
ও গো উমা, আর গো মা,	মহেন্দ্রলাল খান (রাজা)	৪২
ওগো রাণি, নগরে কোলাহল	রামপুসাদ সেন	৩৪
ওজার মুরতি রে মন	গোবিন্দ চৌধুরী	৭৯
ও জননি, অপরা জন্ম-জরা-হরা	রামপুসাদ সেন	১০৩
ও মন, তোর মন	ঐ	১৫৯,
ও মা কালী চিরকালই	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)	১৯৬,
ও মা কালী সুওমালী	ঐ	২১৬,
ও মা, কেমন ক'রে পরের গরে	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৪৯
ও মা, কেমন মা কে জানে	ঐ	১২২
ও মা, হর গো তারা মনের দুঃখ	রামপুসাদ সেন	১২৪
ওরে নবমী-নিশি	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৬৪
ওহে গিরি, কেমন	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৩
ওহে গিরিলাল, গৌরী অভিনান	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১২
ওহে নগরাজ হে	রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৭
ওহে পুণ্যনাথ গিরিবর	রামপুসাদ সেন	৭১



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ওহে মহারাজ	বনোয়ারীলাল রায়	৩১
ওহে হর গঙ্গাধর	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২০
ক		
কপালে যা আছে কালী	নরচন্দ্র রায় (কুমার)	১২৫
কবে যাবে বল গিরিরাজ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৩
কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে	নন্দকুমার রায় (দেওয়ান)	১৪৬
কর্ণদোষে জনুভূমে এসে	পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৫
কর কর নৃত্য নৃত্যকালী	দাশরাধি রায়	১৫১
করে গো দক্ষিণে কালী	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	১৫১
করুণা, কুরু যে করুণা	কিশোরীমোহন শর্মা	১৩৭
কাজ কি রে বন যেয়ে কালী	রামপুসাদ সেন	২২৩
কালকে ভোলা এল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৬২
কাল এসে, আজ উমা	বিস্ময়রাম চট্টোপাধ্যায়	৬১
কাল-ভরে কি ভয় আছে	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯১
কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৭
কালী এই ক'রো কাল এল	অজ্ঞাত	১৫৫
কালী কালী বন রসনা	রামপুসাদ সেন	২১৪
কালী-পদ-আকাশেতে	নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১
কালী হলি মা রাগবিহারী	রামপুসাদ সেন	১০০
কি ক'রে পূর্ণ ধ'রে	প্যারীমোহন কবিরত্ন	২০
কিঙ্করে করুণাময়ী	নরচন্দ্র রায় (কুমার)	১৩৪
কি খেলা খেলাও যা	গোবিন্দ চৌধুরী	৯৮
কি দিয়ে করিব পূজা	ত্রৈলোক্যনাথ কবিতৃষণ	১৪৩
কি শুনালে গিরিবর	অজ্ঞাত	২৮



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কি হলো নবমী নিশি	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৬৭
কুপুত্র কই আমার মত	পুসনকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৮৫
কুস্বপন দেখেছি গিরি	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৯
কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা	মহাত্মা চাঁদ (মহারাজ)	৯২
কে ও একাকিনী	ঐ	৮৫
কে ও নিবসনা	ঐ	৮৯
কে ও বিহরে	কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা)	৭৭
কে জানিবে তারা-নাশ-মহিনা	ভারতচন্দ্র রায়	২১২
কে জানে গো কালী কেমন	রামপুসাদ সেন	১৯৮
কে জানে মা তব তত্ত্ব	রসিকচন্দ্র রায়	১৯৮
কে তুমি পিয়রে ব'সে	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়	১৮৬
কেঁদেছি আপন দোষে	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮৭
কেবল আমার আশা	রামপুসাদ সেন	১০৯
কে বলে আ মরি	হরিনাথ মজুমদার (কাকাল ফিকিরচাঁদ)	৮২
কে বলে কালী কাল	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)	৮৩
কেমনে মা ভুলেছিলি	রাজকৃষ্ণ রায়	৪৮
কে গণ-রক্ষিণী	বুজমোহন রায়	৩১
কে রে বামা নিবিড়-নীরদবরণী	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	৮৩
কে রে বামা, বারিদবরণী	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২৫
কৈলাস-সংবাদ শুনে	ঐ	১২
কৈ হে গিরি	দাশরথি রায়	২৮
কোথা আছ ও মা তারা	চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৩১
কোথা গো দক্ষিণে কালী	কেন্দারনাথ চক্রবর্তী	১৩১
কোথায় গো মা ভবদারা	তিনকড়ি বিশ্বাস	১২৬



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোনে আর মা ভবদানা	বঙ্গা/গোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)	৪১
কোনে তুলে নে মা কানী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৫৪

গ

গঙ্গাবর হে শিব-শঙ্কর	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২৪
গত নিশিযোগে	বান বসু	৫২
গয়া গঙ্গা পুতাসাদি	বদন খাট্টার	২১৮
গা তোল, গা তোল উমা	নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়	৫৮
গা তোল, গা তোল গিরি	অজ্ঞাত	৫৩
গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা	দামবধি রায়	১৩
গিরি, আমার গোবী এসে	রামচন্দ্র খারী	৫৪
গিরি, উমা-পুসকে সঙ্গে	রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১০
গিরি, এবার আমার উমা	রানপুসাদ সেন	৫
গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে	বসিকচন্দ্র রায়	২৯
গিরি, কারে আনিলে	ঠাকুরদাস দত্ত	২৯
গিরি, কি অচল হলে	রামনিধি গুপ্ত (নিম্বুবাণু)	১৬
গিরি, কি স্তম্ভাও হে সমাচার	হরিশচন্দ্র মিত্র	৮
গিরি, গণেশ আমার	অজ্ঞাত	৪
গিরি, গোবী আমার এল কৈ	গোবিন্দ চৌধুরী	৫
গিরি, গোবী আমার এসেছিল	দামবধি রায়	৭
গিরি, পুণ্যগোবী আমার	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৬
গিরিবর, আর আনি পাবিনে	রানপুসাদ সেন	১
গিরি, যাক হে ল'য়ে	দামবধি রায়	৭২
গিরিবাক্তকে ডেকে দে	শ্রীধর কথক	৫২
গিরিবাক্ত গমন করিল	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২২



১৯৮১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	১৮
গিরিরাণি, এই নাও তোমার	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	২৭
গিরিরাণী যত্ন-সাধন যত্ন	ঐ	৩২
গিরি হে, তোমার বিনয়	নান বসু	৯
গৌরী কোলে ক'রে	ঐ	৪৬

চ

চকল চরণে চলে	কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী নির্মল)	৩
চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে	বিশ্বেন্দ্রনাথ রায়	১২৭
চল মা, চল মা গৌরী	কালীমাধব রায়	২৩
চাই মা আমি বড় হ'তে	অজ্ঞাত	১২৬
চিন্তাময়ী তারা তুমি	নন্দুচন্দ্র রায় (কুমার)	১১৭

ছ

ছিন্নাং ভাঙ্গ জননী গো	অধিকাচরণ গুপ্ত	৫১
-----------------------	----------------	----

জ

জাতি তোমাদের, তোমারি মাগাদের	অজ্ঞাত	১৮২
জনক-ভবনে যাবে	ঐশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৬
জননি, জগৎমোহিনী	কৃষ্ণপুন্দ্র সেন (পরিব্রাজক)	১০৭
জননি, পদপঙ্কজ দেখি	রামপুন্দ্র সেন	১৮২
'জয় কালী' 'জয় কালী' ব'লে	রামকৃষ্ণ রায় (বহাবাজ)	২০৯
জয় নীলবসনা পদ্মাসনা	গিরিশচন্দ্র বোষ	৮৪
জয়া, বল গো পাঠানো হবে না	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৬৯
জয়া, যোগেন্দ্র-জায়া	এণ্টনী সাহেব	১৩৮



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জাগায়ে না হন-জায়ায়	হারিনাথ মজুমদার (কাদান ফিকিরটান)	৬৮
জান না রে মন, পরম কারণ	কবলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১০১
জানি, জানি গো জননী	ঐ	১১১
জানি না কি ব'লে ডাকি তেঁনে	অজ্ঞাত	১২৪
জেনেছি, জেনেছি তারা	রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)	১০৬
জেনেছি তোমারে তারা	নীরেশ্বর চক্রবর্তী	১০৬
ড		
ডুব দে মন কালী ব'লে	রামপুসাদ সেন	১৭৬
ঢ		
ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে	রামপুসাদ সেন	১১
ডু		
ডুয়ে তার তারিনি	বামনলাল দাস দত্ত	১২৯
ডবে নাকি উমার ডবু	রাম বসু	১৭
ডাই বলি মন	রামপুসাদ সেন	১৯১
ডায়া, এবার আমারে	কালিদাস ভট্টাচার্য্য	১০৮
ডায়া, কোন্ অপরাধে	নীলধর বুরোপাধ্যায়	১১১
ডায়া, তুমি কত রূপ	বহুনাথ রায় (দেওয়ান)	১৬
ডায়া, ভবরোগে ব্যথিত	রামচন্দ্র রায়	১১০
ডীর্ঘবাণী হওয়া মিছে	শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)	২২১
ডীর্ঘ কি হইবে ফল	ঈশ্বরচন্দ্র দাস	২২২
ডুই যা রে, কি কবিরি শমন	রামপুসাদ সেন	১৮৮
ডুমি কখন কি রক্ত	অজ্ঞাত	১৯৪
ডুমি কার কথায় তুনেছ	রামপুসাদ সেন	১৬৭



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তুমি তো না ছিনে তুলে হুঘান ধবল হুদে তোমায় কি না দুদ্ভুতে তোমারি অনন্ত মায়া হং নমারি পরাংপর।	গিরিশচন্দ্র ঘোষ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহাবাহু) পুসনু কুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র বসু (মহাবাহু) দর্পনাধারণ কবিনাথ	৪৯ ৭৬ ১৮৬ ১৪৭ ১৪০
প		
থাক, থাক, থাক--নরন-ধাব।	হরিশচন্দ্র মিত্র	৩৭
দ		
দিও না আজ উমাগ যেতে দিবানিশি ভাব রে মন দুর্গা তোমার দুর্গা-নামে দুর্গা-নামে নয় না জীবেন দুর্গা-নামে তোমার দেবে যা গো নগদবাসী দে যা ভাব। দোম কাঁদে। নয় গো না	বসিকচন্দ্র রায় রামপুশাপ সেন শত্রুচন্দ্র রায় (কুমার) কৃষ্ণপদ সেন (পদ্মিনীভর) নরীন্দ্রচন্দ্র সেন চণ্ডী (অক্ষ) বসিকচন্দ্র রায় দামবধি রায়	৭০ ১৭৭ ১৩৭ ২২২ ৫৩ ৫৭ ২০৬ ১৩২
ধ		
দিয়া ভাবিয়া নবমালী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৯৫
ন		
নদি, গিবি-নদিনী নব জলনরকায় নবমী নিধি পোতান	দামবধি রায় কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রূপটান পক্ষী	৬১ ৯৭ ৬৬



বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
নাচ গো আনন্দময়ী	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)	১৫২
নাচ কে রে দিগন্তরী	গৌরমোহন রায়	৭৮
নিমিত্ত অঁধার মা তোর চমকে	অজ্ঞাত	৮১
নীলবরণী কে কামিনী	শ্যামাচরণ বুদ্ধচারী	৮৪
নীলবরণী, নবীন রমণী	শিবচন্দ্র রায় (মহারাজ)	৮৬
প		
পড়িয়ে ভব-মাগনে	বদুনাথ রায় (দেওয়ান)	১২৬
পারি না কাপা যায়েবে	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)	১৭৪
পূববাগী বলে—“উমার মা,	শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৮
ফ		
ফাঁকি দিবে কি আমানে	বামপুসাদ সেন	২০৯
ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)	১১৮
ফিরে এলে গিনি	নাম বসু	৫৫
ফিরে চাও গো উমা	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৭৩
ব		
বসন তোর মদন-বিপু	অজ্ঞাত	২৩
বল গিনি, এ দেখে কি পুণ	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১১
বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা	বামপুসাদ সেন	১১৭
বন মা নোমাম	বামকৃষ্ণান নন্দী মহম্মদান	২০৮
বসিলেন মা ছেমকর-নী	দাশবন্ধি রায়	৪৮
বাহুবে গো নরেশ্বরের হৃদে	বামপুসাদ সেন	১৪৯
বাঁধা-ফ বদাত্তী	নীলু ঠাকুর	১৪১
বার বার যে দুঃখ দিয়েছ	বামনাল দাস দত্ত	১৮৫



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বারে বারে কহ রাণি	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২১
বাগনাতে দাও আঙন বেলে	নীলাধর মুখোপাধ্যায়	১৬৩
বিধবা এ কার নারী	মহাত্মা চন্দ (মহারাজ)	১০
বিষনোজ্জ্বল জ্বালা বিভাসিত	শিবিশচন্দ্র ঘোষ	৮০
সিহনের রণে কে রে বামা	নন্দকুমার রায় (মহারাজ)	১৬
বুঝ না মন বুঝাইলে	বসুনাথ রায় (দেওয়ান)	১৫৯
বোঝাব মায়েব বাধা	শিবিশচন্দ্র ঘোষ	৬০
ব্যাভাবেরে শু জানা গেল	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)	১১৮

ঙ

ভক্তি-ভাবে ডাকলে মায়ে	পুলিনবিহারী লাল	২০৫
ভবনে ভগানী পাটয়া	জয়নাথায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫
ভবের আসা বৈলব পাশা	বামপুসাদ সেন	১০৯
ভবে সেই সে পরমানন্দ	রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)	২২০
ভয় কি নমন ভোবে	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	১৮৯
ভাব না কানী	বামপুসাদ সেন	১৬৩
ভূবন ভুলাইনি মা	নন্দকুমার রায় (মহারাজ)	১৯৯
ভূবন ভূবাবে বে কার কাশিনী	মহেন্দ্রনাথায়ণ রায় (মহারাজ)	৯৬
ভূবনেশ্বরী মান কপে	শিবচন্দ্র সঙ্গকান	৮৮

চ

মজ্জিত মন-নমবা	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১০৫
মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী	শিবিশচন্দ্র ঘোষ	৭৯
মন, কবে সেবিরে কানী	বোহিনীকুমার বিদ্যাভূষণ	১৬৫
মন, কি কর তত্ত্ব ভাবে	বামপুসাদ সেন	১৬০
মন, ক'বো না ঘেঘাহেঘী	ই	১৭৫



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মন, কালেক কালেক কাল	কানিদাস (দ্বিজ)	১৫৮
মন কি ভুলে	রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)	১৫৮
মন, কেন রে ভাবিগু এত	রামপুসাদ সেন	১৬৩
মন-গরীবের কি দোষ আছে	ঐ	১৭৩
মন-গরীবের কি দোষ আছে	কবলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৭৩
মন, তুমি এ কালো মেয়ে	শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)	১৭৫
মন, তুমি কি পাগল হ'লে	শ্যামাচরণ মৃধোপাধ্যায়	১৯৩
মন, তোমার এই স্বপ্ন	রামপুসাদ সেন	১৬১
মন, তোর এত ভাবনা	ঐ	১৬২
মন, থাক তুমি চুপটি ক'রে	কৈলাসনাথ মৃধোপাধ্যায়	১৭১
মন পবনের নৌকা বটে	কবলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৭২
মন, ভেব' নানে	রামকুমার নন্দী মজুমদার	১৬১
মন, ভেবেছ কপট ভক্তি	কবলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৭১
মন যদি ঘোর ভুলে	রামকুমার রায় (মহারাজ)	১৫৬
মন, যেতে চাও কেন	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)	২২৩
মন রে কুধি-কাছ জান না	রামপুসাদ সেন	১৬৮
মন রে তোরে বলি	রামকুমার নন্দী মজুমদার	১৬৮
মন-সেতাবে বাজা বে তাল,	গোবর্দ্ধন চৌধুরী	১৭৫
মন, হারালে কালের গোড়া	রামপুসাদ সেন	১৬৮
মনেরি বাসনা শ্যামা	দাশবন্ধি রায়	১৫৫
মনেমন ভুলের বেগার পেটে	রামপুসাদ সেন	১১৫
মহিমামন্দিরী-রূপে	রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)	৮৫
মা আমার ঘুরাবে কত	রামপুসাদ সেন	১১৪
মা আমার আনন্দময়ী	কেশবনাথ রায়	১৯২
মা আমার ভক্ত বই	গির্জাচন্দ্র ঘোষ	১৮৭
মা কি শুধুই শিবের সতী	রামপুসাদ সেন	১১৫



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মাগো তারা ও শকনি	রামপুসাদ সেন	১১৩
মাগো, রজনী পুতাত	হরিনাথ মজুমদার (কাজাল ফিকিরচাঁদ)	৭৪
মা তোমা নিদ্রা ব'লে	পরমানন্দ তর্করত্ন	১৮৪
মা, তোমার নাইকো মায়া	দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	১২১
মা ব'লে কাধিলে ছেনে	বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়	১২১
মা ব'লে ডাকিন্ না রে	নরচন্দ্র রায় (কুমার)	১২৬
মা বসন পন	রামপুসাদ সেন	৯৩
মায়ের মৃতি গড়াতে চাই	ঐ	৭৬
মা হবারাধা তোমা	নীলমণি পাটনৌ	২১৬
গিছা কাজ আন	শান্ততোষ মুখোপাধ্যায়	১৮১

য

যশোদা নাচাতো গো মা	রামপুসাদ সেন	১০৫
যাও গিরিবন ধ্রে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১০
যায় যায় দিন	রামকুমার নন্দী মজুমদার	১১১
যারে শমন এবান কিরি	মুজা হুসেন আলী	১৭৮
যেও না, যেও না	নবীনচন্দ্র সেন	৬০
যেও না রজনী,	মধুসদন দত্ত	৬৮
যে ভাবে ভাবা-পদ	লালমণি রায়	২২৫
যে ভান করেছ কারী	নরচন্দ্র রায় (কুমার)	১২০
যে হয় পাগালের নেয়ে	ঐ	১২৬

ন

রক্তে নাচে রণ-মারের	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২৪
রজনী জননী, তুমি পোহানো না	অজ্ঞাত	৬৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বাঙ্গা কমল প্রাঙ্গা করে	প্রিয়শচন্দ্র বোম	৮১
বাঙ্গার মেয়ে রাজনলিনী	ভার্মিনীপুসাদ জ্যোতির্ধী	১০৪
বাণি গো, স্বধু ভোমারি	বনাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	২০
৭		
শক্তিমান মহামন্ত্র	শ্যামাচরণ বুদ্ধচারী	১০৪
শক্তির, করুণা কর	জগন্নাথপুসাদ বসু মল্লিক	১১৬
শরত কমলমুখে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	০০
শিব যদি বা	প্রিয়শচন্দ্র বোম	১১৪
শিহরি মা মনে হ'লে	ঐ	৬২
শুকনা তরু মুগুরে না	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১১০
শুন গো সজনি	হরিনাথ মজুমদার (কাজাল ফিকিরটাদ)	৬৬
শুন রে মন-জমিদার	অজ্ঞাত	১৭৩
শুভ শপথীতে শুভ যোগেতে	হরু ঠাকুর	৪৩
শোন্ রে মন	রামপুসাদ সেন	১৭৩
শুশান ভো ভালবাসিস্	অশ্বিনীকুমার দত্ত	১৫৩
শুশান ভালবাসিস্ ব'লে	রামনাথ দাস দত্ত	১৫২
শ্যামাপূজা, কালীপূজা	হরিনাথ মজুমদার (কাজাল ফিকিরটাদ)	২০২
শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি	রামপুসাদ সেন	১৮১
শ্যামা মা কি এক কল	অজ্ঞাত	১১৫
৮		
সকলি ভোমারি ইচ্ছা	রাহুলনাল নন্দী (দেওয়ান)	১৮২
সজল নয়নে ভাসি	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	১২



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সদানন্দযগী কালী	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১০৪
সাধন-রূপ গ্রামু খেলা	বসিকচন্দ্র রায়	১৬৭
সাধের যুগে যুব ভাঙ্গে না	রায়পুসাদ সেন	১৫৭
সাবাগ্ মা দক্ষিণা কারী	ঐ	১১১
সাবাদিন করেছি নাগো	চন্দ্রনাথ দাস	১২৭
হ		
হবে কবে সেদিন তবে	নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য্য	১৪৭
হয়ে মা তুমি গীত-বানিকা	হনিমোহন রায়	১৪৮
হর, কর অনুমতি	জগন্নাথপুসাদ বসু বসিক	২৫
হর-রাস-মন্দিরে	নবাই রায়	১৪১
হৃৎ-কমল-মকামনে	রামকুমার পট্টনবিদ্য	২০৪
হৃৎ-কমল-মকামে দোলে	রায়পুসাদ সেন	২০০
হৃৎ-কমলে চিত্তা কন	জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ	১৭৫
হের হব-মনোমোহিনী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৭৭
হেলায় আমি যাব ত'নে	কালীপুসানু ঘোষ	২৫৭



ভূমিকা

মন ও ইন্দ্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা কবিত্তে পারে না। তাই নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার নিমিত্তিত্ব নহেন। সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা হইয়া থাকে। বেদান্তসূত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক যে মানস-ব্যাপার, তাহানই নাম উপাসনা। বাঙ্গালীর এই মানস-ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয়, কালী ও কৃষ্ণ সেখানে প্রায় সর্বব্যাপক হইয়া বিদ্যমান কবিত্তেছেন। “কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপালকানিকা।”—তন্ত্রের এই নির্দেশ বাঙ্গালীর হিন্দু যেমন নিষিদ্ধ মনে মানিয়া লইয়াছে, ভারতের আর-কোন প্রদেশের হিন্দু তেমন পান নাই।

কথারি আরও একই পন্থিকার কবিতা দলি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর কৃষ্ণ-পূজিত বা কৃষ্ণ-ভক্তির পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে তাহার ‘কৃষ্ণ-চন্দ্র’ পুস্তকের একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন—“সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাঠাল ও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাঠাল ও গায়ে কৃষ্ণনামের ঢাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না বলিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না। বনের পার্থী পুষিলে তাহাকে ‘বারে কৃষ্ণ’ শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক।”—বঙ্কিমবাবুর এ বিবৃতি অবশ্য সত্য নহে, কিন্তু এই সঙ্গে মনে বাধিতে হইবে যে, তাঁহার ঐ উক্তির মতো যে-সব স্থানে ‘কৃষ্ণ’ শব্দ আছে, সেই সকল স্থানে যদি ‘দুর্গা’ বা ‘কালী’ শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলেও তেমন কিছু অসঙ্গত হয় না। কৃষ্ণপূজার প্রচার ও প্রভাব বাঙ্গালী দেশে যেমন, বাঙ্গালীর বাহিরে অন্য কোথাও যে তেমন



নাই, ভাষা নাই। মথুরা ও বৃন্দাবনকে অনেক শ্রীকৃষ্ণের
 লীলা-নিকেতন বর্ণনা মনে করেন। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ অঞ্চলের
 নানা স্থানেও বঙ্গদেশের অনুরূপ কৃষ্ণোপাসনার বাস্তি দেখা
 যায়। এদেশের মতন ঘনো কনিয়া জম্মাঠিগী, সুনন, বাস ও
 নৌনগাড়া অন্য অনেক দেশেও ছটয়া থাকে। কিন্তু বর্ষে বর্ষে
 অপরূপ সমারোহে দুর্গোৎসব কনিয়া রাজ্যের হিন্দু মতন
 শিবের সাধক করিতে আর-কোনও প্রদেশের হিন্দুকে দেখা
 যায় না। শামা ও ভগবান্নীর মূর্তি প্রতিমা যে-পূজা আরো
 পুষ্টি বৎসা করিয়া থাকে, তাহার পুণর্ভকও রাজ্যের সাধক।
 ন.শক্তিগণ এ-ভাষে আবাবনাদি আন্দোলন ও অনুষ্ঠান অপর কোনও
 জাতি করিতে জানে না। কাকতল্য বর্ণিত হয়, শ্রীভগবান্নকে
 মাতৃভাষে মাতাটীয়া মাতৃভাষাভিন পদম পবিত্রপ্তি রাজ্যের
 বেনন লাভ করিয়াছে, তেনন হুষ্টি-লাভ ভবিতবর্ষের আর-কোনও
 প্রদেশের কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। রাজ্যের মতন 'মা'
 বানমা ডাকিতে পৃথিবীর আর-কোনও জাতি পাবে নাই—বুঝি বা
 পানিরও না। নাকি মেয়ে মাতাটীয়া যে-সব খেলা এদেশের
 ভাষা ও সাধকেরা খেলিয়াছে, তাহার নিদর্শনও অন্য কোথাও
 দৃশ্য হয় না। এই আগমনী ও বিজয়ার গান কেবল রাজ্যেরই
 ধর্মের করিতে পানিয়াছে, আর-কোনও জাতি পাবে নাই।
 রাজ্যের ভাষা-ভাষাদের ইচ্ছা এক অনুরূপ সম্পদ। শুধু আগমনী
 ও বিজয়া কেন?—বানপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির রচিত অন্য
 প্রকার শক্তি-বিধনক সঙ্গীতও ভাষের গৌরবে ও গঠনের সৌন্দর্যে
 রাজ্যের ভাষার এক অপূর্ব এবং অনুপম সামগ্রী। বৈষ্ণব-
 সঙ্গীতের ন্যায় ইহাও রাজ্যের সাহিত্যের একটা অংশ সমুচ্ছল



কবিরা বাসিরাতে। বাসেন্দ্রসুন্দর একবার বসিরাডিলেন—

আধুনিক মানু শব্দবহন সাহিত্যের পোড়নের আনা নুগ্ন হইলে
আমরা সনিশেষ দুঃখিত হইব না, কিন্তু চণ্ডীদাসের অথবা
বানপ্রসাদের পোড়নের যদি কেহ সাহিত্য হইতে নির্দাসন-ব্যবস্থা
করিতে চাহেন, আমরা ক্ষমত পাঠিয়ে তাহাকে তুমাননে
পোড়াইয়া মারিব।”

বৈকল্য-সঙ্গীত-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের যে আসন, শাক্ত-সঙ্গীত-
সাহিত্যে বানপ্রসাদেরও ঠিক সেই আসন। শাক্ত-সঙ্গীতের
সূত্রবাহিত এদেশে কবে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ
করা অসম্ভব। তবে বানপ্রসাদই যে এ ক্ষেত্রে সংবাদপ্ৰণয়ী,
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাস শক্তিসেবক ছিলেন, কিন্তু
তাহার বচিত্ত কোনও শক্তি-বিষয়ক গান দেখিতে পাওয়া যায়
না। বিদ্যাপতিও ছিলেন শাক্ত। তাহার সঙ্গীত হাকুনদাস
মুদ্রাপাশায় মহাশয়ের বচিত্ত ‘শান্দীক সাহিত্য’ নামক পুস্তকের
একস্থানে আছে— ‘তাহার বচিত্ত শিব ও শক্তি-বিষয়ক কয়েকটি
পদ আছে, নিম্নরূপ তাহা সচরাচর গীত হইয়া থাকে, সে
পদের নাম ‘নাচাড়ী’। কিন্তু বিদ্যাপতি বচিত্ত বানাকৃষ্ণ-বিষয়ক
পদাবলীর ভূমণ্ডল তাহার নাচাড়ী গীতি সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত
এবং কবিত্বও নিবৃদ্ধি—“যদিও বাছারা দেশের যত্নক হবেনই
বিদ্যাপতি-প্রণীত ‘দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী’র অন্তর্ভুক্ত দুর্গাংগন
এখনও অমুদ্রিত হইয়া থাকে কিন্তু তাহাও ই সকল গান আমরা
দেখি নাই এবং বঙ্গদেশে তাহার প্রচলনও নাই। কবিকঙ্কণ-
চণ্ডীর অনেক স্থলে চণ্ডী-স্তব আছে, কিন্তু সেগুলিকে কোনরূপে
গান বলা চলে না। এ বিষয়ে প্রথম বাছারা গান কে বচনা



কবিতাছিলেন, তাহা বলিতে না পারিলেও, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শ্যামা মাকে ডাকিবার ভাব, ভাষা ও স্তনের জমা বামপ্রসাদের নিকট আমরা যতটা ধানী, তত আন কাছারও নিকট নহে। 'প্রসাদী স্তন' বামপ্রসাদের এক অপূর্ব সৃষ্টি। মাতৃভাবগন্ধি-প্রকাশের এমন মন-মাতাঙ্গী শক্তি আন-কোনও মহীতে আছে কিনা, জানি না। কবিতা আছে, নবাব সিনাফল্লোয়া। এক সময় দূর হইতে তাহার মহীত শ্রবণে আসে হইয়া তাহাকে নিকটে আনাইয়া গান করিতে বলে। নবাবের প্রীতিকর হইবে ভাবি। বামপ্রসাদ তখন হিন্দী খেলাল গাথিতে আনন্ত করিলে নবাব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছিলেন— "মা, মা, ও গান নয়, পূর্ব 'কারী কারী' গানের মতো গাথিতেছিল, তেমনি গান গাও।" বাস্তবিক বাঙ্গালীর বঙ্গ-কাহিনীর নাম ইহাও এক বৈশিষ্ট্য আছে। যেন বাঙ্গালীর বর্ণ ও ভাবার্ছিত ভিণ্ডা ইহা গান করা সম্ভবপর নহে।

বামপ্রসাদই বোধ হয় বাঙ্গালার পুণ্য ও পুণ্য করি ও সাধক, যিনি বঙ্গসাহিত্যে শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয় যোগনা করিয়া গিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন— "বামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন।" কিন্তু "কারী হলি মা বাসবিহারী—নটবর বেশে বৃন্দাবনে, 'ও যে কারী, কৃষ্ণ, শিব, বাম—সকল আনার এলোকেশী' প্রভৃতি স্তম্ভুর সমন্বয়ের গান যিনি রচিয়া গিয়াছেন, তাহাকে 'বৈষ্ণব-বিদ্বেষী' বলিলে অন্যায় ও অসঙ্গত হয়। কোনও কিছুই বহিবঙ্গের বাপার লইয়া বঙ্গ-ব্যঙ্গ করিলে তাহাকে বিদ্বেষের পরিচায়ক মনে করা ভুল।



যাহা হউক, পরে ঐ ভাব-সমন্বয়ের দ্বারা বসিয়া সাধক
কমলাকান্ত গান করিয়া গিয়াছেন—

“জান না রে মন, পরম কানথ,
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরই বরণ করিলে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়।”

এই পদম কাবণটা যে কি ও কেনন, তাহা বুঝিতে না পারিলে
শ্যাম-শ্যামাল কপ-বর্ণনা, ভেদ ও সাম্যভাব ঠিক-মত উপলব্ধি
হওয়া সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়
যে, জগন্নাথ এবং জগৎপিতৃ এই উভয় শক্তি-সমন্বিত স্বপ্রকাশ
চৈতন্য-সমুদ্রের নানই পদম কানথ। যখন পিতৃ-শক্তির মধ্য
দ্বিয়া সেই স্বপ্রকাশ পদার্থ লক্ষিত হয়, তখন তাঁহাকে জগৎ-পিতা
পদমেশ্বর এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা
হয়। আর কেবল মাতৃদেব আশ্রয় লইয়া যখন সেই চিন্ময়
সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করা হয়, তখন তাঁহাকে জগন্মাতা বা
পদমেশ্বরী বলা হয়,—কালী, দুর্গা, তাঁরা প্রভৃতিও তাঁহারই নাম।
ইহা আমাদের মন-গড়া করা নহে। আৰ্য্যশাস্ত্রের সর্বত্র এই এই
তত্ত্ব-নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা বলা হয়, তন্ত্রশাস্ত্র
বৈষ্ণববর্গের বিরোধী, তাঁহারা অস্ত্রভাবশতঃই উহা বলিয়া থাকেন।
স্মরণ রাখিতে হইবে,—“সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমগ্ৰাণাং দুর্গা বিষ্টাত্রী
দেবতা”—এই তত্ত্ব-নির্দেশই পুরাতন বৈষ্ণব আচার্য্য-কর্তৃক
দীক্ষাদান-কালে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রে ভেদ-জ্ঞানের
খুবই নিন্দা আছে। রূপভেদ, নামভেদ, মন্ত্রভেদ প্রভৃতির সৃষ্টি



কেবল উপাসকগণেরই সুবিধার জন্য। “সাক্ষকানাং দ্বিতীয়ায়ি
ব্রহ্মণো কপকল্পনা” — ইতি ভ্রমেরই কথা।

উপাসান্ বাক্য-মনেন অগোচর (অবাস্তবমগোচরম্) ;
অর্থাৎ তিনি বদন্তকপ — “বসে বে ম” । এই বদন্তকপ
আনন্দস্বরূপ পদমেশ্বর কেবলমাত্র অ-অনুভূতি, যোগ্য। উদ্ভাব
এই আনন্দস্বরূপকে উপাসনার নিমিত্তভূত করিলে তবে যে আনন্দ
আমাদের বাক্যমনোবুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে। এই উপাসনার
মূল ভিত্তি সারকের অনন্ত ভাব। সর্বাংশ সারকের ভাব বদন্ত
বাব, উক্তি ও আনন্দের প্রবেশের স্বাভাবিক ভিত্তি বর্ণনিত হইল।
তিনি বসে বসে — ভাবের দাবু। বদন্তকপের দাবু পদ
বর্ণনা — “স যে ভাবের নিবন্ধ, ভাব নাট্যের মতোই কি
বদন্তে পাবে।” এখানে এই ভাব নির্দেশিত কি — সত্যের সত্যমো
ভাবামের সত্যের বদন্তের সত্যের স্বাভাবিক ভাব ভাব
বলে, ভূমি নিশ্চয় হইবে ও সত্যের একান্ত আপন। ভাব —
সত্যের নিজস্ব নিবন্ধ। পদমেশ্বর বদন্তের — “ভাব কি
ভাব (ঈশ্বরের) সঙ্গে একতা বদন্তের — এক ভাব।”
— এই বদন্ত-আলোপই সত্যের উক্তি-বদন্তের ভাব কথা যে
ভাব ও কপ লইয়া উক্তি-বদন্তের উদ্ভাব, বদন্তের ও কপ এই ভাবের
সত্যের উপনয় প্রতিষ্ঠিত। এই সব কথা ভূমিতে বর্ণনা পাবিলে
ঈশ্বর দেবদেবীর উপাসনা-ভাব বুঝা যাইবে যে, ঈশ্বর পূজা-
পার্বণের, মর্গ ও বুঝা যাইবে না, যদি আমাদের দেবের পদার্থী ও
অসিদ্ধাৎ শাক্ত-সঙ্গীতের বস-উপনয় ও সত্যের হইবে না। মনে
নাথিত হইবে, ভাব ও উক্তিই উপনি-উক্ত পদার্থ বর্ণনিত প্রাপ, এবং
উদ্ভাবেরই প্রভাবে আমাদের ভাবের চরিত্র গঠিত হইয়াছে।



ব্রহ্মকে মাতৃরূপে উপাসনার ভিত্তি যে ভাব আছে, তাহা
 বাঁচানো হইবে না, বাঁচানো সাধন-কাণ্ডের কোনও সংবাদ না
 বাঁধিয়া বাঁচানো খুঁটানো পণ্ডিতগণের গবেষণানুসারে দুর্গা, কালী,
 শিব-পূজা প্রভৃতিতে সমস্ত কৰ্মের অনায়াস জাতিদ্বিগের ভূত-পূজার
 আকাংক্ষা মাত্র মনে করেন, শক্তি-বিষয়ক সম্বন্ধে তাঁহারা কোনও
 বস বা কবিই দেখিতে পাইবেন কি না সম্বন্ধের বিষয়। তবে
 ভবসাল কথা এই যে, পুরুষানুক্রমে আমরা মা বলিয়া আসিতেছি
 যে পৈতৃমহ সংস্কার (Heredity) আমাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে
 গাঁথা আছে,—তাহা তো ছাড়িবান নহে। মনে পড়ে, বদ্বিনচন্দ্র
 একবার লিখিয়াছিলেন—“একদিন বর্ষাকালে প্রজাটীনর কোন
 ভবনে বসিয়াছিলেন। প্রদোষকাল—প্রমুগ্ধিত চন্দ্রানন্দকে
 বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীনরা লক্ষ বাঁচিবিলেকপশাণিনী—মৃদু পবন-
 ছিলোলে তদন্ত-ভক্ত-চরণ চন্দ্রবন্দনা লক্ষ ভাবকাল মত্ত দুর্গাত্ত-
 ছিল ও মিলিত্তিত্তির। যে নন্দিত্ত বসিয়াছিলেন, তাহান গাঁচে
 দিয়া বর্মান তঁহুপ্রানী বাঁচিবান মৃদু বন কনিয়া চুটিতেছিল।
 আকাশে লক্ষত্র, নন্দিলকে নৈবস হানো, তনছে চন্দ্রবর্ষা।
 কানোদে নাজা উপস্থিত হইল। মনে কহিলাম, কবিতা পড়িয়া
 ননেন ত্রুপ্তি সাধন কনি। ই ত্রুপ্তি কবিতান তাহা হইল না।
 ইংরেজিন সঙ্গে এ ভাগীনরা ত কিছুই মিলে না। কালিদাস,
 ভবভূতিও অনেক দূরে, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, কবীনচন্দ্র—তাহাতেও
 ত্রুপ্তি হইল না। চুপ কনিয়া বসিলাম। এমন সময়ে প্রজাবক্ষ হইতে
 সম্বীত-বনি শুনা গেল। সেবে ভাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে

‘সাধো আছে না মনে
 দুর্গা ব’লে প্রাণ ত্যজিব
 জাহ্নবী-জীবনে।’



তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের স্বর মিলিল—বাক্সানা ভাষায়
 বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাঠানার—এ জাহ্নবী-ভাঁবনে
 দুর্গ। বলিয়া প্রাণ ত্যজিবাবই বটে, তাতা বুঝিলান। তখন সেই
 শোভামণী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় অঙ্গ, সকলই আপনার
 বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পনের বলিয়া বোধ হইতেছিল।”
 —বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণের স্বর, মনের আশা,
 হৃদয়ের ভাব শুনিতে হইলে শাক্ত সঙ্গীতের মত আর কিছু আছে
 কি না জানি না। মা-শাক্তর পলিগাঠি স্তবে স্তবে সাজাইয়া
 বাঙ্গানাদেশ হইয়াছে ; যেন মাতৃস্নেহ স্তব-নিবাস হইয়া এই দেশকে
 জাগাইয়া তুলিয়াছে। সেই মাতের গড়া দেশে মাতের ছেলেবা
 যুগে যুগে মাতার প্রভাবে মাতৃ-নাম কত বকনে উচ্চারণ করিয়াছে,
 মাতের লীলা কেমন অনন্ত মাদুরী মাতৃগীত প্রচার করিয়াছে, তাহা
 বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালার পাঠকবর্গকে সেই
 অনিন্দিতম মাদুরী-মাতা গানের বরকতিং পরিচয়-প্রদান-উদ্দেশ্যে
 এই গ্রন্থ সংকলিত হইল।

বৈকুণ্ঠ-সঙ্গীতের সংকলন বা সংকলন-গ্রন্থ এদেশে অনেক
 বার হইতে অনেকের রচনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু শাক্ত-
 সঙ্গীতকে তার-হিসাবে শ্রেষ্ঠ-বিভাগে সাজাইয়া কোনও গ্রন্থ-
 প্রকাশের চেষ্টা এ পর্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা
 নাই। এ গ্রন্থখানি সেইরূপ চেষ্টারই ফল। ইহান আগমনী ও
 বিজয়ার গানগুলি ঘটনার পারস্পর্য-অনুসারে সাজানো হইয়াছে।
 পর্যায়ক্রমে সে সব গান পড়িয়া গেলে পার্থক্য ভাঙা
 কতকটা নাটকীয় রস উপভোগ করিবেন বলিয়া আশা
 করা যায়।



শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত আমাদের ভাষা-ভাণ্ডারে যে কত আছে, তাই চিক করিয়া বলা অসাধ্য ব্যাপার। আমি যাহা পাইনাই, তাহান সংখ্যা গাড়ে তিন হাজারেরও কিছু বেশী হইবে। এ সমস্ত গান যাহান। রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সকলের নাম জানিতে না পারিলেও অনিকাংশেরই জানিয়াছি। সে নামের সংখ্যাও দেড়শতাবিক হইবে। ইহান। সকলেই পুনরাবৃত্ত। কোনও জীবিত ব্যক্তির গান এ গ্রন্থে নাই। বাচি। বাচিয়া সর্বশুদ্ধ ২১৮টি গান ইহাতে দিয়াছি। তন্মধ্যে ১৩টি গানের রচয়িতা কে, জানিতে পারি না। অবশিষ্ট সঙ্গীতগুলি ১০৮ জনের রচনা। তাহাদের নাম এই গ্রন্থের গানের সূচীপত্রে, সঙ্গীতের সঙ্গে এবং পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্গীত-নির্বাচনে দোষ-ত্রুটি থাকিতে পারে, এ নির্বাচন যে সকলের ভাল লাগিবে, এমনও আশা করি না। তবে নির্বাচন বাছাতে ভাল হয়, সে পক্ষে বড় ও পরিশ্রমের কষ্ট করি নাই।

এই গ্রন্থ সম্পাদন-কালে আমার মোদনশ্রুতিয় ডক্টর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নানাকপ উপকার দিয়া আমার উপকার করিয়াছেন। কিন্তু এজন্য তাঁমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম না। কারণ, তাহার সঙ্গিত আমার যে প্রীতিন সঙ্কর, তাহাতে ধন্যবাদ দেওয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা শোভন হইবে বলিয়া মনে করি না। ইতি—



দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণের সাতটি গান বর্জন করিয়া তৎ-পরিবর্তে
আটটি নূতন সঙ্গীত এই সংস্করণে সংযোজিত হইল।

মহালয়া
১৮ই জানুয়ারি ১৩৩২
কলিকাতা

}

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

পূর্বসংস্করণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল কবির রচিত চারিখণ্ড শাস্ত্র-
সঙ্গীত এই সংস্করণে নূতন সঙ্গীতসমিতি হইয়াছে।

মহালয়া
২রা জানুয়ারি, ১৩৫২
কলিকাতা

}

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়



শাক্ত পদাবলী

বাল্য-লীলা

১

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়।

গিরি, তোমারি কুমারী—তা নয়, তা নয় ॥

স্বপ্নে হা দেখিছি* গিরি, কহিতে মনে বাসি ভরু।

ওহে কার চতুর্নখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মন্তকে রয় ॥

রাজ-রাজেশ্বরী হয়ে হাস্য বদনে কথা কয়।

ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥

প্রসাদ ভণে, মুনিগণে যোগ ধ্যানে যারে না পায়।

তুমি গিরি ধন্য! হেন কন্যা পেয়েছ কি পুণ্য উদয় ॥

রামপ্রসাদ সেন

২

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।

উমা কেঁদে কবে অভিমান, নাহি করে গুণ্যপান,

নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,

বলে উমা, ধরে দে উহারে।

কাঁদিয়ে কুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,

মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ?

* বা দেখেছি।



শাক্ত পদাবলী

আর আর মা মা বনি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,

যেতে চায় না জানি কোথারে ।

আনি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,

ভূষণ ফেলিয়ে যোবে মারে ॥

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর

গৌরীয়ে লইয়া কোলে করে ।

মানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী,

মুকুর লইয়া দিল করে ॥

মুকুরে ছেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,

বিনিদিত কোটি শশধরে ।

শ্রীরামপ্রসাদে কদ্র, কত পুষ্য পুষ্টচয়,

ভগত-জননী যার ধরে ।

কহিতে কহিতে কথা, স্নানদ্রিতা জগন্মাতা,

শোয়াইল পালঙ্ক-উপরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩

আর জাগাস্ নে মা জয়া, অবোধ অভয়া,

কত করে' উনা এই ঘুমান ।

মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো ভার—

মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল ।

কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে,

কি জানি কি রূপে ছিল বিনুমুলে,



বিলুপ্তে স্থিতি কবিরে পার্বতী
জাগিলে যানিনী পোহাল।

উপবোধ উমা এড়াতে না পেরে,
মানাদিন বেড়ায় প্রতি ঘনে ঘনে,
শঙ্কা বেলা অবশ হ'ল যুনের ঘোরে—
মাঘের মুখের পান মুখে রছিল।

উগান সঙ্গে জয়া যদি কবি খেলা,
খেলি গো জয়া জাগিলে মজলা,
বিজ বাধিকা বলে, উমা না জাগিলে,
জগতে কে জাগিলে বল!

বাধিকাপ্রসন্ন

৪

চকল চরণে চলে অচলনন্দিনী,
তরুণ অরুণ বেন চরণ দু'খানি।
জননীৰ হাত-ধরা, হাঁটিছে সুখা-অধরা,
আনন্দে অবীর ধরা, ধন্য ধন্য গপি ॥
অচিন্ত্যান্যকুরুপিণী, ভজ মন অনুমানি,
হিমালয়েরি আলয়ে পনব্রহ্মসনাতনী।
সব মধী সঙ্গে খেলে, কালী কালী বলে,
কালিকে গিরি-বালিকে হয়েছেন আপনি ॥

কানিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী ব্রজা)



আগমনী

প্রথম স্তবক

৫

গিরি, গণেশ আমান শুভকারী ।
 নিলে তার নাম, পূর্ণ মনস্কাম,
 সে আইলে—গৃহে আসেন শঙ্কনী ।
 বিল্ববৃক্ষ-মূলে করিব বোধন,
 গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন ;
 ধরে এলে চণ্ডী, শুন্বো আমরা চণ্ডী,
 আসবে কত দণ্ডী, যোগী, জটাবারী ॥

অজ্ঞাত

৬

আমান মনে আছে এই বাসনা—
 জামাতা মহিতে আনিবে দুহিতে,
 গিরিপূরে কন্বো শিব-স্থাপনা ।
 ঘন-জামাতা করে বাঞ্ছো কৃষ্ণবাস,
 গিরিপূরে কন্বো দ্বিতীয় কৈলাস ।
 হর-গৌরী চক্ষু হেব্বো বার মাস,
 বৎসবাস্তে আনুতে যেতে হবে না ।
 সপ্তমী, অষ্টমী, পবে নবমীতে না যদি আসে,
 হর আসবে দশমীতে ।
 বিল্বপত্র দিয়ে পূজ্বো ভোলানাথে,
 ভুলে রবে ভোলা, যেতে চাইবে না ॥

অজ্ঞাত



৭

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না ।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না ॥
যদি এসে মৃত্যুশয্যে, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জানাই বলে মানব না ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে ময়,
শিব মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥

রামপ্রসাদ সেন

৮

গিরি, গৌরী আমার এল কৈ ?
ঐ যে সবাই এসে, দাঁড়ায়েছে হেসে,
(ভুপু) সুদামুখী আমার প্রাণের উমা নেই ।
সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি, আমার কৈ শশিনুখী ?
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাঝি',
বল বল, আমার কোথা বর্ণময়ী ?
নির্মলবিগীন জল, হ'ল নিবনল,
ঐ এল হেসে শান্ত শতদল,
শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল ?
(ওরা) তেমনি চেয়ে আছে—
কেবল তারা নেই ।



শান্ত পদাবলী

শরতের বায়ু যখন লাগে গা,
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ বাধা দায়,
যাও যাও গিରି, আনগে উমায়,
উমা ছেড়ে আমি কেমন ক'রে বই !

গোবিন্দ চৌধুরী

(୯)

আমি কি হେবିলাম নিশি-স্বপনে ।
গিরিবাজ, অচেতনে কহে না ঘুমাও হে ।
এই এখনি শিয়বে ছিল, গৌরী আগার কোথা গেল হে,
আধ আধ মা বনিয়ে নিবু-বদনে ।
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতনে অমৃতনাশি ফুললিত বচনে ।
অচেতনে পেয়ে গিରି, চেতনে হারালাম গিରି হে ।
ধৈর্য না ধরে মন ভীর্ণনে ॥
আব তুন অসম্ভব—চাবিদিকে শিবা-রব হে !
ভাব মাঝে আগার উমা একাকিনী শয়ানে ।
বল কি কবির আন, কে আনিবে সমাচার হে ?
না জানি নোন গৌরী আছে কেমনে !
কমলাকান্দের বাণী, পুষ্পাবতী গিরিনাশি গো,
যে রূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে ।
ও পদ-পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী গো ।
হর হৃদি-মাঝে বাধে অতি যতনে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য



কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
 হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উনার ॥
 বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে;
 আধ আধ মা বলে বচন স্তব্ধাবার;
 জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ বাগা ডাব।
 গিরিরাজ, ভিখারী নে শূন্যপাণি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী,
 আর না কখন মনে কর একবার।
 কেমন কঠিন বল হৃদয় তেজার ॥
 কমলাকাণ্ডেব বাণী, শুন হে শিখরমণি,
 বিলম্ব না কর আর হে, গৌরী আনিবার।
 নুরে যাবে সন দুঃখ, মনেবি আকার, গিরিরাজ ॥

কমলাকাণ্ড ভাটচার্য্য

(১১)

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল!
 স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
 চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো ॥
 কহিছে শিখরী, কি কবি অচল,
 নাহি চলাচল, হ'লান হে অচল,
 চকলার মত জীবন চকল,—
 অকলের নিধি নেয়ে হাবালো ॥



শাক্ত পদাবলী

যেথা দিয়ে বেন হেন মায়া তার !
 মাঘের প্রতি মায়া নাই মহানায়ার ।
 আবার ভাবি গিরি, কি দোষ অভয়ার,
 পিতৃদোষে মেয়ে পাষণী হ'লো ॥

দাশরথি দাস ।

১২

গিরি, কি সুধাও হে সমাচার ?
 বনিতে সে স্বপন, না সরে বচন,
 খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রুধার ।
 নিশিতে যেমন, ভেবে উমাধন,
 অনেক আয়াসে বুদেছি নগ্নন,
 অমনি স্বপনে করি দর্শন—
 শিয়রে বসিয়া যেন মা আনার ।
 বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
 হেমাস্ত্রী হইয়াছে কালীর বরণ ;
 হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
 সে উমা আমার, উমা নাই হে আর ।
 উমা বসিয়া শিয়রে, কছিল কাতরে,
 কত আর দয়া থাকিবে পাথরে,
 তিখাবীর করে সমর্পণ ক'রে,
 কেন তব দ্বিগে লও না মা একবার ॥

হরিশচন্দ্র দাস



কুসুমপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাগী ;
অসিত-বরণা উমা, মুখে অটু অটু হাসি ।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ধোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী ।
যোগিনীদল-সঙ্গিনী, ব্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিগা বণ-বদ্বিনী, মনে বড় ভয় বাসি ।
উঠ হে, উঠ অচল, পবাণ হ'ল বিকল,
হবায় কৈলাসে চল, আন উমা-সুধাবাসি ।

গিরিশচন্দ্র বোষ

গিরি হে, তোমায বিনয় করি অনিতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাসপুরে ।
শিবকে পূজবে বিলুদলে, গচন্দন আর গন্ধাজলে,
ভুলবে ভোলায় মন ।
অমনি গদয় হবেন সদানন্দ, আসতে দিবেন
হারা ভাবাধন ।
এনো কার্তিক গণপতি, লক্ষ্মী সবস্বতী, ভগবতী
এনো মস্তকে কোরে ॥
জামাই যদি আসেন, এনো সমাদর কোরে ।
স্তনি পুবাণ চণ্ডীতে, পূর্বজন্মেতে উমা ছিল
দক্ষের মেয়ে, প্রসুতির মেয়ে,



শাক্ত পদাবলী

শিব-নিন্দা শুনে, সেই অভিমানে,
 প্রাণ ত্যজিলেন দক্ষানধে ।
 আমি সেইটে কবি ভব, ঝি-জামাই আনতে হব,
 এসো কৈলাসনাগীদের সব নিমন্ত্রণ কোরে ।
 নিশি সুপ্রভাতে, শুভ ঘটতে শুভক্ষণ সময়—
 কোবে সঙ্কল্প, ঘটাব করনা, কোরেন হিমালয় ॥
 বলে পাষণকে বাণী, সনিনয় বাণী,
 আনতে যাও ঈশানী, মেয়ে দুঃখিনীকে মেয়ে ।
 আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমানন্দ
 আশা-পথ রয়েছে চেনে ।
 আছে কন্যা-সন্তান যাব, দেখতে হব, আনতে হব,
 সদাই দয়ামায়া ভাবতে হব হে প্রসূদে ।
 কোনবো চণ্ডীর নোবন বিঘ্ননুলে ।
 দণ্ডিগণ পড়বে চণ্ডী, পাব চণ্ডী চণ্ডীর ফলে ।
 ঘটে চণ্ডী, পটে চণ্ডী, স্থানে স্থানে মঙ্গলচণ্ডী,
 চণ্ডীর কল্যাণে ।
 পাব চণ্ডীর ফলাফল হবে না বিকল,
 আসবেন মঙ্গলচণ্ডী স্তম্ভলে ॥
 কন্যার মায়াভলে, ত্রিজগৎ ভোলে,
 দেখলে আনন্দ হয়, নিরানন্দ যাব
 সদানন্দেব মন ভুলে ॥
 শিবের নয়নের তারা ত্রৈলোক্যাভারা ।
 দুঃখ-পাসরা ত্রিনয়নী শিব-মোহিনী,



গৌরীর আজ্ঞাকারী শিব,
নামে তবে জীব, ভবগ্রামিনী ভবানী ॥
আমার এমন ঝি-জামাই, জন্মে জন্মে যেন পাই
সদাই পূজা করি, আমার মানস অন্তরে ॥

শ্রীমৎ বশু

(১৫)

বল দিবি, এ দেহে কি প্রাণ বহে আর,
মজ্জার না পেয়ে মজ্জল সমাচার।
দিবানিশি থেকে গারা, না হেরিয়া প্রাণ-ভার,
বৃথা এই অঁখি-ভাব, সব অন্ধকার।
খেদে ভেদ হয় মর্ষ, মিছে কনি গৃহে কর্ম,
মিছে এ সংসার-ধর্ম, সকলি অসার।
তুমি তো অচল পতি, বল কি হইবে গতি,
ভিক্ষা করে ভগবতী কুনারী আমার।
বাঁচি বল কার বলে, দুঃখানলে মন স্নেহে,
ডুবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার।
ত্রিঙ্গণে নাহি অন্যো, একমাত্র সেই কনো,
না ভাব তাহার জন্যে তুমি একবার।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত



(১৬)

ওহে গিরিরাজ, গোবী অতিমান কবেছে।

মনোদুঃখে নাবদে কত না কয়েছে—

দেব দিগম্বরে মণিমা আশাবে, মা বুঝি নিতান্ত পাসবেছে ॥

হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল, জটায় কাল-ফণী দুলিছে।

শিবের সম্বল ধুতুবাবি ফল, কেবল তোমাবি মন ভুলেছে ॥

একে সতীনের আলা, না গহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।

তাহে সুরধুনী, স্বামী-মোহাগিনী, গদা শঙ্করের শিবে রয়েছে ॥

কমলাকান্তের নিবেদন ধর, এ কথা মোর মনে লৈয়েছে।

তুমি শিববর্মণি, তোমাব নন্দিনী, ভিগাবীর ভিগাবিণী হয়েছ ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৭

কৈলাস-সংবাদ শুনে, মরি হে পদাঙ্গে।

কি কর হে গিরিবর, যাও যাও, এস জেনে।

স্বপ্নে বাঞ্ছিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়া ভার,

সার করি' যোগাচার, শিব নাকি আছেন শ্মশানে।

যোগাচারী হেরে হনে, সকলেতে যোগ ক'রে,

শিবের বৈভব হ'বে ল'য়ে গেছে স্থানে স্থানে;

(ঐ দেখ) শশী গগনমণ্ডলে, সুরধুনী ধরাতলে,

ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে।



শিবের স্বভাৱ দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কানী হ'য়ে,
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী অভিমানে,
সেজে বিপরীত মাজ, বিনাঙ্গে ত্যজিয়ে নাজ,
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়েছে সুধাপানে।*

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৮

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীয়ে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমায়ে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগন্তরে, আনন্দে বোয়েছে ঘরে;
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিবি, তেঁই হে ভোমারে মাঝি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে ॥
মতিনী সবল্য নহে, স্বামী সে শূশানে রহে,
তুমি হে পাষণ, তাহে না কর মনেতে।
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি,
কেমনে সহিবে এত মাঝের প্রাণেতে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৯

ওহে গিবি, কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ।
এমন মেয়ে, কারে দিয়ে, হযেছ পাষণ ॥

* এই গানটিই যৎ-সামান্য পাঠান্তরিত আকারে শ্রীধর কথকের রচনা বলিয়া কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।



নদীর পুতলি তারা, ববি-করে হয় সারা ;
 নিবৃত্ত নয়নে ধারা, মলিন বয়ান ।
 ধরেতে গতিনী-জ্বালা, সদা করে কালাপালা,
 হ'য়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ ॥
 শিবের সুব-তবঙ্গিনী, হ'য়ে শিব-সোহাগিনী,
 করি' কলকল ধ্বনি, করে অপমান ।
 মানাদিন ধরে ঘরে, ভোলানার ভিকা করে,
 যশাকালে খায় হ'লে দিবা অবসান ॥
 তাহে কি উদর ভরে, পেটের জ্বালায় মরে,
 সন্ধ্যাকালে ব'সে করে গিহ্বিনস পান ।
 ভাল-মন্দ নাহি চায়, সুখ-দুঃখ ঠেলে পায়,
 দুঃখের ফল খায়, অমৃত সমান ॥
 গ্রীফল পাইলে হার, আর তানে কেবা পাগ,
 মহানন্দে নাচে গান, বাজায়ে বিদ্যাপ ।
 ভৈরব ভৈরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেসে গোয়ে,
 আছে কিনা ছেলেমেয়ে, বাধে না মহান ॥
 নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি করে কোন কর্ম্ম,
 নিজ-ভাবে নিজ-মগ্ন, নিজের করে গান ।
 লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিঘ্নভোগী,
 সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান ॥
 বসন ভূষণ ধন, কবিতাছি আয়োজন,
 কর কর নৃপধন কৈলাসে প্রয়াণ ।



মুগ্ধনিম্নে যাবে ভয়, ভাহে কি বিপদ হয়,
যান যান হিম্মানয়, ইশানী ইশান ॥

কেশবচন্দ্র ৩৩

(২০)

যাও গিবিবর হে, যান যেয়ে নন্দিনী ভবনে আমার।
গৌরী দিয়ে দিগন্তরে, কেমনে বোয়েছ ঘরে,
কি কঠিন হৃদয় তোনার হে ॥

জান ভো জানাতার রীত, সদাই পাগলের মত,
পরিধান বাঘাবর, শিরে জটাতার।

আপনি শূশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে খায় তারে,
কত আছে কপালে উনার ॥

শুনেছি নারদের ঠাই, গায়ে মাখে চিতা-ছাই;
ভূষণ ভীষণ তার, গলে ফণি-হাব।

এ কথা কহিব কায়, সুধা ভাজি বিষ খায়,
কহ দেখি এ কোন্ বিচার ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈল-শিরোমণি,
শিবের যেমন রীত, নুষ্টিতে অপার।

চরণে ভুঁষিয়ে হর, যদি আনিবারে পার,
এনে উমা না পাঠায়ো আর ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য



২১

গিরি, কি অচল হলে অনিতে উমারে,
না হেরি তনয়া-মুখ হৃদয় বিদরে।
স্বরান্বিত হও গিরি, তোমার কবচে ধরি,
উমা 'ও মা' বলে দেখ ডাকিছে আমারে ॥

রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু)

২২

গিরি, প্রাণগৌরী আমার।
উমা-বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আন্ধার ॥
আজিকালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে ?
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুনাবে, এ কি তব অবিচার ॥
সোণার মৈনাক ডুবিল নীবে, সে শোকে বোয়েছি পরাণ ধরে ;
বিক্ হে আমারে, বিক্ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর ॥
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত বেঁদোনাকো বাণি, হও গে শান্ত।
কে পাইবে তোমার উমার অশ্রু, তুমি কি ভাব অসার ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

২৩

আন তাবা স্বনাম গিনি, নগনে লুকায়ে রাখি।
হেরিয়ে গগন-তারা, মনে হলো প্রাণের তাবা,
শুনেছি তাকে নাকি পাঠাবে না তা'রা,
মাযের আমার নাম তাবা, ব্রিনয়নে তিন তাবা,
তা'রা-হৃদে তারার ধারা,
আমি তারায় দেখে মুদি অঁাখি ॥



আগমনী

উমা আমার দুধের ছেনে, কেঁদেছে 'মা' 'মা' ব'লে ;
ও পাষণ গিরি,
শিবের নাহিক পিতা-মাতা, কে জানিবে মায়ের ব্যথা,
কাবে কবে দুঃখের কথা, আমার স্বর্ণলতা বিধুস্বামী ॥

অন্ন চণ্ডী

২৪

ওহে নগরাজ হে, বহিতে নাবি ঘনে, শব্দে শাবদা বিনা
হৃদয় বিদরে ।
আন্টান করে প্রাণ, সৃষ্টির না হয় মন, দানাদি হনিণী
যেন ব্যাকুলা অস্তরে ॥
সবে মাত্র এক ধন, নগনে নর্দানাশ্রন, অকলে রক্তন-নিধি,
বিধি দিন মোরে ।
কি বলিব বিধাতারে, দেখি গ্রামে সংবৎসবে, দুখ-পানাবাব
সদা উথলে অস্তরে ॥
নারদে বিনয় করি, কয়েছেন উমা আনাবি, তনয়াব গুনি দখ,
সৈতে নাকি পারি ।
জনক ভূপতি যাব, দুখিনী নন্দিনী তার, বকু যার বহ্নাকর,
বাস হিম-ধরে ॥

ব্রাহ্মচর্য ভট্টাচার্য্য

১৭



উমার কারণে প্রাণে যে যাতনা নিশিদিনে,
 মা হ'তে বুঝিতে চিত্তে, ছনিত্তে না,—দিত্তে এনে।
 প্রাণ কাঁদে ভাই সদাই কাঁদি, কৈলাসে ভাই যেতে সাধি,
 রেখেছ তো বহুবাবু প্রাণে ছন-বচনে।
 উমা ভাবে মা পাষাণী, লোকেও কয় পাষাণী রানী,
 আমি যে পাষণ-অনিনী, এ কাহিনী কেউ না জানে।
 কাদা তব পাষণ ব'লে, অস্তরেও কি পাষণ হ'লে?
 অমন মেঘের মাঝা ভুলে, বহিলে গিবি কেমনে?
 'কৈলাসে বাই' ব'লে যেতে, শিবের দোষ এসে শুনাতে,
 'শরতে আসবেন পুরেতে'—ব'লে ভুনাতে।
 (ভাল), আমি যেন অনেক নারী, যা বুঝাও ভাই বুঝি গিবি,
 আনিত্তে গৃহে কুমারী, ভোমার কি সাধ হয় না মনে?

মনোমোহন বসু

গিরিবাহু হে, জানায়ে এনো মেঘের সঙ্গে।
 মেঘের বেকপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
 পুরুষ পাষণ ভুনি, বুঝ না তেমন,
 ভাই শিবের নাম করি, আমার নাম ধরি,
 উপহাস করিতেছ রঙ্গে ॥

আমি ভুলি নাই আরবারের কথা,
 মাঝের মনে, আমি মা হয়ে দিয়াছি ব্যথা,



উমা এলো বাহির দুয়ারে,
কোলে করি স্বপ্ন করে, ছিটাসি উমারে,
“আমার শিব তো আছেন ভান?”

উমা বলে—“আছেন ভান,”—চোখে দেয় অঞ্চল,
বলে—“চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো?”
আমি বুঝি সন্দেহ, কেন চোখে দেয় অঞ্চল,
হিমের জল হিমের চোখে উথলিল,

জামায়ের প্রসঙ্গে ॥

আমি ভুলি নাই আরবানের কথা,
সবনে মননের কথা, হিমের আছে গীতা।
কাণ্ডিকে কাণ্ডিয়া বুকে, নাচায় গোবী নেক নেক,
গোখান কাণ্ডিক ভোমায় দেখে, উঠে চমকে;
বলে ভোমায় দেখিলে—“মা, ও মা, ও কে দাঁড়ায়ে?”
উমা বলে—“ভোমার দাদা ঐ, বাবা, আমার বাবা ঐ।”
বাপ-মোহাগে বাপের হেলে, ছাডিয়ে মায়ের ধরে গলে,
বলে—“মা, আমার বাবা বই,
বাবা কেন এর না, ও মা বল না।”
বলে কেশে ধরে টানে, উমা চাহি আমার পানে,
বলে—“কেন এলেন না, ভোমার দিদি জানে।”
আমি সেই অবধি, সবনে মননে আছি মনোভঙ্গে ॥

অক্ষয়চন্দ্র সরকার



বাণি গো, শুধু তোমারি বেদনা ব'লে নয় ।
 দেখ দেখি গিনিপুরে, পশুপক্ষী আদি ক'রে,
 উনার লাগিয়া ঝুবে, সবে নিবানন্দময় ॥
 উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
 নিপিকড়া যে বিবাতা, তেঁহ মাতা কয় ।
 বিশেষে তোমার ভাবা হব-ত্রিলোচন-ভাবা,
 তেঁই পরম্পর ভাবা, বিচ্ছেদ না ময় ॥
 অর্থহীন পশুপতি, তার সর্বস্ব পার্বতী,
 দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয় ;
 রমাপতির এই মন, হব-পার্বতীকে আন,
 সফল কর মনন হেরিয়া উভয় ॥

রমাপতি বল্লোপাধ্যায়

কি ক'রে প্রাণ ব'বে ধবে আছ গো বাণি ।
 ভবন বন হ'য়ে রয়েছে বিনা ভবানী ।
 আমরা যত পুণ্যবাণী, তোমার উন্মায় ভালবাসি,
 আনন্দে দেখিতে আসি দিবা-রজনী ।
 পাঠাইয়া উন্মায়নে, তিস্রাবী শঙ্কর-মনে,
 পাসরে আছ কেননে হ'য়ে জননী ?



ভূপতি পাষণ-কায়া, দেহেতে নাই দয়া-মায়া,
তুমি তাঁর ব'লে কি জায়া, হ'লে পাষণী ?
নানদের বাক্য-কোশলে, না ভেনে-ভনে কি ব'লে,
মেয়েকে ফেলিলে জলে, ভূধর-নগনি ।
বিষে দিলে এন্নি বনে, ভিক্ষা ক'বে কাল হরে,
অন্ন-বস্ত্র নাইকো ঘরে, অতি দুঃখিনী ।
প্রতিবাগীর বাক্যনাথে, কাতরা হইয়া প্রাণে,
যাইয়ে রাজ-সদনে সববে তননি—
বক ভাসে অশ্রুজলে, কাতরে অচলে বলে,
কবিরঞ্জে সঙ্গে ল'য়ে, আন গে মন্দিরী ॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন

২৯

বারে বারে কহ বাণি, গৌরী আনিবারে ।
জান তো জামাতার রীত অশেষ পুকারে ॥
বদন তাজিয়ে মণি কণেক বাঁচয়ে ফণী ;
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে ।
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি-'পরে ।
সে কেন পাঠাবে তাঁরে সবল অস্তরে ॥
রাখি অমরের মান হবের গবল-পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে ।
উষার অঙ্কের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া ;
সে অবধি শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে ।



শান্ত পদাবলী

অবলা অন্নমতি, না জ্ঞান কার্যের গতি,
যাব, কিছু না কহিব দেব দিগন্তরে ।
কমলাকান্তেরে কহ, তাবে মোর সঙ্গে দেহ ;
তার মা বটে, যানায়ে যদি আনিবারে পারে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩০

আব কেন কাঁদ বাণি, উমাঝে আনিতে যাই,
গেলে যদি কৃষ্ণিবাস না পাঠান, ভাবি ভাই ।
উমার আগার অঙ্গ-ছায়া করে শীতল হরের কায়া,
পাঠায়ে কি ভব-ছায়া পাগল হবেন, ভাবি ভাই ॥

অন্নাত

৩১

গিরিবাজ গমন করিল হবপূরে ।
হরিষে বিষাদে, প্রনোদ প্রনাদে, ফণে ফণে চলে ধীরে ॥
মনে মনে অনুভব, হেবির শঙ্কর গির,
আজি তনু জুড়াইব আনন্দ-সমীরে ।
পুনরপি ভাবে গিবি, যদি না আনিতে পারি,
ঘরে আসি কি কব রাণীরে ॥
দূরে থাকি' শৈল-রাজা, দেখি শ্রীমন্দির-ধ্বজা,
পুনকে পূণিত তনু, ভাসে প্রেম-নীরে ।
মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়, উমাঝে আনিতে হবে ঘরে ॥



প্রবেশে কৈলাসপুরী, না ভোঁটিয়ে ত্রিপুরারি,

গমন করিল গিরি শয়ন-মন্দিরে ।

হেঁচিয়ে তনয়া-মুখ, বাড়িল পরম সুখ, মনের ত্রিমির গেল দূরে ॥

অগতজননী তায়, প্রণাম করিতে চায়,

নিষেধ করয়ে গিরি ধরি দুটি করে ।

কমলাকান্ত-গোবিত ভব শ্রীচরণ, যা ;

আমি কত পুণ্য পেয়েছি তোমারে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩২

চল যা, চল যা গৌনি, গিরিপুত্রী শূন্যগার ।

যা হ'লে জানিতে উনা, যমতা পিতা-যাতার ॥

তব মুখানুত বিনে, আছে রাণী ধনাসনে,

অবিলম্বে চল অস্বৈ, বিলম্ব সহে না আর ।

তোমার বিবহ-অসি, অহবহ হৃদয়ে পণি করয়ে ছেদন,

তোমার বিচেছদানল, অস্তবে হ'য়ে প্রবল,

সিকু-নীবে প্রবেশিল বৈশাক ভাতা তোমার ॥

কালীনাথ রায়

৩৩

বদন তোল মদন-রিপু, যার পিতার বসতি ।

নগেন্দ্র এসেছেন নিতে, যোগীন্দ্র দেও অনুমতি ॥



এসেছেন পিতা অচল,
আমায় বলেন—চল, চল,
দুটি আঁখি ছল ছল,
কি আত্মা হয় পশুপতি?

দিন যত হয় গত,
না আমার কাঁদিছেন তত,
আস্ব পুনঃ শীঘ্রপতি ॥

অতীত

৩৪

গঙ্গানব হে শিব শঙ্কর, কর অনুনতি চর,
যাইতে জনক-ভবনে ।
ফণে ফণে মম মন হইতেছে উচাটন, ধাবা নহে তিন নয়নে ॥
সুরাসুর নাগ নর আমারে সুরণ করে ;
কত না দেখেছি স্বপনে—যোগনিদ্রা-ঘোরে ।
নিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,
'মা দুর্গা' ব'লে ডাকে মমনে ॥
মায়েব ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে বোনেতে রাখি,
কত না চুম্বয়ে বদনে ।
জাগিয়ে না দেখি মাঝ, মনোদুঃখ ক'র কার,
বল, প্রাণ ধবি কেমনে ॥



হউক নিশি অবসান, রাধ অবলার মান, নিবেদন করি চরণে ।
কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ, অনুচর—

বোলো যাই আগিব ত্রিদিনে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩৫

হর, কর অনুমতি, যাই হিনালয়ে ;
জনক-জননী বিনে বিদীর্ণ হৃদয় ।

এ জালা কি জানে অন্য, আমি ম'ন একা কনো,
গিয়ে তিন দিন ভনো, নব পিত্রালয় ॥
গুহ গণপতি ল'য়ে, সপ্তমী প্রবেশা হয়ে,
আগিব কৈলাসে, হ'লে নবনী উদয় ।
জানি মা মেনকা খেদে, অন্ধ হলো কেঁদে কেঁদে,
মনেছে কি আছে নেঁচে, হন্তেছে সংশয় ॥

জগন্নাথ বসু-মল্লিক

৩৬

গুহে হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার, যাট আমি জনক-ভবনে ।
কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নথ-লেশনে,

হয় নয় প্রকাশ বদনে ॥



শাক্ত পদাবলী

জনক আমার গিরিবর আমি উপনীত, আমারে নইতে

আর তব দরশনে ।

অনেক দিবস পব, যাইব জনক-ঘর, জননীকে দেখিব নয়নে ॥

দিবানিশি অবিকৃত জননী কান্দিছে কত হে ।

ভূষিত চাতুর্কীর মত বানী চেয়ে পথ-পানে ।

না দেখে মাগেব মুখ, কি কর মনের দূর,

না কইলে যাইব কেমনে ॥

নাথ, পূব মন-আশা, না করহ উপহাস, বিদায় করহ হর,

সবল বচনে হে ।

কমলাকান্তেবে দেহ নাথ অনুচর, বলে যাই

আসিব তিন দিনে হে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩৭

জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার ?

আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর ।

আহা আহা, মরি মরি, বদন নিবস করি,

প্রাণাবিকে প্রাণেশ্বর, বেঁদোনাকো আর ।

হৃদয়েশি, অহবহ আমার হৃদয়ে বহ,

নিদর-হৃদয় কর, কি দোষ আমার ।

যখন যে অনুমতি কর তুমি ভগবতি,

কখনো কি করি আমি অন্যথা তাহার ?



সকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহানায়া,
 তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার।
 মাব মায়া প্রকাশিত, জন্ম নিলে অবনীতে,
 কে তোমার মাতা-পিতা, কন্যা তুমি কার!
 ইচ্ছামগী নাম ধব, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
 তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার।
 প্রাণপ্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে যাব তথা,
 অগমাত্র সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৩৮

গিরিরাশি, এই নাও তোমার উদানে।

ধব ধব গবেদ জীবন-ধন।

কত না মিনতি করি, তুমিহে ত্রিশূলধারী,

প্রাণ-উমা আনিলাগ নিজ-পুরে।

দেখো, মনে রেখ ভয়, সামান্য তনয়া নয়,

যাবে গেবে বিধি বিমু হরে।

ও রাজা চরণ-দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জটি,

তিনাক্ষ বিচ্ছেদ নাহি করে ॥



শাক্ত পদাবলী

ভোমার উমার মায়া, নিৰ্গুণে সত্ত্ব বায়া,
 ছারানাত্র জীব-নাম ধরে ।
 ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, কালী-তাবা নাম ধরি,
 কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে ।
 অসংখ্য তপেবি কলে, কপট তনয়া-ভনে, ব্রহ্মময়ী
 মা বলে ভোমাবে মেনকারিণি ।
 কমলাকান্তের বাণী, বনা ধন্য গিরিবাণি,
 তব পুণ্য কে কহিতে পারে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩৯

কি শুনালে গিরিবব, উমা কি ভবনে এলো ?
 ভবেরি ভবানী আমার ভবন কবিল আলো ।
 উমা-শশী না হেনিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে,
 এবে নয়ন-তাবা নিবন্ধিয়ে আঁখি মন জুড়াইল ॥

অজ্ঞাত

• ৪০

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী ।
 সঞ্জে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঞ্জিনী ?
 দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
 কক্ষে ল'রে গজানন গমন গজগামিনী,—
 মা ব'লে মা ডাকে যুঝে আধ-আধ বাণী ।



এ যে কারি-অরিতে করি' ভদ্র করে করিছে রিপু-সংহার,
পদ-ভরে টলে নহী মহিষনাশিনী ।

প্রবলা প্রথনা মেয়ে, তনু কাঁপে দবশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন ॥ ত্রিলোক-জননী ॥

দাশরথি রায়

৪১

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরি-পুরে ?
এতো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে, দশভুজা মেয়ে ।
উমা কোন্ কালে ত্রিশূলে অসুবে সংহারে !
হায়, আনার মেই বিমলা, অতি শাস্ত্রশীলা,
বণ-বেশে কেন আসবে ঘরে ।

মুগ্ধে মৃদু হাসি, স্তবান্বিতা হে, আনার উনাশশীর ;—
এ যে মেদিনী কাপায় হৃদ্যারে ঝঙ্কারে ।
হায় হেন বণ-বেশে, এল এলোকেশে,
ও নারীকে কেনা চিন্তে পারে !

রসিকচন্দ্র বলে, চিন্তে পণবিলে, চিত্ত থাকে না গো,
যেন এই বেশে না আনার কান-ভয় নিবাবে ॥

রসিকচন্দ্র রায়

৪২

গিরি, কারে আনিলে,
এনে কার তনবা, প্রবোধিলে ?



শাক্ত পদাবলী

অপরূপ রূপ এ যে দশভুজা,
কুসুম চন্দন পায়ে কে করেছে পূজা,
শুন হে পাষণ, হরে হতভান, এমন তুলিলে ॥
নাবাগণী বাণী দু'পাশে দাঁড়াই,
দশভুজে পাশ শোভা পায়;
ব'লে গেলে হে গিনি, বাই—
আনিগে গিরিজায়,
সে মেয়ে রেখে এনে কোথায় ?
শশী ভানু আসি উদ্গম পদে পদে,
উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে;
দাসের আশায় আশা হয়, মাম ও পায় পাইলে ॥

ঠাকুরদাস দত্ত

৪৩

গিনি, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিয়া যবে কার মেয়ে ?
সর্বদেব-ভেজ দেহ, জটাজুট শিরোকহ,
আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে ।
কনক-চম্পকদানা, অঙ্গী-কুঙ্কমোপমা,
এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার ।
উমা চতুর্ভুজা ছিন্ন, দশভুজা করে হইল,
হিন্নগিনি সত্য বল, কর ছিন্ন পতি হ'য়ে ।
দেখি একি বিপরীত, পদে জন্তাসুর-সুত,
তারে করে অপ্রাণাত উমা কি আমার ।



আব্ব একি চমৎকার, পদে মহাসিংহ তার,
সঙ্গে সুব-পনিবার, এন দেবকন্যা ল'য়ে।
রক্তছব্বা বি-মুদলে, পূজু স্বর্গ মণীতলে,
ভাবে গিবি কন্যা ব'লে, ভাব চমৎকার।
দ্বিজ রামচন্দ্র বাণী, গুন হে নগেন্দ্রবাণি,
এই তো ওব নন্দিনী, ভাবে লও সম্বনিয়ে ॥

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৪৪

কে বণ-বদ্বিণী।

কে নানী অঙ্গনে এলো, চিনিতে না পারি।
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে—এ নব আমান প্রাণকুমারী।
দশ দিক্ দাঁপ্ত কবা, এ বমণী দশ-বনা,
বিবিন অসুখ-বনা, দনুত-দননী হেবি।
নহে মন বনো এ যে, এ মনন-গায়ে সাহুজ,
মানসে অমানে পূজু এ নানী-চরণ, গিবি।
কি সুখী অঙ্গনী হবে, দাননী মাননী কিবে—
যদি আমাব উমা হবে, তবে কেন ভয়ঙ্করী।

ব্রজমোহন রায়

৪৫

ও হে মহানাজ, আজ কি হেবি নয়নে।
মুক্তকেশী কে ঘোড়ী ছকাবে নাচিছে বণে ?



শান্ত পদাবলী

লোলজিহ্বা শবাসনা, ণব কর্ণে সুশোভনা,
ভালে চন্দ্র ব্রিনয়না, মেঘবরুণা—
বামা বাম দ্বিকবে নৃমুণ্ড কৃপাণ ধবে,
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।
চৌঘটি যোগিনী সঙ্গে, নাচিছে পবন রঞ্জে,
ভাসিছে বণ-ভবঞ্জে, ঘোববদনা।
মুণ্ডমালা দোনে গলে, দশনে রুনির গলে,
বনোয়ারীলাল বলে, বাণ দীনে শ্রীচরণে।

বনোয়ারীলাল ঝাঙ্ক

দ্বিতীয় স্তবক

৪৬

গিরিনাথী যজ্ঞ-সামন মন্ত্র পড়ে, নানা তন্ত্র করিয়ে বিচার ;
বলে, আজ আনিবে আমার গৌরী গভানন,—

কি শুভদিন গো আমার !

কনক-নির্মিত কুন্ত দিছে তাহে কুন্তন-চন্দন-সাব গো রাণী।
আমন্ত্রি স্বরগুরু পূজয়ে নবতরু, যেমন আছে কুলাচার ॥
মুদঙ্গ মোহিনী, দুন্দুভি দদপিণী বাছিছে নিবিধ প্রকার গো

গিরিপুরে।

নগর-রমণী উনু উলু ধ্বনি আনন্দে দিছে বারে বার ॥



বিজয়া হেন কালে আগি বাণীবে বলে,

বিনয় কেন কর আর গো নাগি !

কমলাকান্তের জননী ঘবে এলো, পূণের গৌরী তোমার ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৪৭

দেখে আয় তোকা হিমাচনে

ওকি আলো ভাসে রে,

উমা আমার আসে বুঝি,

উমা আমার আসে রে ।

এ নহে অরুণ-আভা,

নহে শশধর-বিভা,

হিম-মাল্যে নুঝি গৌরীর

গৌর-আভা হাসে রে ।

শাবদ-শশী বন্ধিন, কহি ঐ আভাহীন,

পশ্চিম গগনে ঐ উমা-মুখ ভাসে রে ।

বাজামে আবতি, আগিছে আমার পার্বতী,

জুড়াতে মাল্যেই থাং উমা আমার আসে রে ।

বৎসল-যন্তনে আভ উমা আমার আসে রে ॥

নবীনচন্দ্র সেন

৪৮

গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,

ঐ এলো পাখাণী, তোর ইশানী ।



শান্ত পদাবলী

ল'বে যুগল নিশু কোনে, “মা কৈ” “মা কৈ” ব'লে,
ডাকছে মা তোর শশববদনী ।

মা গো ত্রিভুবনে মান্যো, ত্রিভুবনে ধন্যো,
তোম নেমে মানাদেয় নম গো বাণি ।

আমরা ভাব্তেম ভগবত পুরে,

মা নাকি তোর মেয়ে,
তিনি নাকি তবের ভবভাবিনী ॥

কৃষ্ণি যে বহু উদরে, তোর মত সংগারে,
বহু-ধৰ্ম্ম এনন নাই কমলী ।

মা তোমার ঐ ভাবা, চন্দ্রচূড়-দাবা,

চন্দ্র-দর্প-হবা চন্দ্রাননী,
এনন কপ দেবি নাই কাণো, মনের অন্ধকার
হবে মা, তোর হন-মনোদোষিনী ॥

দাশরথি রাম

৪৯

ও গো বাণি, নগরে কোলাহল, উঠ, চল চল,

নন্দিনী নিকটে তোমার গো ।

চল, বনগ বসিয়া গৃহে আনি থিরা,

এস মা সঙ্গে আনার গো ॥

জয়া, কি কথা কহিলি, আনাবে কিনিলি,

কি দিলি শুভ সমাচার ।

তোমার অদেয় কি আছে, এস দেবি কাছে,

প্রাণ দিয়া শুবি ধর গো ॥



বাণী ভাসে প্রেম-ভরে, ক্ষতগতি চলে, ঋণিল কুন্তল-ভার ।
নিকটে দেখে যাবে, স্নানহীন ভাবে—গৌরী

কত দূরে আর গো ॥

যেতে যেতে পথ, উপনীত বন, নিবসি বদন উমান ।

বলে—মা এসে, মা এসে, মা গি ন। ভুলে ছিলে ;

মা বলে, একি কথা মার গো ॥

বথ হ'তে মানিয়া শঙ্করী, নাহলে প্রণাম করি,

শাস্ত্রনা করে বাসবার ।

দাস কনিষ্ঠনে এককণ্ঠে ভণে, এমন শুভদিন যাব কার গো ॥

রামপ্রসাদ সেন

৫০

আজ শুভমিণি পোছাটন তোমার ।

এই যে নন্দিনী আইল, নবন করিয়া, অমন ঘরে ।

মুগ-শরী দেখে আসি, বাবে দুঃখবশি,

ও চাদ-মুখের হানি সুনানি দরে ।

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এনোচুনে ধায় বাণী, বসন ন সম্বরে ।

গদগদ ভাব-ভবে, ঝর ঝর আঁধি ধলে, পাছে করি' প্রিয়ববে,

অমনি কাদে গলা ধ'রে ॥

পুনঃ কোলে বসাইয়া, চাকমুখ নিরখিয়া, চুখে অকণ অববে ।

বলে—জনক তোমার গিবি, পতি জনন-তিথাবী,

তোমা হেন সুকুনাবী দিলাম দি ঐববে ॥



শাক্ত পদাবলী

যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে

এসে ধরে করে ।

কহে—বৎসবেক দিনে ভুলে, এত প্রেম কোথা ধুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ।

কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,

ভাসে মহা আনন্দ-সাগরে ।

জননী'র আগমনে, উন্মত্ত জগৎজ্বলে, দিবানিশি

নারি ভানে, আনন্দে পাসনে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৫১

এলো প্রিদি নন্দিনী ব'য়ে, স্নমন্তল ধ্বনি ঐ শুন 'ওগো ব'ণি !

চল, বরণ করিলে উমা আনি যেয়ে, কি কর পাশাণ-

রমণি গো ॥

অগনি উদ্ভিষে পুনকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী ।

চলিতে চকল, ধসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটিয়ে ধবণী ॥

আজিনার বাহিনে, হেনিয়ে গৌরীনে, দ্রুত কোলে নিল কণী ।

অনিয় বদনি উমা-মুগ-শশী চুরয়ে যেন চম্বোবিণী ।

গৌরী কোলে করি নেনকা সুন্দরী ভবনে লইল ভবানী ।

কমলাকান্তের পুলকে অন্তর হেনি 'ও বিধুসুখখানি ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য



৫২

‘আমার উমা হলো’ বলে বাকী এলোদরশে বাক ।
 বহু নগর-গাওঁরা, মানি মানি মানি, দোড়ি গোঁরা-মুখ-পায়ে চাব ॥
 কাক পূর্ণ বলগী কয়ে, কাক শিঙা-বালক কয়ে,
 কাক আর গিবনি বেগী, কাক আর বনকামেশ্বরী ;
 বলে, ‘চল চল চল, অচল ভাবনা রেবি ‘ও মা, দোড়ে মা’ ॥
 আসি নগর-প্রান্ততাপে, তনু পুনর্বিভ অলুনাশে,
 কেহ চজ্ঞানন হেনি, কত চুপে অবন-বানি,
 তখন গোঁরা কোলে কনি, গিবনি-গাওঁ প্রেমানন্দে তনু
 তেসে যায় ॥

কত বস্ত্র মল্ল নাদে, কলকিনি-বীণা সাদে,
 কেহ নাচত কত বাদে, গিবনি-মহাচন্দা সাদে,
 আত্ম বনবাবাস্ত গো রেবি নিভাস্ত মল্ল দূত বাজা পায় ।
 কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৫৩

খাক, খাক, খাক — নয়ন-গো,
 নয়ন ভবিলে একলান নিবন্ধি নয়ন-ভাষা ।
 না হেবে যে উমা, ভাষা বহিতে শ্রাবণের ধারা,
 এল সেই নয়ন-ভাষা, এখন ধারা এ কি ধারা ।



শাক্ত গদাবলী

নিবথিতে উমাধনে, বহুদিনের গাঁধ মনে,
হেথিতে সে চন্দ্রাননে, বাধা দেও এ কেনন ধাবা ।
একে পলক বাধা চোখে—দেখতে দেয় না অনিনিথে,
তুনি ভাতে হ'লে বাদী, হেথি বল কেনন ধাবা ।

হরিশচন্দ্র মজ

৫৪

পুনরাগী বলে—“ভোব না,
ভোব হাবা ভাবা এলো ওই ।”
ভনে পাগলিনীর প্রাণ, অমনি দাবী ধান,
“কই উমা” বলি “কই” !
বেঁদে দাবী করেন—“আমান উমা এনে,
একবার আদ মা, একবার আদ মা, করি কোরে ।”
অমনি দু'বাত পমারি, মাদেন গ'না ধনি,
অভিমানে বাদি' দাবীবে বলে—
“কই নেদে ব'লে মা'তে গিলাছিলে ?
ভোমার পাঘাণ প্রাণ, আমান পিতাও পাঘাণ
ছেদে, একাম আপনা হতে ।
গেলে নাকো নিতে,
ব'ব না, যাব দু-দিন গেলে ॥”

গদাধর নুখোপাধ্যায়



তবে নাকি উনার ভাব কোরেছিলে !

গিরিরাজ, ওহে শুন শুন, তোমার মেয়ে কি বলে !

নারী প্রবোধিনে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে,

এসে বলন্তে—‘মেনকা, তোমার দুঃখের কথা,

উমা সব শুনেছে !

তোমায় দেখতে পামানী, আপনি চশানী,

আমুতে চেয়েছে ।’

তুমি গিয়েছিলে কৈ, উমা বলে ই হে,—

‘আমি আপনি এসেছি জননী বোলে ।’

তারা হানা হোয়ে, নরনের তারা হানা হোয়ে নই ।

সদা বই—‘উমা কৈ, আমার প্রাণ-উমা কৈ ?’

আমার সেই হানা তারা, বিজয়দেবের গাথা,

বিধি এনে মিলালে ।

উমা চন্দ্র-বদনে, ডাক্ছে যখন,

মা, মা, মা বোলে ।

উমা যত্ন হেসে কর, ওতো হাসি নয় হে,

যেন অভাগীর কপালে অনল ফলে ।

ভাল হোক্ হোক্ ও হে গিরি,

যাই আমি নারী, তাই তুমি বচনে ।



শান্ত পদাবলী

তোমারো কি মনে, হোতো না হে সাধ—

হেজিতে উমার চন্দ-বন্দনে ।

আশা-বাক্যে আমার পাপ-প্রাণ, ওঠে

বল কলঙ্কণ ?

দিনের দিন, তনু ফীণ, বাবিলীন যেন মীন ।

যাবে প্রাণ পার দেশে, সম্রাটের তাকে,

অন্তে তো যেতে হয় ।

যেন মা-হীনা কলো, তিন দিনের ফল, এলো হে

হিমালয় ।

মুগের কবি হাফিজ, প্রিয়ম যেন *ব হে,

গৌরী নৃত্যদেহে এসে মীমন শিব ।

নাম বস্তু

৫৬

আর অভিমান করিস্ নে না, কমা দেশে ও শকরি ।

দু' নবনে বহে ধারা, না হ'বে কি দিতে পারি ।

তুমি নও সামান্য কন্যা, উদার্য বিনোদন্য,

আছি মা তোমারি জন্য, পথ নির্বাকন করি ॥

মদন মাষ্টার



কোলে অ'র না ভবদারা নদন-ভারা,
নাই মা আমার নগনের ভারা !
যা'কা ভারা চায়, আমার মত হয় কি ভা'না ?
বিনাভাবে আরাবির না, ভোব না আর না হইব,
এবার মেয়ে হ'বে দেখাইব, মায়েব মায়া কেনন ধারা ॥

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)

উমা গো যদি দয়া কোলে চিনতুল এনি,
আর মা করি কোলে ।
বর্গাবরি হানানে ভোলে, শোলেব পাখাণ বকে বোবে,
আছি শূন্য ঘরে ।
কেনন যদি নাও—মা বেচে অছি,
দুর্গা দুর্গা নাম কোলে,
হল্লার আন মা বকে দান, পুত্ৰশোক নিদানি,
চাঁদমুখে শঙ্করী, ডাক 'মা' কোলে ।
শোলেব অনন ছিন্ন প্রবন, এখে নিভানে ।
অনি অচলা নারী, অচলেব নারী,
যেতে নারি কৈলাসপূবে আনন্ত ভোমারে ।



শাক্ত পদাবলী

আমার বন্ধু-বান্ধব নাই, কারে আর পাঠাই,
এলে,—দেখান না তোমারে ।
তুমি আমবে বোলে সতীর বিব্রূনে কবের বোধন,
তার সুফল আত কন্থনো কপানে ॥

উদয়চাঁদ বৈরাগী

৫৯

ও গো উমা, আন গো না, আন কবি কোলে,
জুড়ান ভীণ কনিদা শুন', বাবক ডাক 'না' ব'লে ।
পব-শ্রমে স্বেদে তিত্ত কনেশ্বর,
ফুল-মণি হলেতে ফল,
নহে ঘন সব লেখনি, না ধর,
দিব বদন-কমলে ।
তুমি গো নম অশ্রু-বন,
প্রাণের পুণ্ডরী সন্মুখ বহন,
মায়ের দুখিনী করে দরশন,
চিনি কি না বুঝি ভুলে ।

মহেন্দ্রনাথ খান (রাজা)



শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে উমা এলেন হিমালয়।

কোনে নিদ্রীকণ, চক্ষু হেলে চাঁদ-বদন,

অভয়ান গিবিদানী নয়—

আর না পূর্ণশশী, স্বর্ণ-শশী বিবি আশায় দিবেছে,

একবার অস গো না কোনে, ডাকো 'মা' কোনে,

পাষাণেতে পল্লু ফুটাইতে।

গোবো মনোদুঃখ দুই, ত্রোদান বিনুগুণ হেলে,

এলে ককণামণী মা বকণা কোলে ॥

বল না আমার কাছে,

ভাগাই কি এন শমন আছে ?

শিলের স্তম্ভের শুনিবে বকন,

শুনে পদে আশান প্রাণ বাড়ে।

মনে বদন্তে অগ্নি স্রষ্টে বাদনা,

উমা-বদন আশ্রিতে বাই।

ভাবতে মনেতে, কাদতে নিশি-দিনেতে,

চলিব কি দু শক্তি নাই।

গিনি প্রাণ বাঁচালে ত্রোদান এনে,

পূর্ণ হলো বাদনা, দুহলো বেদনা মরল যন্ত্রণা ;

তুমি না এলে এখন, বেতো না উদন,

মাদে কিয়ে দেখা হোতো না।



শাক্ত পদাবলী

এখন জুড়ালো হৃদয়, দুঃখ গেলো সমুদয়,
হোলো কোটি চন্দ্র উদয় এ গিনিপুরে ॥

হর ঠাকুর

৬১

আনন্দে মগনা শিবানী-অঙ্গনা, আনন্দমগী পাইবে ।

একবার সন্তোষে নানা গৌরী শ্রীমুখ চাহিবে ;

শকনি, শুকনি, আগ মা, কোরে কবি আন,

শ্রীমুখপুনে একবার 'মা' বলে, তাক মা তন

গো আনার ।

তোমা নিহনে বাসিবে, বেন মণিমায়া কণী ইবেশিনান

মা, মা, মাগো ।

সে দুঃখ দুঃখিত আছি হন-অঙ্গনা ।

নও মা, কেনন চিনে শিবানীয়া শিবানী ইন্দুপলমা ।

তুমি নোহ-মুখে, শিব বিদ্বান-দৈতব,

কণী সব নাকি ভূষণ তান,

ছি ছি! সেই ভবের দলে, দিয়াছি মা তোরে,

কত দুঃখ মহা কব ত্রিনয়না ।

আম গহগে অবলা, তান মা অতলা,

তব কর্ত্তে পারি না ।

বনি মা গিদিবাহুজ, দেখে এন গো উনায় ;

নারী পেয়ে ছলে, সে আমার বলে,

দেখে এলান অনুদায় ।



কিন্তু নোকেব নুখে শুনি, দীন অতি দাক্ষিণী,
ভবভাবিনী ।

মা, মা গো, এ সব দুখ মা,
মায়ের প্রাণে সহে না ।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৬২

ভবনে ভাবানী পাটনা পানানী, পুকে হ'য়ে মগনা,
ঈশানী সমোবনেতে দানী ক'বে ক'বে ককনা ।

মা ভোনাগ নবন পথে হারিয়ে ছিন্ননা,
কেদে কেদে ত্রা চক্ষের ত্রা দিন না ।

আজি সে-দিন মুচিন, সুদিন হইন,
এ দিন হবে মনে না জানি ।

একলাস আন মা কবি কোদন, দুঃ-পাসরা নন্দিনী ।

চাক-চন্দ্রাসো প্রাণ-উনা, ডাক 'মা', ব'লে 'মা',
ওনে মা, দুড়াই তাপিত প্রাণী ।

সুদাই হাট ওগো ঈশানী,

যান উনা অগন্তন মা, তার কি না এমন হয় ?

হাঁ গো প্রাণের ত্রা, সে-ও বি উমা-হারা বয় ।

মা, তোর শ্রীমুগ না হবে, যে দুখ মত্তরে—

ছিন্নাম মণিহীন ফণী দিবা-বামিনী ।



শাক্ত পদাবলী

তুমি না গো, যা তোর দেহে বসিয়া,
তুই তো অগৎ-জননী,
তুমি, এ বঁধে না একবার আসে ভেঁষনি,
মনে কর টেক গো কবিতা ?

যা পাই-পাইনি, এতদিনে মনে জিহ্না না, দুঃখ নাহি মা,
না পিঁপে কপিণী না না মনোহর, এ নীল বঁধে না নাহি মা,
না নাহি কপিণী না দেহে না নাহি,
নাহি পশুপতির দিন ও নাহি মনোহর।
নাহি একে না মনোহর, তুমি গো মনোহর,
নাহি পশুপতির দিন ও নাহি মনোহর।

অন্নব্রাহ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৩

তোমার কোলে ক'লে মনোহর-স্বামী বসে বসে,—
তুমি না আমার স্তন্য-বিন্দু, শাশীল-স্বামী মনোহর।
ননি আমার কোলে তোমার নিচুতলে, প্রাণ কাদে দ্বিগুণিণী।
ননি মনোহর-স্বামী, চণ্ডী-স্বামী, পশুপতি নাহি মনোহর।
নাহি মনোহর-স্বামী, আশা-পব তলে, তোমার নাহি মনোহর।
নাহি মনোহর-স্বামী, আশা-পব তলে, তোমার নাহি মনোহর।

কও দেবি উমা, কেনন জিহ্না না, ভিখারী হবেন মনে ?



ମାନି ନିଜେ ସେ ପାଖର, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯହର ସଦେ ଯହେ ଦେଖା
ଭିକା କ'ରେ ।

ହେଉ ଅନ୍ଧାରୀର ଦୁଃଖ, ଦେଖେ କୃଷକ ଶିଳ୍ପର ।
ହୁମି ଲେଖିବନ୍ତୀ, କୁହନ୍ତୀ, କହନ୍ତୀ ତା'ର
ମାନି ଅନ୍ଧାରୀର ଡ଼ା, ବାପାଙ୍କ ଘର, ଶିଳ୍ପର ଘର,
ବାକଳ ପଞ୍ଜା ।

ମାନି ବୋକ-ବୁଝେ ଓମି, ଦେଖେ ନିଜା ଓମି, ବନ୍ଦୀ ବାନ୍ଦେ ଘର
ଭୁଷଣ କରେ !
ନାହିଁ, ଡି ! ଡି ! ଡି ! ଏକି କାନ୍ଦେ ବନ୍ଦୀ, ହେଉ ଘର
ବରେ ବାହି,

ହୋଇ ହେଉ ଗୋବୀ, ନିଜେ ଗୋବୀ ହୁଏ ହେଉ ଗୋବୀ ହୁଏ ନାହିଁ,
ନାହିଁ ଅନ୍ଧେରେ ଛାହି ।

ହୁମି ବର୍ଷାଋତୁର ଅକ୍ଷୟର ହେଉ, କୃଷକ ଘର ନିଜେ ପାରେ ।
ଦେଖେ ଦେଖେ କାନ୍ଦେ ବୁଝ, ହୋଇବ ଏ ଓ ଦୁଃଖ, ଯେ ଦୁଃଖ
ସୁଚାନ୍ତେ ନାରେ ।

ହୁମି ବାନ୍ଦେ ବାନ୍ଦିକା, ବାନ୍ଦେ ବାନ୍ଦିକା ହୁଏ ହେଉ
ବା ହୁମି ଶିବ-ଦାସ ।

ନାହିଁ ଦୁଃଖେରେ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିର ଡିଆରୀ, ଉପାୟ
ଭିକା କରା ।

ଗଲା ବଳି ନା ଶିବିକେ, ଆଗମନୀ ଦେଖିକେ ବାହାରେ ଉନ୍ନତ
କୈଳାସପୁରେ ।



বসিলেন না হেমবদনী, নেবে ল'য়ে কোলে ।
 হেঁচি গাণেশ-জননী-রূপ, বাণী ভাসেন নয়ন-জলে ।
 ব্রহ্মদি বালক যান, শিখি-গণিকা সেই তরা ।
 পদতলে বালক ভানু, বালক চন্দ্রধরা,
 বালক ভানু শিখি শুভ, বালক কোলে নোলে ॥
 বাণী মনে ভাবেন—উনার দেখি, কি উনার বুনারে দেখি
 কেন্ কপে মণিরে, বাণি নয়নবুগলে ।
 দাশরথি কহিছে, বাণি, দুই দুনা দশন
 তেব, ব্রহ্মমণী আন যে ব্রহ্ম-রূপ প্রকাশন,
 ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম তেবে বসেছে না ব'লে ॥

দাশরথি রায়

বোমবে না ভুজেনি এ দ.দিনী মতি ?
 পাশাপাশিন্দিনী, দুইও কি নাশাপীন প্লাব ?
 সন্দেহন হলো গও, তো বিনহে অবিরত
 কেঁদেছি, কবির কঃ, আমি যা তোনাক ।
 শবনে ছিল না সুখ, সদাই বিমণ্ড মুখ,
 নেমেছি ক'ই দুঃখ দিনা-রানিনী ।
 আকাশে হেলিলে শশী, তারি' তব মুখ-শশী,
 যাপি তাম স'বানি।, কঁদিভাম আর ।



কখন স্বপনে তোমা, হেনিতান ও মা উমা—
পড়েছে মুখে কানিনা, কাভনা ফুধান,
অমনি জাণিয়া উঠি, বাইতান পথে ছুটি,
বনিতান যা'বে তা'বে—'এনে দে উনায়'।

রাজকুমার রায়

৬৬

ও মা, কেমন ক'বে পবেন ঘরে,
ছিলি উমা, বন মা ভাট।
কত লোকের কত বলে, শুনে ভেবে ন'বে যাই।
মা'ব প্রাণে কি বৈরাগ্য হবে,
জানাই নাকি ভিক্ষা করে।
এবার নিতে এসে, বলবো—'চলে,
উমা আমার ঘরে নাই' ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৬৭

তুনি তো মা ভিলে ভুনে,
আনি পাগল নিবে মাঝা হই।
হাসে কঁাদে সদাই ভোলা,
জানেন না মা আনি বই।
ভাং ধোয়ে মা সদাই আছে,
থাক্তে হয় না ফাছে কাছে,
ভাল-মন্দ হয় গো পাছে,
সদাই মনে ভাবি ওই।

৪৯



ଦିତେ ହବି ମା ଯୁଧେ ଡୁଲେ,
 ନୟ ତୋ ଖେତେ ଯାବ ଗୋ ଭୁଲେ,
 ଖେପାବି ଦଶା ଡାବୁତେ ଗୋଲେ, ଆସାତେ ଆବି ଆସି ନହି ॥
 ଭୁଲିବେ ଯଦ୍ଧନ ଏଲେନ ଡୁଲେ,
 ଓ ମା, ଭେମେ ଗୋଲ ନୟନ-ଝଲେ,
 ଏକ୍‌ନା ପାଢେ ଯାବ ଗୋ ଡଲେ, ଆପନ-ହାବା ଏୟନ କହି ॥

ଗିରିନାଥ ଶୋଷ

୬୪

ଶବତ କମଳମୁଖେ, ଆବ ଆବ ବାଣୀ ନାୟେ ।
 ଯାଦେବ କୋଲେତେ ବସି, ଶ୍ରୀମୁଖେ ଡିଷ୍ଟ ହାସି,
 ତବେର ଡବନ-ସ୍ତବ ତଥାୟେ ଡବାନୀ ।
 କେ ବଦେ ଦବିତ୍ର ହବ, ବଡ଼ନେ ବଚିତ ସବ ମା,
 ଜିନି କତ ଡୁଢାକବ ଶତ ଦିନୟାପି ।
 ବିବାଡ-ଅବାସି ଆବ କେ ଦେଖେଛେ ଅଢ଼କାବ,
 କେ ଜାନେ କଦନ୍ ଦିବା କଦନ୍ ବଢ଼ନୀ ॥
 ଓଲେଟ ନତୀନେର ଡବ, ସେ ସକଳ କିତୁ ନୟ ମା ।
 ତୋମାବ ଅଧିକ ଡାଲବାସେ ଡୁରଧୁନୀ ।
 ନୋବେ ଶିବ ହୁଦେ ବାଧେ, ଡଟାଡେ ଲୁକାଢେ ଦେଖେ,*
 କା'ବ କେ ଏୟନ ଆଛେ ଡୁଧେର ସତିନୀ ।

* ଡା'ଧେ



কমলাকান্তের বাণী, শুন গিনিবাজ-বাণি,

কৈলাস-ভূমর বনাবন-চুড়ামণি ।

তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও,

ভুলে থাক ভব-গৃহে, ভূমর-বননি ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৬৯

জ্বলন্ত তান জননি গো হবেনি বনে,

কে বলে জামাই তব সম্মানোত্তম বাস করে ।

যে ঘনোতে বাস করি, নশিতে নারি মাধুরী,

নীলকান্ত আদি করি, কত বড় শোভা করে ।

যেন কত ববি-শশী, উদয় হলেতে আনি,

জানি নাই দিনা-নিশি, কখন যাত্রাদাত করে ॥

পরের বটে বাঘান্নন, জামাই তব বিশেষ্বর,

ভয়নাশা কলেনর, অতি সদা শিরোপনে,

সেই শিরের চরণে, গাবিজাত আভরণে,

দেববাজ এব মনে, মস্তক নমিত করে ॥

ঘড়ৈশুর্য্য আছে মার, ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর ?

সবলে না বুঝে মার, ভিক্ষাজীবী বলে হবে ।

সত্তা বটে সুবদনী, অগ্রহা সমান মানি,

সে দাবা ভগিনী জিনি, অধিক যতন করে ॥

অম্বিকাচরণ ওষ্ঠ



গিনিবাজকে ডেকে দে গো,
আমার গৃহে ঘোঁষী এল।
নাশিতে অঁঝাব-রাশি, উমা-শশী প্রকাশিল।
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে,
না ডাকিতে আমান হবে, কে বা করে এসেছিল।
কেবল উমার আগমনে, সকলে মানন্দ মনে,
গিনিপুনবাসিগণে, গিনিপুর আজ পূনে গেল।
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ,
ভক্তিতাবে মনো-স্থাপন, চণ্ডী-পড়া মকন হলো।

শ্রীধর কথক

গঃ গিনিদোনে আমি হে, দেখেছি যে স্বপ্নদন--
এল হে, সেই আমান তবোধন।
দাঁড়াবে দুয়ারে, বলে—‘মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমান
দেও দেখা দুবিনীরে।’

অমনি দু বাহ পলাবি, উমা কোলে কবি,
আনন্দেতে আমি, আমি নই।
ওহে গিনি, যা তোল হে, উমা এলেন হিনারয়।
উঠ ‘দুর্গা’ ‘দুর্গা’ নানে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল, ‘জয় জয় দুর্গা জয়’।



কন্যা-পুত্র-পুতি বাৎসল্য, তব তাচিটনা কনা নয় ।
 আঁচল ধ'রে তারা বলে—‘টি না, কি না, না গো, ও না,
 না-বাপের কি এমনি ধাবা ?’
 গিনি, তুনি যে অশ্রুতি, বুঝে না পার্শ্বভী,
 প্রসূতির অশ্রুতি জগন্নাথ ।
 না ছুওয়া যত ছানা, মাদেন না বলবান যাছে,
 তারাই জানে ;
 তিলেক না হেনিয়ে মর্গ-বাখা পাট,
 কর্ণসূত্রে সদা স্নেহে চিনে ।
 তোমানে কেউ কিছু বলবে না—
 দেখে দাকণ পাশাণ ;
 আমার লোক-গড়নায় যার প্রাণ ।
 তোমার ভো নাট স্নেহ, একবার বল বল, কোলে কর,
 পবিত্র হোক পাশাণ-দেহ ।
 আচ্ছা, এত মাদেন মেয়ে, আমার মাখা পেয়ে,
 তিন দিন নৈ বাদে না নৃত্যায় ।

রায় বসু

৭২০

গা তোল, গা তোল গিনি, কোলে লও হে তনবারে ।
 চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো হবে ॥
 মঙ্গল আশ্রিত ক'বে গৃহে তোল মঙ্গলারে ।
 অমঙ্গল যত যাবে দূরে, বোধনে সঙ্গোজন ক'বে ॥



শান্ত পদাবলী

তারা-পূজে পেলেন তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী তারা,
আঁখি-তারা দুঃখহরা, নয়ন জুড়ান হেবে ॥

অজ্ঞাত

৭১

গিরি, আমার গৌরী এসে বসেছে,
কপে ভুবন আরো হয়েছে ।
মায়ের কপের ছটা সৌন্দর্যিনী
দিন-রাতিনী সমান করেছে ।

উমা আমার নয়ন-তারা, লোকের বলে 'তারা তারা'—

তারা কি তার কাছে ?

জিনি কোটি শশী বদন-শশী

কত শশী পদে পড়েছে ।

ভোগিনাথ আগের নিভে—দশমীতে,

এখন ভাবতেছি তাই মনে ।

আমার আঁখান মনের উজ্জল মাধিক

ছেড়ে দিব কোন্ পথে ?

দুখ-পাশবা দুঃখিনীর বন, আমার এই উমা-বতন,

কে তাকে করবে যতন ? শিব থাকে শূশানে ।

তাঁর বাড়ীর ভিতর ভুতের আড্ডা,

ভুতে কি আন যত্ন জানে ।

রামচন্দ্র মালী



ফিরে এনে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
তব্ব না পাইয়ে যার ;
তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে শিব-পরিবার ।
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, 'ওহে গিরিনাজ, গঙ্গনা দূরে গেল ।
'আমার মা কৈ, মা কৈ,' বলে উমা ঐ, ব্যথা হ'য়ে দাঁড়াল ।
বলে—'তোমার আশীর্বাদে, আছি মা ভাল,
দুখিনীর দুখ ভাবতে হবে নাই' ।
যন্ত্রণার মুখে কি মঙ্গল শুন্তে পাই—
উমা অনুপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে,
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন ভাঙ্গাই ।
শিবে এসে বলে—'মা, শিবের সেদিন আর এখন নাই ।
যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে,
সকলে দিলে বিষ্কার ;
এখন সেই পাগলেন মন, অতুল বৈভব,
কুবের ভাণ্ডারী তার ।
এখন শূশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে,
আনন্দকাননে জুড়াবার ঠাঁই' ।
হোক্, হোক্, হোক্, উমা স্বখে রোক্, সদাই হোত মনে ।
ভিখারীর ভাগ্যে পড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে ।



শাক্ত পদাবলী

দুহিতার স্বপ্ন শুনিতে, গিরি,
 যে স্বপ্ন হয় গো আমার ;
 আছে বান কন্যা, সেট জানে,
 অন্য কি জানিবে আর ।
 যদি পণিকে কেউ বলে, 'ওগো উমার না,
 উমা ভাল আছে তোমার' ;
 যেন কদে স্বপ্ন পাই, অমনি মেয়ে যাই,
 আনন্দে হ'য়ে বিভোর ।
 শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ,
 আনন্দ আপনি আপনা ভুলে যাই ।

রাম বসু

৭৫

এলি গো কৈলাসেশ্বরী আমার অনুপূর্ণ !
 তুই নাকি না কাশীধামে ভীষকে বিলাস্ অনু ।
 গিরি বল্ছেন আগি,
 নোক্ষনগী শিবের কাশী,
 কাশীর গতি উমাশরী, নাট নাকি না তোমা ভিনু ।
 আমি জানতাম শিব ভিখারী,
 ভিখারিণী তুই শঙ্করী ।
 গুণিলাম—বাড়-নাভেশ্বরী, লোকে কর বন্দ্য ।



শুনে মনে ভাবনা এই,
 বৃক্ষা বিষ্ণু প্রসবে যেই,
 আগান কন্যা তুই কি না সেই, জীবনে যিনি দেন চৈতন্য ।
 জগতের মা, 'মা' বলিস্ মা,
 এব চেয়ে কি ভাণ্য উমা,
 আগার মত কান আচ্ছ মা, কপাল প্রসন্ন ।
 জগৎ ভুলে যার মায়ায়,
 ভুলেছে সে আগার মায়ায়,
 একবার কোলে না আয়, না আয়, মনোবাঞ্চা করি পূর্ণ ।

নগিন্দ্ৰনাথ রায়

দেবে যা গো নগরবাদী

অঙ্গনে উদয় আগান উমা অকলঙ্ক শরী ।
 একে উনার কপের নারিক ক্রটি ভেবিলে না ফেরে দিঠি,
 নেবেন কাছে মেয়ে দুটি, কোটি গগন-শশী দুঘি ।
 শুনেছি নারদেন মুখে, সবে আগান প্রাণ-উমাকে
 ব্রহ্মনয়ী ব'নে ডাকে, যোগে ভাবে যোগী-ঋষি ।



শান্ত পদাবলী

অন্ধ চণ্ডীদাসে ভণে, রাণী তোমার উমাধনে
মা দেখাইনে জগজ্জনে, কেবল আমি কি গো

এত দোষী ।

অন্ধ চণ্ডী

৭৭

গা তোল, গা তোল উমা, বহনী প্রভাতি হলো ।
মঙ্গল আনতি হবে, উঠ মা সর্ব্বমঙ্গলে ।
যামিনী তইল গতি, উদয় মা দিন-নাথ,
অলসে ঘুমায়ে কত, চাঁদ-বদনে 'মা' 'মা' বল ।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ, কবিত্তেছেন আগমন,
পুঞ্জিতে ও শ্রীচরণ—কবে জবা-বিনুদন ।
তিন দিন নাথিয়ে বুকে, কবি মা জনম সকল ।
তুমি মা যাবে কৈলাসে, কি উপায় এ দাসের দাসে,
নীলকণ্ঠের বার মাসে বার বিপু প্রবল হলো ॥

নীলকণ্ঠ যুথোপাধ্যায়

৭৮

উঠ মা সর্ব্বমঙ্গলে প্রভাতা হ'ল যামিনী ।
পথ-শ্রান্ত কত নিদ্রা যাও গো বিবুদনী ।



কপূর-বাদিও বাবি, নুখ প্রস্ফালন করি,
 খাও কিছু শ্রাণকুমানী করি আয়োজন।
 লম্বোদর-ঘড়াননে, লক্ষ্মী-দনস্বতী-মনে,
 একসঙ্গে পকজনে ভোজন কর মা ত্রিনয়নি।

অজ্ঞাত

৭৯

এসেছিষ্ মা— থাক্ না উমা দিন-কণ্ড।
 হয়েছিষ্ ডাগন-ডোগন, কিসের এখন ভয় এত ?
 বলিষ্ যদি জানি মা, জাগাই,
 মকালে লোক কৈলাসে পাঠাই,
 সবাই নিলে কনকো মন্তন, যোগাব তার মন-মণ্ড।
 খল কপটি তো নাইক তার মনে,
 যে ডাকৈ, সে ফেরে তার মনে,
 মান-অভিমান তার মনে নাই, কুচুটে তো তুই যত।
 এখন বুঝি ঘর চিনেছিষ্, তাই হয়েছি পর,
 কেঁদে কেঁদে ভাগিদে দিতিষ্, নিতে এলে হব।
 সঁপে দিছি পাবেন হাতে, জোন অমান তো নাই তত।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ



বোঝাব নায়েব ব্যথা, গণেশকে হোর আঁকিবে বেধে ।
 মামের প্রাণে বাজে কেমন, জানবি তখন আপনি ছেকে ॥
 হো বিনা কে আছে আমার, শিবপুনী ছিন অঁকার,
 পাঠান না হোরে হো হান, নিমিত্ত এনে কৈলাস বেদে ॥
 জামাই যে হো পোনি ছেলে, দোষ কি হবে হোপা এলে,
 বেড়ান তিনি নেচে পোনে, বাজা গিয়ে আনবে ছেকে ॥
 বেড়ায় হো যে যেখান যেখান, যে টাকে, যে ছান কাছে যায়,
 বাজান জামাই থাকবে হোদান, প্রান শুটানে যুগল দেখে ॥

প্রিয়চন্দ্র ঘোষ

— — —



বিজয়া

৮১

নন্দি, গিৰি-নন্দিনী—ব্রিনবনের নয়ন-প্রাণ।
 তাবা-ভাবা হ'লে আমি, হ'লে আছি বে তাবা-হারা।
 যে দিন তিন দিন ব'লে গেছে বে সেই দীন-ভাবা,
 সেহ দিনে তখনি আমি দেখেছি বে দিনে তাবা,
 তাবা-শোক বহিতে তাবায় তাবাকাবা ধরা ॥
 ব'লে কোথাও নে, সেই তাবা-রূপে যাঁবা আছে
 রে তাবা ম'পে,
 ও বে নন্দি, তাবা কি বন ভেঁনোছে তাঁবা।
 তোরা কি এত কান মিলায় ঘনে কাল হবিনি,
 জান ব'লে বে জান-চক্ষু মোর তাবা না ফেরিলি,
 জানাভাবে আকুণ—সিক্ত-কুদল বোকে তোরা ॥

দামরধি রায়

৮২

কাল এসে, আজ উমা জানান যেতে চায়।
 তোমরা বল গো, কি বলি মা,
 আমি কোন্ পন্থায়ে উমারনে মা হ'লে দিব বিদায়।
 হ'য়েছিল বড় সুখ, মা'র কথা শুনে ফাটে বুক,
 মাগো, তোমরা ব'লে ক'য়ে বুঝাইবে ক্ষান্ত সব পূর্ণ-উমায়।

৬১



শীত পদাবলী

হু-মাস ন-মাস নব, এসে দশ দিনতো ঝাকুত হব,—
নাগো, সে দশেতে দশমী হ'লে কি হবে আমার দশায় !
উমা হইল সম্মানের মাতা, মা'র কেনন প্রাণ বুঝলে না তা,
ওগো, পবেক যে ছেলে জানাতা, এ প্রাণ কাদনে তার কি দায় ।

বিক্রম চট্টোপাধ্যায়

৮৩

নিহনি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিগে যাবে ।
নবি ক্রাসে, কৈলাসে গে' কেননে মা দিন কাটাবে ॥
নবি-শরী নাহি হবে, ঘন মেঘে বাদে ঘেবে,
ভূতদান! তার সদাই কেবে, মুখপানে তার কেবা চাবে ॥
ভিক্ষে ক'বে আন্লে পবে, তবে হাঁড়ি চ'ভবে যবে,
মন বোঝাব কেনন ক'বে, কপালপোড়া কে খোচাবে ॥
আপন বোকে ফেপা থাকে, মানুষ নব, বোঝাব কা'বে,
সে দেখবে কি দেখি তাকে—নিভা তাং ধুতুনা থাকে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৮৪

কালকে ভোলা এলে বলবো—উমা আমার নাইকো ঘরে ।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেনন ক'বে ।
বলে বলুক যে বা বলে, মানবো না আর জামাই ব'লে ;
যায় যাবে সে, গেলে চ'লে—যা হয় তখন দেখবো পরে ।



কাক বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি পেয়েছি মেয়ে,
উমা গেলে কারে নিয়ে, ব'ব আর পলাণ্ড ব'রে।
আঁচন ব'রে পাছে ছোটো, ঘুনিদে উমা চন্দকে উঠে,
শুণব-গব কি জানে মোটে, কত বকি ভাবি ভরে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৮৫

মানান হৈ ভব মনে, নিছক-দশমী-দিনে
অকুলে ভাদাইয়ে দাদে নিবে শিব-ভবনে।
নবমীর মিনি হ'লে অনমান,
অন্ধকান ক'বে তবে অস্ত্রকান,
কনিবেন দুর্গা স্বস্থানে পুঙ্খান নিঙ্গ-পরিবার-মনে।
ভাট করি প্রার্থনা করি ছোড় হাত,
যেন এ যামিনী, আর না হয় পুভাট,
যান যেন উদয় হয় না দিননাথ,
এই ভিক্ষে চরণে ॥

দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী

৮৬

বহননী, জননী, তুমি পোহায়ে না বরি পায়,
তুমি না সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায়।



সপ্তমী অষ্টমী গেল, নিষ্টূর নবমী এল,
শঙ্করী যাইবে কান, ছাড়িয়ে দুখিনী মান।
তুমি হ'লে অবমান, আমি হ'ব গন্তপ্রাণ,
বিজয়া-গবল-পান করিয়ে তাজিব প্রাণ ॥

অঙ্ক ৩

৮৭

ওরে নবমী-নিধি, না হইও বে অবমান।
গুনেতি দাক্ষ্য তুমি, না রাখ যত্নেব মান ॥
খলিব প্রবান রত, কে আছে তোমার মত—
আপনি হইয়ে হত, নব রে পল্লব প্রাণ ॥
প্রমুখ কুমুদবলে চন্দন নামে কবে,
কৃত্রাঙ্কলি হৈলে তোমার চরণে করিব দান।
মোরে হৈলে শুভোদয়, নাথ দিনমণি-ভব,
যেন না যত্নেত হয় রে শিল্পের বচন-বাণ ॥
হেনিয়ে তনয়া-মুখ, পায়নিরাম সব দুখ,
আজি যে কেমন সুখ হইতেছে স্বপন-জান।
কমলাবাহুেব নারী তুমি ওগো শিবিনাথি!
লুব্ধায়ে রাখ না মা'রে হৃদয়ে দিবে স্থান ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৮৮

যেহো না বজনি, আজি ন'য়ে তানাদনে।
গৌলে তুমি, দয়ামণি, এ পলাপ যা'বে।



উদিলে নির্দয় বরি উদয়-অচলে,
 নয়নের মণি নোব নয়ন হারাবে ।
 বান মাস ত্রিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
 পেয়েছি উন্মাদ আমি ; কি মাঝনা-ভাবে—
 তিনটি দিনেতে, কহ লো তারা-কুন্তলে,
 এ দীর্ঘ বিবদ-আলা এ মন জুড়া'বে ?
 তিন দিন স্বর্ণদীপ জলিতেছে ঘর
 দূর করি' অক্ষয় ; শুনিতেছি নানী—
 মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কণ কুহরে ।
 দ্বিগুণ আঁনার ঘন হবে, আমি জানি,
 নিবাও এ দীপ যদি—কহিলো কাতনে
 নবমীর নিশা-শেষে শিখীশেন নানী ।

বধুগুদন দত্ত

৮৯

যেও না, যেও না, নবমী বহ্নি,
 সস্তাপহারিনী ল'য়ে ভারাদলে ।
 গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে ।
 তুমি হ'লে অবসান, যাবে বেনকার প্রাণ,
 প্রভাত-শিশিরে আমার ভাসাবে নয়ন-জলে ।
 প্রভাত-কাকলী-গান কঁদাবে মায়ে'র প্রাণ,
 উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জলে ।

৬৫



হৃদয়েতে বেনবার, উমা হেন পুষ্পহার,
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে ।

নবীনচন্দ্র সেন

৯০

শুন গো বজ্রনি, কবি মিনতি তোমারে ।
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া ক'রে ।
যাবে কি নিষেধে দাগী, তুমি অস্ত্রে গেলে নিধি,
আস্ত্রে যাবে উমাশশী, হিমালয় আঁধার ক'রে ।
কি বন্দো তোমায় যামিনি, তুমি ত অমৃত্যামিনী,
অমৃতের বাখা আপনি, সকলি জান অমৃতেরে ॥

হরিনাথ বহুমদার (কাঞ্চল ফিকিরাটাদ)

৯১

নবনী নিশি পোহান, কি করি, কি করি বল ।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেব না বিজয়া এল ॥
বৎসবাবনি পরে তারা, আনন্দ করিলেন ধনা,
যাব কিংসে দুঃখ-পাশনা আমারে বন ;
নবনী নিশি প্রভাত, একি দেবি বিপরীত,
উমা হ'য়ে চমকিত, নত শিরেতে রহিল ।
(ওহে গিনি) বাণী শুনি বজ্রাঘাত, করি গিরে কণাঘাত,
কেন বে হলি প্রভাত, নবনী বল ।



পুত্র-শোকে ছীর্ণ-স্বনা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা,
 হই যদি তাবা-হারা ছীবনে কি ফল বল ॥
 'ওহে দিলিপুনবাগী, বৎসরাবধি পাবে আসি,
 ত্রিবার বাস উমাশশীল করা কি ভাল !
 পুৰবাগী, করে ধরে, বুঝাও গিয়ে মহেশ্বরে,
 উমা যাবেন দু দিন পবে, আত্মা দেহ মহাকাল ॥
 মহামাগান মহামায়া, মুগ্ধ কনিলেন অভয়া,
 না প্রকাশি' নিজ-মায়া হ'লেন চকল ।
 কহে দীন ঋগপতি, দুঃখিতা তব প্রসূতি,
 নামে তুল না পার্শ্বভী, তাজ না মা হিনাচল ॥

রূপচাঁদ পক্ষী

• ৯২

কি হলো, নবনী নিশি হৈলো অবসান গো ।
 বিশাল ডমক ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো ॥
 কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী-পানে চেয়ে দেখ—
 মায়ের মলিন হযেছে অতি ও নিরু বয়ান ॥
 ভিক্ষারী ত্রিশূলধারী বা চাহে, তা দিতে পারি ;
 বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা কবি দান ।
 কে জানে কেমন মত্ত, না শুনে গো হিতাহিত ;
 আমি ভাবিয়ে ভবের বীত হয়েছি পাষাণী গো ॥



শান্ত পদাবলী

প্রবণ থাকিতে বার, গোবী কি পাঠানো যায়,
 মিছে আকিঞ্চন কেন করে ত্রিলোচন।
 কমনাকান্তের লৈয়ে, কত হবে বুঝাইয়ে—
 হর, আপনি বদ্বিলে বদে আপনাব মান গো ॥

কমনাকান্ত ভট্টাচার্য

• ৯৬

ভাগ্যবো না হন-ভাগ্যব, জগা, দেহময় বিনয় করি।
 যাবে বলে মানানিধি বাদ্ধি। পোড়ান গোবী।
 নিধি ভোগে কাভল হ'লে, আভেন উমা ঘুমাইয়ে,
 বিষাদে ও বিবুদন মনিন হয়েচে নবি ॥
 নিদ্রা-ভঙ্গ হ'লে পাবে, ভিনায়গ আবার ক'বে,
 উমাশরী বৈলাসপূরে যাবে পরিহরি
 নিতে এসেছেন হর, তাই বনি বিলদ কর,
 যৎক্ষণ ঘুমায়ে থাকে, ও বিবুদন হেনি।

হরিনাথ মজুমদার (কাক্সন ফিকিরচাঁদ)

• ৯৮

ঐ দ্বারে বাজে ডুব, হর বুঝি নিতে এল।
 নবনী না পৌছাইতে অগনি এসে দেখা দিল ॥



শুন হে অচল নাথ, বল গিবে ছানাতায়,
 আমি পারি না উনার, দিগন্তে যেতে বল।
 এই জগত-নাথানে, কন্যা গৌরে বাপের ঘরে,
 কান মেয়ে এমন ক'রে তিন দিনের বেশি
 চার দিন না হয়।
 হে এখানে যান কিবে, উনারে বাপের ঘরে,
 এতে যদি কৃতিবাসের মনেতে নাথ হয়—চ'লে ॥

অজ্ঞাত

১৫

জা, বল গো! পাঠানো হবে না।

হব—নাথের বেদন কেমন জানে না ॥

তুমি যত বল দাব, কপি অঙ্গীকার, ও কথা আমারে ব'লে না ॥
 ওগো, হৃদয়-নাথানে বাপের বাজারে, পুছবী এ দুটি নবন।
 যদি গিরিবন আসি কিছু কয়, জা, তপানে তাজির জীবন ॥
 গবে মাত্র ধন, গৌরী নোব প্রাণ, তিন দিন যদি বর না—
 তবে কি দুখ আমার এ চার ভবনে,

২ দুঃখে প্রাণ আমার ববে না ॥

যাতিনা কেমন, না জানে কখন, বিশেষে রাজার কুমারী।
 আর কত দুঃখ পাবে সেনানে, জা, হব যে জনম-ভিখারী ॥



শাক্ত পদাবলী

ওগো, শ্মশানে নশনে নৈয়ে যাই যে ধনে.

আপনার গুণ কিছু জানেন না ।

আবার কোন্ লাভে হব এসেছেন লইতে :

জানেন না যে বিদায় দেবে না ॥

তখন জমা করে বাণী, তুমি শোনবাণি.

উপদেশ বহি ভোমারে ।

কত বিবিকি-বাকিত ই বন, তুমি তনয়া ভেবেছ যাহানে ।

কমলাকান্তের নিবেদন বল, শিব বিনা শিবা পানেন না ।

যদি জামাতা শঙ্করে পান বাধিবানে.

তবে হোমান খৌরী যাবে না ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৯৬

দিও না আজ উমায় বেতে, ওগো না নেনকানি !

আশুভ্রাঘে আশু ভুয়ে, বিদায় বল গো এখনি ।

হুগি হাসি উমা এনো, কেদে হলো এনোখেনো.

কেন আজি পোহাইল নবনী বজরী ।

ভেবে চিদেস্ত উমাশশী, যেন বাহুধ্বস্ত শশী.

হানিল জদরে আসি কি শূল ত্রিশূলপাণি ।

রসিকচন্দ্র রায়



৯৭

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, তরে তনু কাঁপিছে আমার।
 কি শুনি দাকণ কথা, দিবসে আঁধার ॥
 বিছানে বাঘের ছান, দ্বারে বসে মহাকাল,
 বেনোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার।
 তব দেহ হে পামাণ, এ দেহে পামাণ-প্রাণ,
 এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার ॥
 তনয়া পবের ধন, বুঝি না বুঝে মন,
 হায় হায়, একি বিভ্রম বিবাতার।
 প্রসাদের এই বানী, হিমগিরি বাজবানী,
 প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা স্তবাব ॥

রামপুসাদ সেন

৯৮

আমার গৌরীবে ল'য়ে যার হর আসিয়ে,
 কি কর হে গিরিবর, বক্ষ দেখে বসিয়ে।
 বিনয় বচনে কত বুঝাইলাম নানামত;
 শুনিয়া না শুনে কাণে, চোলে পড়ে হাসিয়ে।
 একি অসম্ভব তার, আভরণ কণিহার,
 পরিধান বাধ-জাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে।



শাক্ত পদাবলী

আনি হে বাজার নাবী, ইহা কি মহিমে পানি ?
 সোনার পুতনি দিনে পাখাবে ডানায়ে ।
 গুনি' গিৰিব কয়, ছায়াত্না সামান্য নব,
 অগ্নিমাছি আছে যাব চরণে নোল্লয়ে ।
 কমলাকান্তের নাবী, কি ভাব শিববাবি,
 পবন আনন্দে গো ওনয় দেহ পাঠিয়ে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৯৯

গিৰি, যাব হে ল'য়ে হব প্রাণ-কন্যা গিৰিজায় ।
 পাব হো নাথ প্রাণের ঈশানী, বাঁচে প্রাণানী, গিৰি । যাব !!
 ববে কুনানী, হবে গিৰি, আশু পূর্ণ মানন,
 দিবে বিলুপ্ত যদি আশুভ্রমায় আশু ভ্রম—
 হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হর-কৃপায় ॥
 নাথ, হর-চরণে যদি ধব, দোষ নাই হে ধবধব !
 চরণে ধবে তুনি হে নাথ, দিলে কন্যা যা'য়—
 ধবান্তে ধবিলে পদ, হবেন অনেকের আপন,
 মো'ব বচন ধব হে নাথ, ধব গঙ্গাধর-পায় ।
 বসন্তে শুধ ধবে যদি ঐ পদ-ধরায় ॥



নাথ, কিসে যাবে আর এ বেদন, তিনা হব-আরাধন,
 নাথিতে ধরে ভাৱাধন, নাহি জনা উপায়,—
 ম'জে অগার সম্পদে, হব-পদে না ম'দেপে নতি,
 কেন মুক্তি-কন্যা তুমি হাবা হও দাশবতি,
 কি হবে, কান এলো—অচ্ছি কি কাল-নিশি পোহায়।

দাশবতি ব্রায়

১০০

ফিলে চাও গো উমা, ভাৱাব বিনুমুখ ছবি ;
 অভাগিনী মায়েৰে বনিলে কোথা যাও গো ।
 বতন ভবন মোৰ আজি হৈলো অকলস,
 ইদে কি নহিলে দেখে এ ডাল শিবন ।
 এইখানে দাঁড়াও উমা, বালক দাঁড়াও মা ।
 ভাপেৰ ভাপিত তনু কদেৰে বুড়াও গো ॥
 দুটি নয়ন মোৰ বহেৰে চেবে পৰপানে ।
 বোলে যাও, আগিলে আর কত দিনে এ ভানে ।
 কন্যাকাশ্বেৰ এই বাগনা পূৰাও—
 বিনুমুখে 'মা' বলিবে মায়েৰে বুঝাও গো ॥

কন্যাকাশ্বে ভট্টাচার্য্য

১০১

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'বাই' 'বাই' ।
 মায়েৰ কাছে, হৈমবতি, ও-কথা মা বোন্তে নাই ॥



গীত পদাবলী

বৎসবাত্তে অগ্নিস্ আবান, তুন্নি না যায়, ও না আমার।
 চন্দ্রাননে যেন আবান মনুর 'মা' বোল শুন্তে পাই।
 এস সব পূর্ববাসিনী, আগন্ধে দাও হনুস্বনি।
 উমা যে অমূল্য মণি, আর এমন বন ঘরে নাই।
 জ্ঞান বলে গো গিরি-জায়া, সর্বত্র র'ল হর-জায়া।
 নয়ন মুদে দেখ না ছন্দে, কোথা ভোমার উমা নাই?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যভীর্ণ

১০২

মাগো, বজরী প্রভাত হমেছে!
 'ও মা, ডাকিতে বিহঙ্গ, পবন-তবঙ্গ
 গীতভরে মন্দ মন্দ যে বহিতে ॥
 তানু যত তনু প্রকাশ করিছে, বিদায় দিতে ভোমায়
 বিজয়া বলিছে;
 দেই কেননে, ভেবে সেই ভাব মনে, সদা আঁখি ঝুরে,
 আমার হৃদয় ফাটিছে ॥
 চৈতন্যকপিণী তুমি প্রসন্নময়ী,
 তুমি নাই যবায় এমন স্থান আর কৈ?
 ভোমায় দিনে বিদায়, সকলই যে যায়;
 (মাগো) ভোমায় অবলম্বন করি' এই ভগৎ রয়েছে ॥



লোকে বলে, নিশি প্রভাত হয়েছে,
 আমি দেখি, সে ত যেমন ভেমনি আছে ;
 নিশি প্রভাত হ'লে, মনের ঐশ্বর্য যেত চলে :
 (মাগো) তবে বিদায় দিত ভোমায়, এমন কে আর আছে ।
 বাঙ্গাল বলে মাগো, সহজ বুঝ আমান,
 আবাহন বিসর্জন নাই ভোমার :
 তুমি নিত্য নিবঞ্জিনী, ভব-ভয়ভঞ্জিনী (মাগো),
 নিত্য হৃদি-পদ্মে জাগো, পূজি হৃদি-নাথো ॥

হাবিনাথ মজুমদার (কাগজ ল কিকিবটান)

—————



জগজ্জননীর রূপ

১০৩

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের মনে মাটি দিয়ে ।
 মা বেঁচি কি মাটির বেবে, নিচে খাটি মাটি নিয়ে ॥
 কবে অগি বুড়মালা, যে মা-টি কি মাটির বালা,
 মাটিতে কি মনের আলা দিতে পারে নিবাইয়ে ?
 শুনেছি মা'র বরণ কালো সে কালোতে ভুবন আলো,
 মায়ের মত হয় কি কাদনা, মাটিতে বং মাখাইয়ে ?
 মায়ের আছে তিনটি নমন, চন্দ্র সূর্য্য আর ছত্রাশন ;
 কোন্ বানিধর আছে এমন, দিলে একটা মিনমিয়ে ?
 অশিনবাসিনী কালী, যে কি মাটি খড় নিচালি ?
 সে ঘুচাবে মনের কানি, প্রসাদে কালী দেয়াটয়ে ॥

বামপুসাদ গেন

১০৪

তুমিই ধবল হৃদে নীলিন নলিনী ।
 ইন-জ্জদি-মায়ের আনার শ্যামা মা জননী ॥
 কপ সে ত্রিমিবাসি, অশচ ত্রিমিব নাশি'
 উভলিছে ত্রিভুবন তিনি সোদামিনী ।
 সদা মনে অভিলষি, কার্টিয়ে সংসার-পাশ,
 মহনে হৃদয়ে বাপি চরণ দু-খানি ॥

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)



১০৫

হেৰ হব-মনোমোহিনী, কে বলে বে কালো মেনে !

আনাব মাৰেব কপে তুবন আলো,

চোখ থাকে ভো দেহু না চেখে ॥

বিনল হাসি ধৰে শৰী, অকণ পড়ে নখে ধগি,

এলোকেশী শ্যামা মোড়ণী,

ভমর ভমে কনক-ভমে,

বিতোৰ ভোলা চৰণ পেয়ে,

শিৰিশচন্দ্ৰ ঘোষ

১০৬

কে ও বিহবে, হব-ছদ্ম-পৰে, হব-মন হবে মোহিনী ।

চমকে অকণ নবি শৰী যেন, নপৰে প্ৰথমে আপনি ॥

শোভিত প্ৰপদ, দেব মোকপন, আনন্দে সম্পদদায়িনী ।

চমকে নুপুৰ, আলো কৰে পুৰ, নধিময় পুনৰাগিনী !

রজত-শিখৰে, কৰে অগি ক'ৰে, শিখিৰ-শিখৰ-নন্দিণী,—

যেন চৰন সনয়, মনমোহে হব, কালী কালভগবাবিণী ॥*

কাবিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মিৰ্জা)

* 'বাছানীৰ গান' নামক গ্ৰন্থে এই গানটি শ্ৰীধৰ কথকেন লেখা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু 'কালী মিৰ্জাৰ গীতাবলী সংগ্ৰহে' এই গান আছে, এবং 'সঙ্গীত বুদ্ধাবলী,' 'সঙ্গীত কোষ' প্ৰভৃতি পুস্তকেও এই গানের নীচে কালী মিৰ্জাৰ নাম দেখিতে পাওয়া যায়।



ଗାଠ କେ ଶେ ଦିଗନ୍ତରୀ ଦିଗନ୍ତର ହବ-ହାସି-ପ ବ ।
 ଏକି ଅପରୂପ ନାମେନ ମିଛୁ, ଅର୍କ-ହିନ୍ଦୁ ଶୋଭେ ଶିବେ ॥
 ଚପଳା ଜିନି ଶ୍ରୀନନ୍ଦିନୀ, ଚପଳା ଜିନି ଦନ୍ତଶ୍ରେଣୀ,
 ଚପଳା ଜିନି ଶାସ୍ତ୍ରଗାମିନୀ, ଚପଳା-କରେ ଆଲୋ କରେ ॥
 ଅମିୟା ଜିନି ମୁଖଶୋଭା ତାପ, ଅମିୟା-ମନ ଧ୍ରୁମଫଳ ତାପ,
 ଅମିୟା-ମନ ପିକତାସେ ଗାପ, ଅମିୟା-କପେ ସୁନାଫଳ ॥
 କେଶରୀ ଜିନି ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନ, କେଶରୀ ଜିନି କହ୍ନାରୀ ଶୂନ,
 କେଶରୀ ଜିନି ନାଦ ମଧନ, ଗୌରମୋହନ ହେବି ହେବେ ॥

ଗୌରମୋହନ ଗ୍ରାସ

ଉଲ୍ଲାସିନୀ ଗାଠେ ବଧବଢ଼େ ।
 ଶାମରା ନୃତ୍ୟ କବି ଯଢ଼େ ।
 ଦଶ ଦିକ୍ ଆନାବ କାବେ ଗାନ୍ଧିଜି ଦିକ୍-ବଗନା,
 ହଳେ ବଢ଼ି-ଶିଖା ବାଢ଼ା ବସନା,
 ଦେବେ ଗରିବାରେ ବାଢ଼ିଚ୍ଛେ ପତ୍ରଢ଼େ ।
 କାଳୋ କେଶ ଉଢ଼ିନ ଆକାଶେ,
 ରବି ସୋମ ଲୁକାନ ତପାସେ,
 ବାଢ଼ା ବଢ଼ିଧାରା ଶବେ କାଳୋ ଅଢ଼େ,
 ତ୍ରିଭୁବନ କାଁପେ ଭୁବ-ଭଢ଼େ ।

ବ୍ରହ୍ମନାଥ ଠାକୁର



୧୦୯

ମଦ-ସନ୍ତ ମାତଞ୍ଜିନୀ ଉନଞ୍ଜିନୀ ନେଚେ ଧାୟ ।
 ନିବିଡ଼ କୁନ୍ତଳମଳ ବିଭୁଡ଼ିତ ପାୟ ପାୟ ॥
 ନମରେ ଅକ୍ଷୟ ଛୋଟେ, ପଦ-ଚିହ୍ନେ ପଦ୍ମ କୋଟେ,
 ମଳୟ-ମନ୍ଦ-ମନ୍ଦ-ଅକ୍ଷୟ ଉନ୍ନୟନ ଗୁଣି ଧାୟ ।
 ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଅବିବକ୍ତ, ତଡ଼ିତ ଶ୍ରବଣ କଥ,
 ଉତ୍କଳ ବାନୀକେ ଆଲୋ କାଲୋ ବନନ-ସମାୟ ॥

ପିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ

୧୧୦

ଓଢ଼ାବ ନୂନତି ବେ ମନ ଜାନ ନା କି ଉହାରେ ?
 ଓହି ତ କବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ଵ-ବଚନା ;
 ନୈଲେ ଥେନ ଦୃଶ୍ୟ ଆକିନ୍ତେ ବଳ କେ ପାରେ ।
 ଦଶଭୁଜା ଦେବେ ନାୟେବ ଭେଦେ କ୍ରମେବ ଶେଷ,
 ଅନ୍ତରେ ଦେଖିଲେ ଆବାସ ଦେଖିଲେ ଅନନ୍ତ ବେଶ,
 ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମଲୋନୁପା କଳାଚିଂ ଚିଂହରୂପା,
 କୁଚିଦାକାଶ କୁଚିଂ ପ୍ରବାଶ ଅନନ୍ତ ଉପାଦାକାରେ ॥

ବେବେ ବେ ସହସ୍ର ବାହୁ ସହସ୍ର ପ୍ରହରଣ,
 ସହସ୍ର ଚରଣେ କରେ ଅହସ୍ର ବିଚରଣ,
 ସହସ୍ର ବଦନେ ଧାୟ, ସହସ୍ର ନୟନେ ଡାୟ,
 ସହସ୍ର ଶ୍ରବଣେ ଶୋନେ କଥା ବେ :
 ସହସ୍ର ଶିବ ନା ହ'ଲେ, କେବା, ଓବେ ଅବୋଧ ପ୍ରାଣ,
 ଏଓହି ଗର୍ବେ କରେ ସହସ୍ର ଧାରାୟ ଜ୍ଞାନ ।



শান্ত পদাবলী

সহস্র ভাবে বিভোবা, সহস্র জ্ঞানের অগোচরা,
 ওই ত অতলহঃ বাস করে তোমার সহস্রাবে ॥
 অজ্ঞানে ভুগাতে যে মন পাতে এমন ইন্দ্রজাল,
 বহু কলী-কপে তামা করে ধবে কব্বাল,
 কপন বা সীতা হয়, মূলে কিছু কিছু নয়,
 ব্রহ্মাদি দেবতা কিছুই বুঝিতে নাহে।
 আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গা-কপে এসেছে,
 কাল দেবনে বাবা-কপে শানের বানে বসেছে।
 তাই বলি, এই কাদা কিছু নয় শুধু নায়া,
 ধবনে পনে জ্ঞানের আলো—নুকাব আবার ওকায়ে ॥

গোবিন্দ চৌধুরী

✓ ১১১

বিদ্যমোহন জনা বিভাসিত কপাল,
 ধন ধন করা লহাদিনী।
 মদ্যচেতনিত নবনুত-শোভিত কন,
 গোর গভীর কাদদিনা-বননী, ভীমা ভুবনবাসিনী।
 অতি বিশাল বদনবল্লভ—
 লক্ লক্ কুবির-লৌচুণ-বসনা,
 কুবির-ধার সূত বিপুল দশনা,
 অস্থিচর্মসার, কঙ্কাল-হাব—
 বিভূষিত দিক্‌বসনা বোমগ্রাসিনী।



জগজ্জননীৰ ৰূপ

অতি ক্ষীণ কটি বেষ্টিত নব-বর-কিঙ্কণী,
মহাকাল-কামিনী, উৎকট আসব-পান-মৰ্গনা,
রক্তময়না শবাসনা বিতীৰ্ণণা ;
নিবিড় মেঘজাল লটপটকেশী, নবমাংসাশী—
ঈশান-মদ্দিনী টনটন মেদিনী ।
ভবকবী তীৰ্ণণা শ্মশানবাসিনী ।

গিৰিশচক্ৰ ঘোষ

১১২

ৰাছা কমল বাছা কলৈ, বাছা কমল বাছা পাম,
বাছা সুপে বাছা হাদি, বাছা মানা বাছা গাম ।
বাছা ভূষণ বাছা বমন, বাছা মাদনৰ ব্রিনমন,
কত বাছা বনি-শশী, বাছা নপে প'ড়ে ভাগ ।
বদ্য-ব্রনে বদ ভনে, পড়ে অলি ঢলে ঢলে,
এলোকেশী কে কপশী, ডাকনে তাপিত-প্রাণ ছুড়াম ।

গিৰিশচক্ৰ ঘোষ

১১৩

নিবিড় আঁধান বা তেঁতল চমক অকপবাশি ।*
তাঁটি ঘোঁৰী কান কলৈ হ'লে, নিবিড়হাবাশী ।
অনন্ত আঁধান কোৱে, মহানিব্দান-হিল্লোলে,
চিব-শান্তি পৰিমন, অৰিমন বায় ভাসি ।

* ও কপবাশি ।



মহাকাল-রূপ ধরি, জীবন বদন পবি,
সমাবি-মন্দির (ও না) কে তুমি গো একা বসি ;
যখন পদ-কমল, প্রেমের বিকসী ফলে,
চিৎস মুখমণ্ডল, শোভে অটু অটু হাসি ।

অজ্ঞাত

১১৪

কে বলে আ মনি ! তোমায় দিগন্তবী,
শবাসনা বিবসনা ভবন্তবী ।
জান-নেত্র আনি চেয়ে দেখি, তুমি
সর্ববী সর্বমন্তলা দুন্দবী ।
বিশ্ব তবোদনে, তুমি নিশ্চোদনী,
পালন করি' বিশ্ব, নান বিশ্বভবী ॥
অসীম অক্ষরে সম্বন্ধিত নাদে ; (জননী গো)
তাইতে নান ধনেচ ব্রহ্মবী দিগন্তবী ॥
অস্তর-সংহারে উদ্যত অশনি,
ভক্ত-সাধকের হৃদে প্রশান্তকপিণী ।
সন্তয়ে অভয়া সম্পদে বিজয়া, (জননী গো)
তুমি মহানিদ্রা নিদ্রামায়া মহেশ্বরী ।
লোকে দেখে তোমার চরণ-তলে শব,
আমি দেখি তোমার চরণেতেই সব ;
শিবের প্রকৃতি শিবের কব দ্বিতি ; (জননী গো)
তোমার চরণ-চন্দ্রে প্রকাশ শিব চন্দ্র হরি ।

হরিনাথ মজুমদার (কাদম্বল ফিকিরচাঁদ)



১১৫

কে বলে বানী নান আশীর্ষিত-ভূষণ—
নাহি বাস দিক্‌নাস শব্দ শিব-আশ্রয় ?
অকপা প্রসন্নকপিনী, শ্যামা হ্রী শ্যামবর্ণী ।
সুভয়ে অভয়পানি, কৃপারীনে কৃপাণ ॥
যিনি বিশ্ব-আবরণ, কে বলে তাঁর আশ্রয় ?
কি ভাব তাঁর ভূষণ, যিনি সর্বদ-মিদান ॥
চরণেতে মতে শব্দ, প্রকৃত এ সঙ্গীত,
পবিত্র এম-ভাব প্রেমিকের মূঢ় মন ।
মোহ দৈত্য-নাশ-কালে, তব ভীম-রূপে ধূলে,
স্বীকৃত হইল তব কল্যাণে দেহ অর্পণ ॥

মহেশ্বরনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)

১১৬

কে যে বামা নিদিড়-গীতবর্ণনী ।
সদ-নাথ কোটি চক্রে ত্রিবিমলাবর্ণী ।
দেব দেবাদিপতি, মানসে পুণ্ডিত মতি,
অসার মহিমা ভেদে, পদ-তলে ত্রিশূল-পাণি ।
জগতদুর্ভেদ হুমি, পুনঃ পুনঃ শুনেছি আমি,
অসার সংসার, সারসংগার, হৃদেছ আপনি ।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, শ্রীচরণ করে পাই,
পাটলে জনম সফল, নোকপদ সামান্য গণি ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী



নীলবনগী কে কামিনী, কন্দর্প-দর্পহারিণী,
নবধনে সুষোভিত তিনি কোটি সৌদামিনী !

হি কান্ত হলে নীরবে, ছোব যে কপ-মাধনে,
নাম-সুখা বন যতনে, ভাব নে দিকা-গামিনী ।

কিবা ধর্ম কাম অর্থ, মহাদেন যাব উন্মত্ত,
যোগীর যোগে পবন তুহ, নিত্য চিত্তন চিত্তামণি ।

অন্তরাঙ্গা শত্রু তর্কে, আশাচি ঘটিচক্রে,
দেখ চন্দ্রানন অর্কে, মহামুদন দামিনী ।
যদি মায়ায় মুগ্ধ হইন, যদি নৃপায় মুগ্ধ হিব,
যে নামে নাশে অশিব, শাস্তাচননে ভাবিণী ।

শ্যামাচরণ বুদ্ধচারী

অম নীলবনগী, পদ্মাসনা বিমল উজ্জ্বল-বনধী ।
অরুণ-হাসি তুমোদিনীশ, নন্দিনীশ স্যুদধী,
নগবালা নব বলিনীমান, নব নীলদ কেশতাল,
নব নিশাকর-শোভিত ভাল, প্রতিভা প্রতিভা চরণে ।
তন্ময়ী তনু ত্রিতাপত্রিণী, শব্দগত-শব্দনবাণিণী,
পরমা প্রকৃতি প্রমথচাণিণী, দুর্গে দুর্গহরণে ॥

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ



১১৯

মহিষমর্দিনী-রূপে ভুবন করে উজ্জ্বল।
 অমল কমনদন, নিম্ভিত চরণ-তন,
 শশধন-নিকর নগ্ন-রূপে প্রকাশিত ॥
 সন্তন নুপুর মাড়ে, কটি-ভূটে বিকিণী বাড়ে,
 বিনাড়ে যোগিনী-মাদো কনি কুচুড়ল;
 নুদু-হাস সুধা-ভাষি সুন-নব-ত্রাস-মাণ,
 এই অকিঞ্চন-মাণ, দেহি শ্রীচন্দন স্থান ॥

কবীনাথ রায় (দেওয়ান)

১২০

কে ও একাকিনী, কাশান বননী, শনি-শোভা ছিনি ননীবরণী।
 দশনে বগনা বনা, বদনে কবির-বানা, কবালবদনী।
 এ নব বয়সী, ঘোরকপা মুক্তকেশী, শোভে দীর্ঘ বেষী।
 গলে দোলে মুক্তাশ্রব, কটি-ভূটে নব-কব-বচিত্ত বিকিণী ॥
 পয়োধন পীড়নানুত কবির-বান অ'বৃত্ত বিকটকপিণী।
 মৃত শিশু শ্রুতিমূলে, অর্ধচন্দ্র মাতে ভালে, দেহি বিবদনী ॥
 গসি মুণ্ড নাম করে, দক্ষিণে হস্তব করে, বদে বণবজ্রিনী।
 ভীমবেশা ভয়ঙ্করী, ভব-ভুদি পদ ববি, দক্ষিণাকপিণী ॥
 চতুর্দিকে শিশা ঘেবি, শাশানালয়ে শঙ্কনী অট অট হ'দিনী।
 চন্দ্রে দেহি এই স্থান, অস্তে ববি ভব কান কালী বিনয়নী ॥

মহাত্মা চাঁদ (মহারাজ)

[illegible]

निवृत्त दाव (महालाक्ष्मी)

✓ 242

उक्तं आनन्देन शरीर-निगन्धिना ।
 उपरुद्धा त्रीना यस्मिन्-निगन्धिना ॥



দগুড় ইন্দ্ৰ-বাস, লক্ লক্ বদনা,
অঙ্গন-শিব-চূৰ, ভীষণ দশনা,
বিয়া ভাবিয়া বিয়া, টন টন মেদিনী ॥
নব-কব-বট্টিত কপালমালিনী,
কুবিন-অধনা তানা, শিঙশৰী-ভালিনী,
নয়না-ফলন-ফালা, স্তব-হৃদি-বন্ধিনী ॥

প্ৰিশচক্ৰ যোগ

১২৩

অপকপা কে লজনা হেনি বহুদুঃখাশনা,
কিকিণী মণি বচিহ, মুকুট শিবোভূষণা ।
কুটিল কুণ্ডলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
ওষ্ঠ দ্বিত বিদম্বল, প্ৰফুল্ল পদকলননা ॥
ধনুসদৃশ বুনতা, ত্ৰিনয়ন-সুদেহাভিতা,
সহাস্য বদনান্বিতা, মধু মধুবচনা ।
বিগলিত মুক্তাহার, যুক্ত নব পনোহর,
হেন কৰ্ণপূৰ, মনোহর আভরণা ॥
কাঞ্চিকুণ্ড নিভন্ধিনী, ললিত ত্ৰিবলিশ্ৰেণী,
চতুৰ্ভুজ-বিধগিনী, বভ্ৰাহব-পৰিধানা ।
পাশাঙ্কুশ যুগ্ম করে, ধনুৰ্ভাষ শোভে অপরে,
বোমাবলী অঙ্গোপরে, উক কন্দলী-ভূষণা ।
নিম্ন নাভি মৰোবব, শ্ৰীপদ কচছপাকাব,
ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বৰ-বন্দিত চাক চৰণা ॥



শাক্ত পদাবলী

ভাস্করপূর্ণ বদন, অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন,
গূঢ় গুল্ক স্তম্ভোভন, স্বচ্ছ নব দীপ্তমানা ॥
ভগদানন্দ-জননী, বিশ্বাকর্ষণকানিনী,
ব্রহ্মাণ্ডে বীজকপিনী, ভবাকুসুমবনণা ।
নাশ করে দূরদৃষ্টে, মুক্ত কনি ভব-কষ্টে,
চক্রেব এই মনোভীষ্টে, ঘেড়শী ভব-অঙ্গনা ॥

মহাত্মা চাঁদ (মহারাজ)

১২৪

ভুবনেশ্বরী মার রূপেব নাহিক ভুবন সীমা ।
নভুবর্ণা পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী স্তম্ভমণা,
প্রভাকর উত্তমাদে, অর্ধভাণা চন্দ্রমা ॥
পাশাদ্রুশ বদাভয় চানি কনকোত্তে শোভন,
অলঙ্কার মণিময়, নাহি ত্রান উপমা ।
মহাবিদ্যা আনানিতে সদাশিব সন্মানিতে,
বনভূলে ইষ্টেদিকি, অষ্টেদিকি অশিনা ॥

নিবচন্দ্র সরকার

১২৫ .*

একি রূপ নবন করি নিবাক্ষণ—
কে পারে স্বরূপ রূপ কবিত্তে বর্ণন ?
জিনিয়ে কোটি অকণ অঙ্গের হেনি বরণ,
বসন তরুণাকণ গ্রাহে স্তম্ভোভন ।



ভগ্নজন্মীর রূপ

উচ্চ পীণ পয়োধন, তাত্ত বহু বহুধান,
মুগ্ধমালা ভদ্রকর গলে নিঃশূষণ ॥
ভূপমালা এক করে, ভ্রানমুদ্রা বনে পনে,
দ্বিকনে অভয় বনে, বনেন ধানধা ॥
মহা চন্দ্রকাস্তুরমণি, মুকুটশিলোনানিধি,
হে ভৈরবী ত্রিভুজমণি, দেহি চন্দ্র শীতলধা ॥

মহাভাব চাঁদ (মহারাজ)

১২৬

কে শু বিনসনা কবিরে মগনা, ন হুইবনী কার নারী ।
কমান কণিকোপনি, লোনিরূপা যন্ত্র হোনি,
বিপদীত বহিঃকালী বহিঃকাম তদুপনি ।
ভুদূর্জক বিনাতমানা প্রান্যাবীচন্যা,
মুগ্ধমালা বিভূষণা, ত্রিভুজা শঙ্করী ।
গলে অদ্বিমানা দ্বিতা, মুক্তবেশ-অদোষিতা,
শিরে সর্প বিভূষিতা, নোনভিঙ্গা ভদ্রকরী !
শিবশ্বেতন স্বরূপ করে, বাস কনকতাল ধরে,
শোভিত হসি উপরে, চমৎকার মণি ।
কণ্ঠ-নির্গতি-নিবাস, কবির হাব একবান,
ধরে নি ভাননোপন, ভীমকপা কোমলনী ।
উন্মত্তা উলটনী, পার্শ্বদ্বয়ে দ্বিযোনিয়া,
শেষ দ্বিধাব-ধারিণী বিস্তার বর্ণনা করি :



শাক্ত পদাবলী

কনি কৃপাবনোজন, শ্রীচরণে দিও স্থান,
চক্ষে এই নিবেদন, ত্রিনমস্তা শুভকনি ॥

মহাতাব্ টাঁপ (মহারাজ)

১২৭

বিষণ্ণ এ কান নানী চিন্তিত নাবি !
কক্ষবর্গী সূমাবর্গী, পমোদন নত অতি,
বনত কবিত্ত মতি, মণিনা শু পবি ।
কাকল্য-বন নানা অধাতুনা সচনলা,
দশনাবি বিকনা, দায়িকায়া ছেনি,
শূর্ণ নাম কলন মল, অপন মহিত বলে,
দ্বিকলে কি শোভা কল আ মবি মবি ॥
কুলিল নাদিকা নত, নবন কোন্নিহিত,
চক্ষে শ্রীচরণাশ্রিত বন শকনি ॥

মহাতাব্ টাঁপ (মহারাজ)

১২৮

একি কপ অপকপ কবি নিবীক্ষণ, অসাধ্য বর্ণন ।
কপের মানবী ছেনি ছুড়াল নমন ।
মণিনপুপোপরে, বহুবর্গী শোভা কল,
সিংহাসন তদুপরে অতি সুগঠন ।
সিংহাসনে বিনাক্ষমান, উচ্ছন পীতবরণ,
পীতাক্ষন পনিধান, তাহে সুশোভন ॥



জগজ্জননী'র রূপ

বিবাহ শোভে আভরণ, পুষ্পমালা-বিভূষণ,
 সুগন্ধি অঙ্গে নেপথ্য, কুমুম-চন্দন ।
 মনো শরু হিঙ্গা বসি, মুদগর ঢাক করে করি,
 ক্রোনিভা হয়ে শঙ্কনী করেন তাড়ন ॥
 বগলা ককণা বসি, চক্রে দিগে চরণ-তরী
 পাব সব ভব-বাধি লইলান ধরণ ॥

মহাত্মা চাঁদ (মহারাজ)

১২৯

অপকৃপ কানিনী মৌল-বর্ণা, শশন-আভা তিনি ।
 কলানাথ শোভা শিরে, সিংহাসনাসন করে,
 বিনাক্রান্তা তদুপরে, চতুর্ভুজাবিনী ॥
 খেঁচি থড়া মুণ্ডা করে, পাশাঙ্গুশ বসাপরে,
 চক্রে তার কৃপা করে, হে মাতৃদেব ব্রিনয়নি ॥

মহাত্মা চাঁদ (মহারাজ)

১৩০

একি রূপ হেনি নবান, বর্ণের লাবণ্য তদুত্তর বর্ণনে ।
 প্রফুল্ল কমলাসন, তদুপরি কুতাসন, চপলা-ভিত্ত বরণ,

মুদু হাস্য চন্দ্রাননে ॥



শীত পদাবলী

কুলনিত চতুর্ভুজ, সবে্য অভয় অক্ষুজ,

দক্ষিণে বন দরোজ অতি কুশোভন ।

বিগলিত মুক্তাহার, শোভা পয়োদর পব,

কমলা ককণা বন, চাত্ত বাথ শ্রীচরণে ॥

মহতাব্ চাঁদ (মহারাজ)

১৩১

কুলবর্ণী চতুর্ভুজা এ নারী কে ভয়ঙ্করী ।

পানায় ভরক শুন কপাল কল কনি ।

হিমাঙ্কুশলা শেখরে, উদ্ব পিচ্ছলো শিল,

শুক দন্ত ভয়ঙ্করে, ভয়ানক বেশ হেরি ॥

এই নিবেদন করি, চাত্ত-পুষ্টি কৃপা করি,

ভয়ঙ্কালি ভয়ঙ্কালি, মন্দা তও শকনি ॥

মহতাব্ চাঁদ (মহারাজ)

১৩২

ও কে রে মনোমোহিনী—

ঐ মনোমোহিনী ।

চল চল চল প্রতি-দলো, মণি-মলকত-মোহি-দলো ।

একি চিত্ত-চলনা, দৈত্য-দলনা, ললা-ললিনী বিভ্রমিনী ॥

সখ্য নেতি সখ্য হেতি, সখ্যি সখ্যি মদনী* ।

শশীধর-শিবসি, মহেশ প্রবসি, বনেব কপদী একাকিনী ॥

* সপ্তবিংশ পুয়নয়নী ।



জগজ্জননীৰ ৰূপ

ললাটি-ফলকে, অলকা ৰাজকে, নাসা-নলকে, বেসৰে মণি ।
 মণি ! হেৰি একি ৰূপ, দেখ দেখ ভূপ, কৃষ্ণ-বদ-কূপ বদনখানি ।
 শ্মশানে বাস, অটুটাস, কেশপাশ-কাদম্বিনী ।
 বামা সগৰে বনদা, অশ্বন-দ্বন্দা, নিকটে প্ৰমোদা—প্ৰমাদ গণি ॥
 কহিছে প্ৰমাদ, না কব বিবাদ, পড়িল প্ৰমাদ, স্বৰূপে গণি ।
 সগৰে হৰে না ভয় নে, ব্ৰহ্মমণীয়ে, কব পানদীয়ে বন জননী ।

ৰামপ্ৰসাদ সেন

১৩৩

চলিবে চলিবে কে মায়ে, পণ্ডিত ঠিকুন আসব আবেশে,
 বামা বধে হতপণ্ডি চলে, দল দানব-দ্বন্দে, বনি বনভলে,
 গজ গনাসে ॥
 কে নে বানীদ গনানে, নবিল শোভিত, কানিঙ্গীৰ ভলে
 কিংকৰ ভাসে ।
 বে নে নীলকমল, শীংখমণ্ডল, অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ ভালে প্ৰকাশে ॥
 কে নে নীলবাস্ত নণি নিভাস্ত, নগ্নন-নিবন ভিম্বিৰ নাশে :
 কে নে কপেৰ চন্দাৰ, তড়িত স্বৰ, ঘন ঘোল বনে,
 উঠে আকাশে ।
 দিত্তিহৰচল, সৰান উদল, খল খল খল, কাপে হতশে ।
 মাগৌ, কোপ কব দুৰ, চল নিত-পুন,
 নিবেদে শ্ৰীৰামপ্ৰসাদ দাসে ।

ৰামপ্ৰসাদ সেন



নদে নদে নদ-নদী, নদে কানিনী মুক্তকেশী ।
 হৈলে দিশদ্বীপী ভবদ্বীপী, করে করে তীক্ষ্ণ অসি ॥
 হৈলে ত্রিগুনবদনী নামা, হৈলে নদীয়া মোড়নী ।
 গলে দোলে মুক্তমালা, মুখে মদু মদু হাসি ॥
 পিমাণে দমুতগণে, দেখে মনে ভব বাসি ।
 দাগ, শব-ছলে চরণ-ভলে, আশ্রয় প্রভিন আসি ॥
 কে নে, ডাকিনী যোগিনী, নাদেন মদে ফেনে মহনিশি ।
 ঘন ঘন ছতকালে, দিভিন নন্দন নাশি ॥
 কনকানাদেভন মন অন্য নদে অতি বাধী ।
 মানান কানো কপ অশ্রুতে ভেবে, সদানন্দ সদা গুণী* ॥

কনকাকান্ত ভট্টাচার্য্য

এলোকেশী এলো কে বলে, বাজ বনগে ।
 ত্রিলোক আলো করে, সে কপের কিবগে ॥
 অপকপ মনোলোভা, বণহল কবেছে শোভা ।
 হেনিলে সে কপের আভা, প্রভা বয় শো নবনে ॥
 হিঙ্গ শিবচন্দ্র বলে, যে হেবিনু বণহলে ।
 পতি তো পতিত পায় শব-কপে চরণে ॥

শিবচন্দ্র রায় (মহারাজ)

* সুখী ।



১৩৬

কে বে বামা, বাবিলবনী, শুকনী, ভাসন ধ'বেচে তবনি,
কাহাদো ঘননী, মাটিয়ে ধননী, কৰিছে দনুত-ভয়।
ভেব হে ভূপ, কি অপকপ, অনুপ কপ, নাহি স্বকপ,
নদন-নিবন-কৰণ-কানন, চনন শনন লয় ॥
বামা হামিছে, ভানিছে, লাফ না বামিছে,
ছত্কাৰ-বদে সকল শামিছে, নিকটে আমিছে,
বিশফ নাশিছে, থামিছে বাসন-ইন।
বামা চিনিছে, চলিছে, লাবণ্য গনিছে,
গয়নে চলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে ছলিছে, দনুত চলিছে, চলিছে ভুননময় ॥
কে নে, ললিত বসনা, বিকটে দশনা,
কৰিয়ে ঘোনা প্ৰকাশে বাসনা,
হ'য়ে শবাসনা, বামা নিবসনা, আসবে নগনা বন ॥

ঈশ্বৰচক্ৰ গুপ্ত

১৩৭

বিয়া তাখিয়া নবমালী।
ঘোনাৰনা বহুদশনা বগাফনা কবালী ॥
অই অট হাস, ত্ৰিপূৰ-হাস,
প্ৰলয় জলদ ঘন গভীৰ ভাষ,



শাক্ত পদাবলী

দম্ভ বিনাশ, অম্ভব হ্রাস,
কোটি অক্ষয়-ভাগে চরণে বিকাশ,
মানস সকাশ, আশ্রিত আশ, যামিনীকপিণী,
অম্বে অশ্রুদম্বে, জননী জনমে কর্ণী ।
অম্বিলে অম্বক-কামিনী কপারী ॥

পিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৩৮

সুখা সুখাদে .ব বাস কামিনী ই বননী ।
বানান বদে বদান বোহিভুত ভা । বননান যেন দানিনী ॥
সদা জনদে পানিত অদে,
নাচ এভদে ভাণ বিভদে বে ।
মানন শিরে বিভূষনী লেভনী কপনী
শনীমুখি শাশানানিনী ।
যট যট হট হানিতে বে,
নাশিত দনুদ নাশিত ভামিতে বে,
শ্রীমদেভ কহিতে, হুদি প্রকাশিতে
ভব কপে ভব-জননী ॥

হৃৎকল্যানাবলম্বা বাম (মহানাদ)

১৩৯

বিভদে বদে বে বে বামা সুখোভবহিনে ।
নানী হুদে বদা এভি বদমা,
অনানাদে নাশে দনুদ পুণ্য,
ঈবং হানিবুজ্ঞা হান্য, বদ্য অদনে ॥



অগজ্জননীৰ ৰূপ

ৰূপে দশ দিশ দীপ্ত, দশ দৰাযুগ লিপ্ত,
মহিষ-শিৰদি, কিপ্ত বান-চৰণে।
নন্দকুমাৰে নয়, কলকট না বিপু ভয়,
নিশ্ৰাম কৰ গো মন হৰি-পদ্মাঙ্গনে ॥

নন্দকুমাৰ ৰায় (মহাৰাজ)

১৪০

নব জলধৰ কায়।

কালো ৰূপ হেনিলে আঁখি ভুড়ায় ॥
কপোনে সিদ্ধন, নানিহে মুক্তন, বতন নৃপন পায়।
হামিত্ত হামিত্ত, কাত মানব মলিত্ত, কবিন লেশোছে গায় ॥
অতি সুশীতল চৰণযুগল, প্রকুল কমনপ্রায়।
কমলাকাদেউন মন নিবহন বনন হইতে চায় ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য



মা কি ও কেমন

১৪১

তারা, তুমি কত রূপ ভাষন ধরিতে ।
 জননী গো! ছানামুখী শিবি-দুহিতে ॥
 লোমকূপে বদাধর, হৈনবতী পলাংপন,
 অঙ্গুর বিন্যাস নন না আদিত নিমিত্তে ।
 তুমি বাবা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া, মহাবিক্র,
 তুমি গো! মা লাম্বপিনী, তুমি অদ্বিতে ॥

বনুনাথ রায় (দেওয়ান)

১৪২

কি খেলা খেলাও না তুমি ভাঁবন্ত পুতুনি-সনে,
 সেই জানে তোরা খেলার মর্ম, যে থাকে দদা তোরা ধানে ॥
 রেখেছ নিগিন বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজারে,
 আবার আপনি খেল যে বাজারে পুরুষ-প্রকৃতি হ'য়ে,
 মিছে পৃথকভাবে ভোমার ভানে জ্ঞানহীনে ॥

ও মা সর্ব্বভীবে তুমি শিবে নাতৃকপা হ'য়ে পাল,
 আবার ভাষ্যাকূপে ব্রহ্মময়ি, তুমি প্রথমের খেলা খেল ।
 তুমি শিশু-মূনতি হ'য়ে আলো কর সূতিকার-গৃহ,
 আবার খেলিয়ে নানা খেলা অস্তে শূশানে লুকাও সেই দেহ,
 মিছে মায়া-ধনে দ্বীবে ঘুরাও না ভুবনে ॥



মা কি ও কেনন

ও মা কানে করেছ বাতায়খুন মা অতুন কেনন অধিকাৰী,
কানে করেছ পথের কাছান মুষ্টিমেয় অনুন ডিগ্ৰাণী,
কেউ বা স্তম্বে কাঠায় নিশি পুষ্প-শ্যামল শব্দন স্নি,
কেউ বা পাত্রে তনাব ত্বন-শ্যামল দুখে বাটায় মা বিভাবনী—
সকলি তোমার থেমা বুঝেও বুঝিনে ॥

ও মা কেনন মহামায়া তোমার পায় মা বিবি-বিবু ভেবে—
শুশানে এনে ভব সদা সে তোমার মায়া-প্রভাবে,
আপনার মায়াগ আপনি 'তুমি' যাতায়াত লব বান্ধবান,
আপার নিজে দুখ না নিজের মাঝে এমনি তোমার মায়াব নিকার—
সে মহামায়া ছিছে গোবিন্দে বুলিয়ে কেননে ॥

গোবিন্দ চৌধুরী

১৪৩

মা বসন পর।

বসন পর, বসন পর, মাগো, বসন পর তুমি।
চন্দনে চটিচত জবা পদে দিব আনি গো ॥
কালীমাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে বাবাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥
পাতালেতে ছিলে মাগো হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে মাগো, কে করেছে সেবা।
শিবে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো ॥



শাক্ত পদাবলী

ডানি হস্ত বদন্তন, মাগো বান হস্তে অসি ।
 কাটিনা যক্ষ্মনব মুণ্ড কনকত বাণি বাণি গো ॥
 অগ্নিদত্ত কবির-বান, মাগো গনে মুণ্ডমানা ।
 হেটিমুখে চেয়ে দেখ, পলকুলে ভোলা গো ॥
 নাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেকে গগনে ।
 না হ'লে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো ॥
 আপনি পাশল, পাতি পাশল, মাগো আরও পাশল আছে—
 দ্বিত বানপুসাদ হমেছে পাশল, চনৎ পাশল আশে গো ॥

বানপুসাদ সেন

১৪৪

কালী হনি না নাসবিহারী

নটর-বেশে নৃন্দাবনে ।

পৃথক্ পৃথক্ নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিঘন ডানি ।
 নিভ-তনু আনা, গুণবতী বাণা, আপনি পুকষ, আপনি নানী ।
 ছিল বিবসন কাটি, এবে পীত কাটি, এলোচুল চুড়া বংশীবাদী ॥
 আগোন্তে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে মোহিত কবেছ ত্রিপুরারি ।
 এবে নিভে কাল, তনু বেধা ভাল, ভুলালে নাগবী,

নয়ন ঠারি ॥

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-আস, এবে মৃদু-হাস,
 ভুলে ব্রজকুমারী ।

আগে শোণিত-মাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
 এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি ॥



মা কি 'ও' কেমন

প্রসাদ হাসিছে, সবসে ভাগিছে,* বুঝেছি জননী মনে বিচারি—
মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যাম তনু, একই মকল, বুঝিতে নারি ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৪৫

জান না বে মন, পবন ধারণ, কারী কেবল মেয়ে নয় ।
মেয়েব বরণ করিয়ে নারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ।
হলে এলোকেশী, করে লোভে অসি, দমুত-তনয়ে কনে গভয় ।
কভু ব্রজপুনে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,

বুজাঙ্গনান মন হবিয়ে লয় ॥

ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, কবয়ে সন্তান-পানন-লয় ।
কভু আপনান মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব-বাস্তবা নয় ॥
যে রূপে যে জনা কবনে ভাবনা, সে রূপে তান মানস নয় ।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে, কমল-নাথারে করে উদয় ॥†

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

* ভাগিছে ।

† ১২৯২ সালে প্রকাশিত “কমলাকান্ত পদাবলী” পুস্তক হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু অন্যত্র এই গানের এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়—

জান না বে মন, পবন ধারণ, শ্যামা শুধু মেয়ে নয় ,
সে যে মেয়েব বরণ করিয়া ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয় ॥



অভেদে ভাব বে মন কাল আর কালী ।
 মোহন মূৰলীধারী চতুর্ভুজ, মুণ্ডনালী ॥
 কালী কি কাল বলিলে, কালে ছৌঁস না কোন কালে,
 কালের কত্ৰী কালী সেই, কাল আগার না কালী ॥
 কতু শিন, কতু শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি,
 ইচ্ছানগীর ইচ্ছা-নৃতি, কতু কাল, কতু যে কালী ।
 অপান লীলা বুঝিতে, কে পারে এ ত্রিভুগোত্ত,
 হন উদয় যাব অদেতে, সে জানে এক সকলি ॥
 শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, গৌর আর যে বিকু-ভক্ত,
 প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ, বৃথা সে দলাদলি :--

কতু বাধে বড়া, কতু বাধে চুড়া,
 ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তার ।
 কখন পার্বতী, কখন শ্রীনতী,
 কখন রামের জানকী হয় ।
 হার এনোকেশী, কবে লয়ে অসি,
 দানবচরে করে লভয় ॥
 কতু বৃদ্ধপুনে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
 বৃদ্ধবাগীর মন হরিষে ময় ।
 যে রূপ যে জন, কবয়ে ভজন,
 সেই রূপ তার মানসে রয় ।
 কন্যাকাঙ্ক্ষের হৃদি-সবোবরে,
 কমন-মারো কমন হয় উদয় ॥



মা কি ও কেমন

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম, দুর্গা কালী রাধা শ্যাম,
সবে এক, একে সব, একের বসে সবাই বলী ॥

রামলাল দাস দত্ত

১৪৭

ও জননি, অপনা ছন্ম-জনা-হরা জননী ।
অপানে ভব-সংগাবে, এক তবনি ।
অজ্ঞানেতে অন্ধ ঘাঁট, ভেদ ভাবে শিবা শিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মাকপিণী ।
মাগাভীত মিছে মাগা, উপাসনা-হেতু কাগা,
দগামগী বাঞ্ছানিক ফলদামিনী ।
আনন্দকাননে ধাম, ফল কি তারিণী নান,
যদি জপে দেহান্তে শিব মানি ।
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় হুত্বিনাহীন,
মিহ-গুণে তবয় ত্রিলোকতানিধি ॥

রামপুসাদ সেন

১৪৮

(আমার) মা নব সামান্য মেয়ে ।
আছে আঁধারে আলো করিয়ে ॥
দেবঘি মহঘি কত আছে মায়েব পদ চেয়ে,
শিব হয়েছেন শমন-জয়ী আমার মায়েব চরণ পেয়ে ॥

১০৩



শাক্ত পদাবলী

আমার মাকে ডাক যেন-কন ভক্তিভাবে মা বলিয়ে,
 প্রবলোক যান সে প্রব, দিবা বিনোদে চাভিয়ে ।
 (মায়েন) চরণ লাগি গৃহভাগী মহাদেয়াগী বিভোর হ'য়ে
 আছেন চরণ দুটি বক্ষে ধরি ভোজনায় ভ্রম পড়িয়ে ॥
 আমার মায়েন মন্তন যে আর নাইকো ভনে দুই মেয়ে ।
 স্বহস্তে পালে নাশে ভুবন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইয়ে ।
 কাম বলে, ঠায় ভানে যেন-কন সর্ব্বেশ্বরী মা জানিয়ে,
 যে ভবেন হাতে কেনা-বেচা এই বাবেই যায় শেষ করিয়ে ॥

বামলাল দাস দত্ত

১৪৯

সদানন্দনগী কানী, মহাকাজেন মনোমোহিনী গো মা !
 তুমি আপন-ভবের আপনি নাচ, আপনি দেও মা বনভালি ॥
 আদিভূতা সনাতনী, শূন্যকলা শশি-ভালী ।
 যখন ব্রহ্মাও না ছিল হে মা, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥
 সব মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমবা তন্ত্রে চনি ।
 তুমি যেমন বাধ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি ।
 অশাস্ত কমনাকান্ত বনে দিয়ে গালাগালি—
 এবার সর্ব্বনাশি, ধ'রে অসি, স্বর্গাধর্ম্ম দুটোই খেলি ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৫০

রাজার মেয়ে রাজনন্দিনি, মুণ্ডমালা পেলো কোথায় ?
 যখন অম্বরগুলো ছিল না মা, তখন কি মা পরতে গলায় ?



যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মবে, তৈমায় না জানতেন ভবে,
তখন কোথা ছিলে তবু তুমি, নাম ছিল কি বল আশায় ?
কপাদি না হতে সৃষ্টি, তুমি হতে বিকল্প দৃষ্টি,
তখন ক'টা হাতে কি বেশেতে কার ব্যানেতে থাকতে কোথায় ?
পৃথিবী হয়নি যখন, চন্দ্র সূর্য্য ছিল না, মন,
(তখন) ঘোর অন্ধকার ভূতে কি ভাবে কে দেখতে তৈমায় ?
ত্রিগী, না, যে ভাব ভেবে, পাগল হয়ে তৈমায় ভাবে,
না, তুমি বুঝাও তব আসল ভাবে, ভবানন্দময়ি, তৈমায় ।

ত্রিগীপুণ্যদ জ্যোতিষী

১৫১

মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্ সাধনায় পেলেন বল !
কালো কপের আভা দেখে, নবন মন সব ভুলে গেল ॥
ছিল বামা কার ঘরে, কেমন করে আলি ভাবে ?
কালো নয়, পুণিয়ার শশী, জলদ-নারে করে আলো ।
অকণ্ঠ যেমন প্রভাতকালে, তেমনি মায়েব চরণ-তলে ;
খিজ শম্ভুচন্দ্র বলে, 'ও পদে ভবা দিলে সাজে ভাল ॥

শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)

১৫২

মজিল মন-অমরা, কাজী-পদ-নীলকমলে ।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে ॥



শীত পদাবলী

চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালো কালোন যিশে গেল ;
 দেখ, সুখ দুখ সমান হোলো, আনন্দ-মাগন উথলে ॥
 কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে ।
 দেখ, পঙ্ক-ভর প্রধান মন্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৫৩

আমি ঐ ভরে মুদিনে আঁনি ।
 নগন মুদিনে পাছে তাকা-হারা হয়ে থাকি ॥
 যখন থাকি শয়নে, তখন ঐ ভর মনে,
 না হেনে হানাই পাছে, চাহিয়ে ঘুমায়ে থাকি ।

কানিদাস চট্টোপাধ্যায় (কাণী নিজ)

১৫৪

হেনেছি হোমারে তাকা, কেননে বলিতে পানি ।
 'নাহি জানি না হোমারে'—এ ভাবও ভাবিতে নানি ॥
 প্রপঞ্চে জড়িত আমি, চৈতন্যকপিণী তুমি,
 কেননে ধনিব হোমায়ে, মঞ্চটে পড়েছি ভাবি ।
 চন্দ্রা-প্রকাশ হেন, নবন-নিমেঘ যেন
 'ইতি ইতি' মাত্র নাগো অরূপ রূপ নেহারি ॥
 ধনিয়া রাখিতে যাই, খুঁজিয়া নাহিক পাই,
 এই আছ, এই নাই, (না) কিছুই বুঝিতে নানি ॥



মা কি ও কেমন

বুদ্ধির আলোক ছেনে, সন্ধান করিতে গেলে,
করনা (অবিদ্যা) কুহকে ফেলে মা, বতই দেখি ঘট্টিকারি।
জানি যে এমনো নয়, না জানি কেমনে হয়,
দুঃখ এ তব—তবু জ্ঞানাপা বলিহারি।

বীরেশ্বর চক্রবর্তী

১৫৫

জননী, ভগ্ননোহিনী, জীব-নিষ্ঠারিণী ;
ও মা ভোমারি মহিমা, কে করিবে গীতা,
অনায়া তুমি মা অনন্তকপিণী ॥

ভোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড-নিকাশ,
বিশ্ব বায়ু বাপি নহি কি আকাশ,
যেখানে যা দেখি ভোমারি প্রকাশ—জননী গো—
সত্যরূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী।

নবি নিশাকর নদ্রত্র নিকর,
আকাশে প্রকাশে হাসে মনোহর,
দেখিতে ভোমায় বনে নিবস্তর—অকপিণি—
অনন্ত অমর চিত্রকানিণী ॥

দেখিতে ভোমায় সাগরানুরাগি,
উত্তাল তবঙ্গে বায়ু দিবা-নিশি,
বনে বাশি বাশি, কুস্তম্ব হাসি হাসি—চেরে রয় গো—
দেখিবাব তবে ভোমায় তারিণী ॥



শাক্ত পদাবলী

প্রবল পবন দেশে দেশে বায়,
 আনন্দে নাতিয়া তব গুণ প্রায়,
 তরু লতা পাতা সবাবে নাচায়—দেখি প্রায় গো—
 আপনি নাচিয়া কাঁপান মেদিনী ।

চিত্তানবী তারা ব্যাপ্ত চলাচরে,
 তবু না চিনিবান, চিন্তাবী না ভোরে
 ওষ্ঠকপে পরিব্রাজকের অঙ্গুর—দেখা দে না—
 মদন-মর্দন মনোহানিধী ।

কৃষ্ণপ্ৰসন্ন সেন (পরিব্রাজক)



ভক্তের আকৃতি

• ১৫৬

ভবের আশা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল ।
 নিচ্ছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁচুনি* পালো ॥
 প'বার আশান ঘোষ, যুগে যুগে এলেন ভান,
 শেষে বচা বার পেয়ে নাগো পাঁজা† ছকাস বন্ধ হলো ॥
 ছ-দুই আট, চ-চার দশ, কেহ নব না আমার বশ ।
 আশান খেলাতে না হলো মশ, এবার বাজী ভেঁসি হলো ॥
 হক হলো চোদ্দ পোনা, বন্ধ পথে যাব না বাওয়া ।
 নামপ্রসাদের বুদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে নেইচ এলো ॥

রামপুসাপ সেন

১৫৭

কেবল আশান আশা, ভবে আশা, আশা মাত্র হলো ।
 যেমন চিত্রের পদ্মোতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে ব'লো ॥
 না, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে, কথার কবে ছলো ।
 'ও না, মিঠার লোভে, তিত্ত মুখে সবাদিনাটা গেল ॥
 না, খেলবি ব'লে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভুতলে ।
 এবার যে-খেলা খেলালে নাগো, আশা না পূরিল ॥

* পতুড়ি ।

† পড়া ।



শান্ত পদাবলী

বানপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, বা হবার তাই হলো ।
এখন সজ্জাবেলায়, কোলেন ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫৮

ওক্না তক মুক্তবে না, ভয় লাগে না, ভাঙ্গ পড়ে ।
তক পবন-বলে সদাই দোবে, প্রাণ কাঁপে না, থাকতে পাছে ॥
বড় আশা ছিন্ন মনে, ফল পাব না, এই তকতে ।
তক মুক্তবে না, শুকায় শাখা, ছুঁ আশ্রন বিভূষণ আছে ॥
কমলাকান্তের কাছে হবার একটি উপায় আছে ।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহারা তান্না নানে হেঁচলে বাচে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৫৯

আমি তাই অভিনয় করি,
আমায় কবেছ গো না সংসারী ।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি ।
ও মা তুমিও কোন্দল কোবেছ বনিমে শির ভিগারি ।
জ্ঞান-বর্ষ শ্রেষ্ঠ বটে, দান বর্ষোপরি ।
ও মা বিনা দানে নখুনা-পারে যান্নি সেই ব্রহ্মেশ্বরী ॥
নাভোনাগী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভয়া ভূষণ পরি ।
ও মা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুণ্ডল ভাঙাবী ॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে না, এত কেন হ'লে ভারি ।
যদি রাখ পদে, ধেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥

রামপ্রসাদ সেন



১৬০

আনি অই খেদে খেদ কনি—

ঐ যে মা থাকিতেই আনান, জাণা মরে ইন চুনি

মনে কনি তোনার নাম কনি, আনার সময়ে পাশনি ।

আনি বুঝোঁই, পেয়েছি আশয়, ভেবেছি তোনারি চা চুনি ।

কিছু দিনে না, পোলে না, নিলে না, খেলে না,

সে দোষ কি আনারি ?

যদি দিত্ত—পেত্বে, নিত্বে—পেত্বে, দিত্তাম—খা ওয়াইতাম

তোনারি ॥

মশাঃ অপবণ সুনস কুনস, সকল বস তোনারি ।

ও গো বসে থেকে বস-তক্ষ কেন কন বসেচুনি ?

প্রসাদ বলে, মন দিয়াছ মনেরি* আঁখি ঠারি ।

ও মা তোনার মৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া, নিষ্টি ব'লে যুনে মনি ।

বামপ্রসাদ মেন

১৬১

জানি, জানি গো জননি, যেমন পাষণ্ডের মেয়ে !

আমারই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে ॥

প্রকাশি আপন মায়া, সৃজিলে অনেক বায়া,

বাকিলে নির্গুণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে ।

কার প্রতি স্মৃতি, কুস্মৃতি হও মা কার প্রতি,

আপনারো দোষ ঢাক কারে দোষ দিয়ে ॥

* মনেরে ।



না, না କରି নিব্বারণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিব্বରି চবৎসুটী জ্বলয়ে বাপিমে ।

কনকাদেত্তর এই নিবেদন ব্রহ্মমণি,
এই বিস্তরনা কর না, কি তাব ভাবিয়ে ।

কনককান্ত ভট্টাচার্য্য

১৬২

এখনো কি ব্রহ্মমণি, হয়নি না হোব মনের মত ?
অকৃতি সন্তানের প্রতি বন্ধনা বন না কত ॥
দন্ দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
সংসার-বিষে জ্বলি যত, দুর্গা দুর্গা বলি তত,
বিষ হন না বিষহরি মৃত্যুভয়েন মৃত্যু হত ।
জ্ঞান-বড় দিয়েছিলি, মসিল দে তসিল কবিলি,
হিসাব করে দেখু না ভাবা, দুঃখের কাঙ্ক্ষিল বাকি কত । *

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)

* এই গানটি কোনও কোনও মন্তব্য-পুস্তকে গৌরমোহন রায়ের রচিত
বলিয়া একটু পরিবর্তিত-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে । এখানে তাহা উদ্ধৃত
হইল :—

এখনো কি ব্রহ্মমণি, হয় নাই না হোব মনের মতন,
অকৃতি সন্তানের প্রতি যত্ননা আর দিবি কত ?
জ্ঞান বড় দিয়েছিলি, মসিল তসিল কবিলি,
হিসাব কোবে দেখু দেখি না,
আমার দুঃখের বাকি কত ।
ভুলাইয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
বিষের আলায় সদা জ্বলি, দুর্গা ববে ডাক্ব কত ।



১৬৩

মা গো তাকা ও শঙ্করি,
কোন্ অবিচারে আমার 'পরে, কবলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?
এক আগামী ছোটো প্যাঁদা, বল্ মা কিসে সামাই করি ।
আমার ইচ্ছা কবে, ঐ ছোটোবে, বিষ ঝাওয়াইয়ে প্রাণে মানি ॥
প্যাঁদার বাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিরান জারি ।
ঐ যে পান বেচে খান কৃষ্ণ পান্ডি, তাবে দিলে জমিদারী ॥
হজুনে দনপান্ত দিতে, কোথা পাব ঠাক কড়ি ।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী ॥
হজুবে উকিল যে জনা, ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারি ।
ক'বে আসল যক্ষি, সওগাল বন্দি, যেকপে মা আমি হাবি ॥
পানাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি ।
ছিল স্বানের মতো অস্তর চরণ—তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৬৪

তাকা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেবাদে, সংসার-গারদে থাকি বল ?
মসিল ছয় দূত, তসিল করে কত, দাবা-সুত পায়ের শৃঙ্খল ॥
দিয়ে মায়া-বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে, সম্পদে হারালেন মোক্ষফল ।
এবান চল মা সাধনা, ও মা শবাসনা, সংসার-বাসনা বড়ই প্রবল ॥
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা ঝাটি, ছুটোছুটি কবি ভুলগুল ।
হ'য়ে অর্থ-অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি, সর্বনাশী
জানিস্ কতই ছল ॥

১১৩



শান্ত পদাবলী

আনি' ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে, নীলাধরের জলে দুঃখানল ।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাগনা সন্ধান, ফণী ব'বে ধাই হলাহল ॥

নীলাধর মুখোপাধ্যায়

• • • ১৬৫

মা আনায় যুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত*

ভবের গাড়ে বেঁধে* দিয়ে মা, পাক দিতে হবিবত ।
এনি কি দোষে করিলে আনায়, ছ'টা কলুর অনুগত ।
মা-শব্দ মনতায়ুত, কাঁদলে কোলে করে হত,—
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেবই এই রীতি মা, আনি কি ছাড়া জগত ?
দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! ব'লে, তরে গেল পার্শ্বী কত ।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি

শ্রীপদ মনের মত† ॥

বুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো ।
বামপ্রসাদের এই আশা মা, অস্ত্রে থাকি পদানত‡ ॥

বামপ্রসাদ সেন

* জুড়ে ।

† দুটি অত্য পদ ।

‡ প্রসাদ যে বুপুত্র মা ভোর, ক'রে রেখো পদানত ।



ভক্তের আকৃতি

১৬৬

অকারণে বুঝা জনে ভনি' কাল যাব।
সব সুখ-সম্পদ, তোমান অভয় পদ,
কেন মন নাহি ডুবে ভায় ॥
মতি চকল অতি দূষিত দুঃশয়,
নিষয়-বাসনা নাহি যায়।
নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পানে,
তব কৃপা-লেশ যদি হয় ॥

নন্দকুমার রায় (বহারাজ)

১৬৭

ম'লেম ভূতের বেগান পেঁটে,
আমার কিছু মদল নাইকো পেঁটে।
নিজে হই সরকারী নুটে, মিছে মরি বেগান পেঁটে।
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥
পঞ্চ ভূত, ছয়টা বিপু, দশোদ্রিয় মহা নেটে,
তারা কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল পেঁটে ॥
যেমন অন্ধ জনে হারা-দণ্ড পুনঃ পেলে ধবে এঁটে।
আমি তেগি মত ধবতে চাই মা, কর্ত্ত-দোষে যায় গো ছুটে ॥
প্রসাদ বলে, প্রসন্নময়ি, কর্ত্তভুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো না, ব্রহ্মবন্ধ যায় যেন ফেটে* ॥

রামপুসাদ সেন

*যেন ব্রহ্মবন্ধ যায় গো ফেটে।



শাক্ত পদাবলী

১৬৮

আর কত কাল ভুগ্বো কালী, হ'বে আনি কুরোর ঘড়া ।
 এই ভব-কূপে, কোনকূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা-পড়া ॥
 আশী লক্ষ পাটে ঠেকে সর্বাত্মে পড়েছে কড়া ।
 আবার গনার কণা, শক্ত ফাঁসা, নানা নোহ দড়ি-দড়া ॥
 যুগে যুগে ম'লেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া-চড়া ।
 শীতে কাঁপি, জলে ভিজি, নোদেতে হই বেঙা-পোড়া ॥
 নোগ-ছিদ্রেত, কাল নিদ্রাতে, যখন থাকি হ'বে ধোঁড়া ।
 ভীনাড়া-কাগাবি বোটা, অমনি এসে দেয় মা ছোড়া ॥
 কি অপনার কনেছি মা, এত বেন শান্তি কড়া ।
 করি বন, তোর পাগ পড়ি, আর কনো না ফাড়াচুঁড়া ॥

প্যাবীমোহন কবিরত্ন

১৬৯

আর কতদিন ভবে থাকিব মা ?
 পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?
 (হুমি) দেখা ত দিব না, কোলে ত নিলে না,
 কি আশে পদাধ নাশিব মা ?
 (আমার) বেহ ত আদর করে না গো,
 পতিয়েত তুলিয়া ধরে না গো,
 (মম) দুখে কারো আঁধি বাবে না গো
 তবু নোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,
 আর কতদিনে জাগিব মা ?



(আমি) শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,

হৃদয়-বেদনা বহিয়া গো,

কত কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো ;—

(আমি) আঁধারে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,

আন কত ধূলো মাখিব মা !

নন্দনীকান্ত সেন

১৭০

চিন্তামণী তানা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি ?

নায়ে জগৎ-চিন্তামণী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি !

প্রভাতে দাও বিষয়-চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠন-চিন্তে,

ও মা শয়নে দাও সর্ব-চিন্তে,

বল্ মা তোনে কখন ডাকি ॥

অচিন্ত্যরূপিনী মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে,

রয়েছি নিশ্চিন্ত হ'মে, শত্রুচাঁদকে দিয়ে ফাঁকি ॥

শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)

১৭১

বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা,

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ।

মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা-তথা ।

যে বাপ বিনাতাকে শিরে ধরে,

এমন বাপের ভরসা বৃথা ॥

১১৭



তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা ?

যদি বিমাতা আমায় কবেন কোলে,

দূরে যাবে মনের ব্যথা ॥

প্রসাদ বনে এই কথা, বেদগনে আছে গাঁথা—

ও মা যে-জন তোমার নাম করে,

তার কপালে ধূলি-কাথা ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৭২

ব্যাতারেতে জানা গেল

তুমি যে অতি কৃপণা ।

ভিক্ষুরে সর্বস্ব দাও না

আগমেতে কেবল শোনা ॥

প্রকাশিয়া ভুবল

কারে কি দিয়াছ বল ।

দেবার মধ্যে মাঝাজালে

বদ্ধ ক'বে দাও যাতনা ॥

অনুপূর্ণা নাম শুনি,

ভিক্ষা করেন শূন্যপাণি ।

পেটের ছালায় গবল খেলেন,

দিক্‌বাস বসন বিনা ॥



কুবেরের না তোমায় বলে,

হাড়ের মালা কেন গলে ।

কাল-ফণী-বিভূষণা

(মা তোমার) যত নিভর গেল জানা ॥

প্রেমিক বলে, ও না কালী,

অনেক দুঃখে এ গন বলি ।

টাকা কড়ি চাই না ধ্যানা,

দেখা দিতে ভাও পান না ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পূর্ণিক)

১৭৩

ফিনিষে নে তোর বেদেন ঝুলি ।

ও না মড়াগ্নে আর অমান কালী ॥

তোড়ের খেলা খেলতে হবে

আমারে একনা পাঠালি ।

ও না কি ভাব ভেবে বল্ না শিবে,

ভানুমতীনে ছুটিয়ে দিলি ॥

মায়ায় ম'ছে বেদে সেজে

বারে বারে যতই খেলি ;

মা তোমার এমনি অধপ্রেমে ঝুলি—

খেলার জিনিষ হয় না খালি ॥



মনে করি খেলবো না আর,
 ভানুমতীকে ছাড়তে বলি ।
 ও মা এমনি কুহকিনীর কুহক—
 আবার তার কুহকে ভুলি ॥
 এমন সর্ব্বনেশে মায়া,
 মহামায়া, কোথায় পেলি !
 আমি আর যে পারি নে শ্যামা,
 ব'লতে আশ্বারামের বুলি ॥
 প্রেমিক বলে, কি ব'লে মা
 তনয়ে বেদে সাজালি ।
 ও মা দয়াময়ি, দয়াময়ীর নামে
 কালী কালি দিলি ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)

১৭৪

যে ভাল কবেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই,
 ভালব ভালব বিদায় দে মা, আলোয় আলোর চলে যাই ।
 মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম অবিদত,
 জানিনাম শত শত, কপাল ছাড়া পথ নাই ।
 জঁঠবে দিয়াছ স্থান, ক'র না মা অপমান,
 কিসে হবে পরিত্রাণ, নরচন্দ্র ভাবে তাই ॥

নরচন্দ্র রায় (কুমার)



১৭৫

মা, তোমার নাইকে! মায়া হর-জায়া ব্রিনয়নী।
 মার মত কি ব্যাভার না তোর? কেঁদে কাঁটাই দিন-যামিনী।
 তোর যদি মা থাকতো যতন, তা'হলে কি হতেন এমন?
 মা-মরা ছেলের মতন এসে সারা হই জননী।
 এনে এই ভবঘোরে, বেঁধে মাঝাডোরে,
 দিনি ছয় দিপুর করে কেমন ক'রে কাতায়নী।
 গড়েছ তুমি যেমন, হয়েছি আমি তেমন,
 কণায় কণায় তবে শমন কেন দেয় মা চোখ-বাঙ্গানী ॥

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৭৬

মা ব'লে কাঁদিলে ছেলে, জননী'র কি প্রাণে সর!
 ধৈর্যে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিবে কত কয়।
 এই তো মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া তুমি তারা,
 কেঁদে ডাকি পাইনে গাড়া, ভয়েতে কাঁপে হৃদয়।
 আমি কি মা ছেলে নই, কেঁদে কেঁদে সারা হই.
 নিয়ত কাঁদাও আমাবে, এ তো তোমার উচিত নয়।
 মাটিতে প'ড়ে কেঁদেছি, সংসার-জ্বালায় কাঁদিতেছি,
 কাঁদতে হবে মরণ-কান্না, ম'বেও কাঁদতে আসতে হয়।
 আমি মাগো দুর্বল অতি, নাই হেন গতি-শক্তি,
 কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে লব যে তব আশ্রয় ॥

১২১



লও মা হুলে অকিঞ্চন, ভবের তরি শীচরণে,
এবার আর যেন শরণ্যে অরণ্যে বোধন না হয় ॥

বিষ্ণুনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৭৭

ও মা, কেমন মা কে জানে ।

মা বলে মা ডাকি কত, বাহে না মা তোর প্রাণে ?

মা বলে তো ডাকব' না আর,

নাহে কিনা সেরে তোমার,

বাবা বলে ডাকব এবার, প্রাণ যদি না মানে ।

পামাণী পামাণেন মেয়ে, মেয়ে না কো একবার চেয়ে,

পেঁয়ী নিয়ে নেয়ে নেয়ে, বেড়ায় সে শূশানে ॥

খিরাচন্দ্র ঘোষ

১৭৮

এ কেমন কল্যাণ কারী, বুঝা কিছু গেল না ।

দুর্গা দুর্গা সর্গি সত, নন্দন দুখ আনান ঘোচে না ।

ভাবি তুমি নিবনি, দুর্গতি না ঘোচে যদি,

তবে স্নানধন হন বিকাসলী, তার তো কথা বেউ গুণে না ।

সম্মানে সৌন্দর্য বলে, সন্তোষে হন সব জননীনে,

দুনি মদ বলে কোলে করে, ফেল দিতে পারে না ।

চাইলে যদি লাঙ্গল বাচে, তাহে কি না অতি আছে,

বিত শত্ৰুচন্দ্রের কুদিন ঘুচে' স্তম্ভিত কি আর হবে না ।

শত্ৰুচন্দ্র রায় (কুমার)



১৭৯

মা ব'লে ডাকিল না রে মন, মাদক কোথা পারি ভাই ।
 থাকলে আমি দিতো দেখা, সন্দেহনাশী বেঁচে নাই ।
 শাশানে মশানে কত, পীড়িতান ছিল যত,
 খুঁজে হলেন ওহাগত, কেন মান যত্ননা পাই !
 গিয়া বিমাতার হীনে, কুশপুতুল দাহন ক'লে,
 অশৌচান্তে পিও দিয়ে কালশৌচ কাশী যাই ।
 দ্বিজ নবচন্দ্র ভেপে, মন, মায়েল জন্য ভাব কেন ?
 মা গেছে, নান-ব্রজ আছে, তনবাব ভাবনা নাই ॥

নবচন্দ্র রায় (কুমার)

১৮০

যে হ'ল পাষাণের মেয়ে, তার জন্মে কি দয়া থাকে ।
 দয়ামীন না হলে কি লাগি মানে নাথাকব বুকে ?
 দয়ামণী নাম তপাত্ত, দয়াল বেশ নাই ভোমাত্ত,
 গলে পল মৃগুয়াবা পলিপ ছেলের মাথা কেটে ।
 'মা' 'মা' ব'লে যত ডাকি, ওরে ও ত মা শোন না রে ।
 ননা এগ্নি লাগি-ধেকো, তবু দুর্গা ব'লে ডাকে ॥*

নবচন্দ্র রায় (কুমার)

* কেউ কেউ বলেন, এই গীতটি নবাই ময়দান রচিত ।



আমি কি দুখেবে ডবাই ?

দুখে দুখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দেও, দেখি তাই* ।

আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই ।

তখন দুখের বোঝা নাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥

বিষের কুমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ নারি গদাই ।

আমি এমন বিষের কুমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥

প্রসাদ বলে, প্রক্লময়ি, বোঝা নাবাও, ফণেক জিরাই ।

দেখ, স্বপ্ন পেয়ে লোক গর্ব কবে, আমি কবি দুখের বড়াই ॥

রামপ্রসাদ সেন

ও মা, হর গো তব মনের দুঃখ ।

আর তো দুঃখ সহে না ॥

যে দুঃখ গর্ভ-যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে ।

মায়া মোহে পড়ে ব্রমে, জন্মিলে বলে ওমা ওমা ॥

জন্ম-মৃত্যু যে-যন্ত্রণা, যে জন্মে নাই, সে জানে না ।

তুই কি জানিবি সে-যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না ॥

রামপ্রসাদে এই ভণে, হৃদ হবে মায়েব সনে ।

তবু রব মায়েব চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না ॥

রামপ্রসাদ সেন

* তবে দেও দুঃখ না আর কত তাই ।



১৮৩

কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে,
‘শ্রীদুর্গা’ ‘জয়দুর্গা’ ব’লে কেন ডাকা তবে !
ললাটে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি,
শিব তবে সন্তানাদী কেননে গড়বে ॥

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

১৮৪

সজল নয়নে ভাসি, চাও না তান্না মুক্তকেশী ।
ঘুচাতে হবে জননী, গলদেশে মায়া-কাসী ॥
কাতন সঙ্গরে ফেলে, কয়েদ করি মায়া-ডালে,
জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাদব কত দিনানিশি ।
তবে ত্রাসিত জননী, তান্না তান্না ডাকি আমি,
পতিতপাবনী নাম, পতিভোক্তার কর আসি ।
ক’নে লাও ইন্দ্র পদ, ক’নে কব তুচ্ছপদ,
এমন একচোকে নেয়ে, শিব ল’য়ে শশানবাসী ।
সংকল্পেতে সুখভোগী, পাপকল্পে চিরবোগী,
ভাগ্যঃ ফলতি কার্যে, সঙ্গে কেনে দাস দাসী ।
দ্বিভ নবীন অতি দৈন্য, কি ভাবনা তারি জন্য,
যদি পাই গো শ্যামা-পদ, হই না ধনে অভিনাঘী ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী



শাক্ত পদাবলী

১৮৫

পড়িয়ে ভব-মাগনে, ডুবে না তনুৰ তবী ।
 মাগা-ঝড়, নোহ-তুকান ক্রম বাড়ে গো শঙ্করী ।
 একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'লন গোঁয়ার দাঁড়ি ।
 কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥
 ভেসে গেল ভক্তির হাল, ভিড়ে গেছে শূদ্ধার পাল,
 তবী হ'ল বানচাল, বল কি করি ।
 উপায় না দেখি আন, অকিঞ্চন ভেবে সাব,
 তবু দিগে সান্তার, দুর্গা-নামের ভেলা ধরি ॥

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

১৮৬

কোথায় গো মা ভবদা ১, ভবানী বে ডুবে মরি ।
 দগা ক'বে দেও মা তান্না, তোমার ই চরণ-তরী ॥
 তুনি মা ভগবদুর্গা ১, ভীমাকান্ধা ভীমবর্গা ।
 ডাকি গো মা, দুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেবি ।
 দগাময়ী নাম ধব, কটাক্ষে মল্লক হব,
 হব গো মা দুঃখ হব, ফনা-গুণে কেমকরী ॥

তিনকড়ি বিশ্বাস

১৮৭

চাই মা আমি বড় হ'তে ।

আনি আর পানিনে থাকতে বাঁধা আমার অহং-শৃঙ্খলেতে ।
 ক্ষুদ্র খাঁচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ ঐ সম্মুখেতে ;—
 বাহে নীলবর্ণী নৃত্য কর মা শশী-সূর্য ল'য়ে হাতে ॥

১২৬



ভক্তের আকুতি

ক্ষুদ্র অহনিকা আমার বন্ধ না তোমার মায়াতে,
এখন তোমার মায়া তুমি লও মা, আমি ছড়িয়ে পড়ি সর্বভূতে ।
অসীম অনন্ত তুমি পরিব্রাজ্য এ বিশ্বেতে,
হ'য়ে তোমার পুত্র, আমি ক্ষুদ্র, সন্তানের মা লজ্জা ভাঙে ॥

শ্রদ্ধান্ত

১৮৮

গাবাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা-ধোঁলা,
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা ।
ক'ত ছাই-মাটি দেখে গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ধাম ঢুকিয়ে,
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁতে দে মা গানের মলা ।
আমি নাকি অঞ্চলের নিধি, বাপু না ত্রোন অঞ্চলে বাঁধি,
চঞ্চল ছেলে কাছে রাখিস্ (মা), ভেড়ে দিনে নোদেন বেলা ।
দুঃষ্ট ছেলে কষ্ট দেয় মা, মা বিনে কে বসে সয় মা,
তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ডেনেবেলা ॥

চন্দ্রনাথ দাস

১৮৯

চরণ ধ'বে আছি প'ড়ে, একবার চেয়ে দেখিস্ না মা !
মত্ত আছি আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা ।
একি খেলা খেলিস্ ঘুরে, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে ঐশি, চরণ ধ'বে ডাকে 'মা' 'মা' ।



শাক্ত পদাবলী

হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হা হা অটহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা ।
তারা, ফেনকরী, ফেনা, অভয়ে, অভয় দে মা,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা ।
আয় মা এখন তারা-রূপে গিয়াতনুখে গুল বাদে—
লিখাব ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে ।
এতদিন তো কানী, ভীনা—তোবই পূজা করেছি ন,
পূজা আমার মাছ হোন, এখন মা তোর অগি নানা ।

দ্বিজেন্দ্রলাল ঝায়

১৯০

অভয়ে প্রসন্নগী ভবদে ভবানী, ভীত-ভবনাশিনী ।
ভক্তন-বিভান ভনে, কৃপা কর ওগো মা ভাবিনী ॥
হৈমবতী হন-ঘনগী চরতি দুখতি দুর্গে দুঃখনাশিনী,
মহিষাস্তনমদিনী, মহেশ্বরী মম মন-মানস-পূর্ণকারিনী ।
বক্রগাম্বী কাতাগমী, কনক ভৈরব-নাদিনী,
বিমলা পার্বতী মহেশ্বরী পবন-পদদামিনী ।
সর্বগী সর্বেশ্বরী শক্তি প্রকৃতি সারিত্রী ।
দ্বিধ ব্রহ্মকিশোর বলে, ভবার্ধক ভলে,
ভানিতে ভানিনী চরণ-ভবনী ॥

ব্রহ্মকিশোর ঝায় (দেওয়ান)



১৯১

অনুদান দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত ।
পনাইতে পানিবে না, পবনিত হবে তাত ॥
চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যাতে জনৈক সাধ ।
সে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হ'য়ে উদ্ধ হাত ॥

আত্মত্যাগ দেব

১৯২

তারা, এবার আমাবে কব পার ।
তবদে পড়েছি শ্যামা, না জানি সঁতার ॥
একে দেহ ভীর্ণ তনী, তাহে পাপে হইল ভারি,
কি ধনি, কি কনি, ভব-ভলবি অপার ॥
ভেবেছিলাম যাব কাশী, হয়ে নব কাশীবাসী,
কাম-সিকু-নীনে আসি, পশিলাম আবার ।
এ-কুল ও-কুল হানি, মান্নামাঝি নাঝি তুমি,
কালীন ভরসা কেবল কালী কর্ণধার ॥

কালিদাস ওটাচার্য

১৯৩

তনয়ে তার তারিণি !

ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হতেছি সারা,
বার বার বৃথা আর কঁদায়ে না অনিবার,
অধম সন্তানের দুঃখ নাশ, ও না দুঃখনাশিনি ॥

১২৯



শীত পদাবলী

সংসার-বাস্তবফলে ভুলিব না আর,
খাইয়া দেখেছি তাহে, কিছু নাহি স্মৃতির,
সে যে পুরিত গবনে, খাইলে কুফল ফলে,
খেনে জ্ঞানহারা হই, তোমা ভুলে নষ্ট,—
মা হ'য়ে সন্তানে কুফল দিও না জননি ॥

‘আনার’ ‘আমান’ ক’বে নষ্ট হই না অনিবার,
ইন্দ্রিয়-আদি দানা-ভুতে সকলই ভাবি আনার,
কিন্তু ‘আনি’ কোন্‌খানে, ভাবিয়ে না পাই ধ্যানের,
কোন্‌ পথে গেনে ও না, ‘আনি’ নিলে দে না ব’লে;
দীন নামে ভ্রমে আর লেগে না জননি ॥

শামলাল দাস দত্ত

১৯৪

তারিণি, ভবনোগে ব্যথিত জীবন, করি কি এখন?
কলুষ-পৈতৃক অঙ্গ করিছে দহন।
বাগনা-বাত প্রবল, টুটাইছে জ্ঞান-বল,
প্রবৃত্তি-কক্ষেতে কঠ করিছে লোভন ॥

বিষয়-কুপথ্য যত, আহাৰ করি সত্তত,
ক্রমশঃ রোগ বদ্ধিত, বিকার লক্ষণ,
আশা-রূপ-পিপাসার অস্থির করিছে আনার,
বুঝি এ বিষম দায় নাহি বিনোচন।



ভক্তের আকୂତି

মୋহ-ତନ୍ତ୍ରା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ, ପ୍ରଳାପ କୁ-ଆଳାପନ,
ମାୟା-କର୍ପ ବ୍ରମ ଭୌଷଣ, କରି ଦରଶନ ;
ତନ୍ମୟ ଅକଟିକର, ଜୀବନ ବାଧା ଦୁକର,
ବୁଦ୍ଧି ନା କାଳ-କିନ୍ଦର କରେ ଆକ୍ରମଣ ।

ଯଦି ଦୋଷ କ୍ଷମା କରି, ଏ ସମୟେ କ୍ଷେମକ୍ଷମି,
ତବ କୃପା-ଧନୁ-ହସି କର ନା ପ୍ରେରଣ ;
ତବେ ବାସ ସୁଚିନତି, ଏ ବୋମ୍ବେ ପାୟ ଅବ୍ୟାହତି,
ଅନାୟାସେ କରେ ଗତି ଶାନ୍ତି-ନିକେତନ ।

ସାମନ୍ତରାୟ

୧୯୫

କୋଥା ଗୋ ଯକ୍ଷିଣେ କାଳୀ କାଳ-ଭୟ-ନିବାରିଣୀ ?
ବାବେ ବାବେ ଏତ ଡାକି ନା, ମୟା ନାହିଁ ତ୍ରିନୋଚନୀ ॥
ଯଦି ଭକ୍ତ ଜନେ ମୁକ୍ତ ନା କରିବେ ନିନ୍ତାରିଣୀ,
(ତବେ) ଦୁଃଖିନୀ ତାମା-ନାମ, କେଉଁ ଲବେ ନା ତାରିଣୀ ॥
ଦ୍ବିଜ କେଦାରେର ଏହି ବାଣୀ, ଓମ୍ବୋ ଶିବମନୋହିନୀ,
ବାବେକ କଟାକ୍ଷ କର ନା, ମୋକ୍ଷରୂପା କାତ୍ୟାବନୀ ॥

କେଦାରନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

୧୯୬

କୋଥା ଆଛ ଓ ନା ତାରା, ଭବେର ସରଣୀ ।
ଦୁଗ ତିନାଶିନୀ ଦୁଗ ।, ଉମା କାନ୍ଦନବରଣୀ ॥



শান্ত পদাবলী

তব মানসে সম্ভব, ব্রহ্মা জনার্দন তব,
বিশ্বমাতা, নাম তব, শরণাগতপালিনী ॥

তুমি গো নিত্য প্রকৃতি, তোমাতেই সৃষ্টি স্থিতি,
তুমি বায়ু জল ক্ষিতি, অঙ্গনদল-দলনী ॥
তুমি আকাশ-প্রকাশ, তুমি গো চপলা-হাস,
প্রলয়ে না তুমি ভাস, হ'য়ে অনন্তশায়িনী ॥

গগা গঙ্গা বানাগঙ্গী, কেতু তান্না ববি শশী,
তুমি পক্ষ দিবা নিশি, মহেশী ঈশী সর্বাধী ॥
তুমি পুষ্প পবিত্র, জঙ্গম জীবসকল,
নিপু ধাতু বুদ্ধি বল, সকলি তুমি জননী ॥

মৃত জীব জ্ঞান নাই, তোমায় ভিনু ভাবি ভাই,
চন্দ্রে অস্ত্রে দিও ঠাই, না, পাই যেন পদ দু'খানি ॥

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৭

দোষ কারো নয় গো না,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ।
ঘড়্ রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে ব্যাপিল,—কাল-রূপ জল—কাল-মনোবদা ।



আমার কি হবে তারিণি, ত্রিগুণধারিণি !
 বিগুণ করেছি স্বগুণে ;
 কিসে এ বারি নিবারি,
 ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে,
 বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
 জীবনে জীবন নাহি হয় বক্ষে,
 তবে তবি,—চরণ-তরী দিলে ক্ষেমকরি, করি' কমা ॥*

দাশরথি রায়

১৯৮

আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন আছে ?
 তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হনের কাছে ॥
 ও চরণ-উদ্ধারের না, আর কি কোন উপায় আছে ?
 এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥
 যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে ?
 ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হ'লে, শিব (ও পদ) বাঁধা রাখিগাছে ॥
 বাপের ধনে বেটার স্বহ, কাহার বা কোথা ঘুচেছে ।
 রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র ব'লে আমায় নিবংশী করেছে ॥

রামপ্রসাদ সেন

* জীবনে জীবন কেমনে হয় না বক্ষে,
 আছি তোর অপিক্ষে, দে না নুষ্টি তিক্ষে
 কটাক্ষেতে ক'রে পার ।



১৯৯

কিহবে করুণাময়ী, ধন দিবে না কি ধন আছে !
যে বা ধন তোব রাক্ষা চরণ, তা'ও বাঁধা হরের কাছে ।
যদি পাই না যোগে যোগে, বিষ খেলে শিব আছেন জেগে,
ঘুম নাই তাঁর ধনের লেগে, ঘুমেবে ঘুম পাড়ায়েছে ॥

নবচন্দ্র রায় (কুমার)

২০০

অভয় পদ সব লুটিলে,
কিছু রাখেন না না তনব ব'লে ॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে না, শিশুখেলিবে মায়েব স্থলে ।
তোমার পিতামাতা যেমন দাতা, তেমনি দাতা আশায় হ'লে ॥
ভাঁড়ার জিন্সা ধান কাছে না, সে-জন তোমার পদতলে ।
ঐ যে ভাং খেলে শিব মশাই মত্ত, কেবল ভুট্টে বিশ্বদলে ॥
জন্ম-জন্মান্তরেতে না, কত দুঃখ আমার দিলে ।
রামপ্রসাদ বলে, এবার মোলে ডাক্ব সর্বনাশী ব'লে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২০১

আমার দেও না তবিলদাবী,
আনি নিমক্‌হাবান নই শকবী ।
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আনি সহিতে নারি ॥



ভাঁড়ার জিন্মা যার কাছে না, সে যে ভোনা ত্রিপুরারি ।
 শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিন্মা রাখ তাঁরি ॥
 অন্ধ-অন্ধ জামগির—মাগো, তবু শিবের মাইনে তারি ।
 আমি বিনা-মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধুলার অবিকারী ॥
 যদি তোমান বাপের ধান ধর, তবে বটে আমি হারি ।
 যদি আমার বাপের ধান ধর, তবে তো না পেতে পারি ॥
 প্রসাদ বলে, এমন বাপের* বানাই ল'বে আমি মরি ।
 ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি ॥

রামপ্রসাদ সেন

২০২

কর্ণদোষে জন্মভূমে এসে, বিঘ্ন-বিঘ্নে অন্ধ ভরভর ।
 মগ্ন বিপদে, উপায় বলে দে, দুর্গা না রক্ষিণী বলা কব ।
 ব্রহ্মকপা, ব্রহ্মনখী, ব্রহ্ম সনাতনী ।
 ও মা, গোবীকপা ত্রিপুরত্রী, ভগৎকপা ভগদাত্রী,
 সারিত্রী পায়ত্রী গীত্ৰা, গণেশ-জননী ।
 অপর্ণা পার্বতী দুর্গা, আপদ-উদ্ধারিণী, ও মা আপদ-উদ্ধারিণী !
 শুনি, দুবস্ত কৃতান্ত-ভয়ে দুর্গা বউ কে রাখতে পারে ।
 দুর্গে, ভোর দুর্গা-নামে দুঃখ নিবানে ;
 তাইতো বিপদকালে ডাকি না তোবে ।
 ও মা কৃপা কব কাতরে ।

* এমন পদের ।



ନୀଳ ପଲ୍ଲବିନୀ

ସମେ ନାଦେ ଭୁଲେ ହସ, ସମେ କଳେ ଗାୟା ଡୋର,
 ତର ତର ଭୁଲେ, ଓ ଯା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଓ ଯା,
 ଶୁଣେ କି ଅନଳେ ବାଜେ, ଝୁଲୁ ଗଳି ବହୁ ଘାଣେ,
 କା ଚିହ୍ନା ସବଧେ ନୟେ, ଦୁର୍ଗା-ଗାନ ଗିଲେ ।
 ଡୁଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ସେମେ ଚରଣ ପାରେ ।
 ଅଶ୍ରୁତ ଆଶ୍ରୁ ନିଶାତ, ବିଷ ସେମେ ବିଷ୍ଣୁଗାନ
 କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଅନୁପମ ଗାନ ;
 ଲାକ୍ଷ୍ମୀ ବିଗ୍ରହ ଶାନ୍ତାୟ ବାଜୁନ ଗାୟା
 ଦୁର୍ଗା-ଗାନ ଗାନେ କରେ ।

ପାର୍ବତୀଚରଣ ବଳ୍ୟାଜୀଶାସ

୨୦୬

ଅକ୍ଷୟ, କଳ୍ୟାଣ କର, କିନ୍ତୁ କେନ ବଞ୍ଚଣା ।
 କାଳିନୀ ପ୍ରକାଶେ କାଳୀ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କଳ୍ପଣା ।
 ଅତି ଅଶ୍ରୁତ ଶାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାନ୍ତ,
 ଅତି ଶାନ୍ତ-ଶାନ୍ତ, ଅତି ଶାନ୍ତ-ଶାନ୍ତ ।
 ଶୋକେ ଶୋକିନୀ ଶତ, କଳେ କାହାଣୀ ବୁଝ,
 ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବନ, ଶୁଭାଶ୍ରମ ଶୁଭ-ଭାବଣା ।
 ଶୁଭ ନିଶ୍ଚୟ ବନ, ବନାଶ୍ରମ ଶେଷାଶ୍ରମ,
 ଶେଷାଶ୍ରମ ଶେଷାଶ୍ରମ, ଶେଷାଶ୍ରମ ଶେଷାଶ୍ରମ ॥

ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷାଳୟ ବହୁ ଶକ୍ତି



୨୦୪

କରୁଣା, କୁରୁ ବେ କରୁଣା ।

କରୁଣା-ମାନେ କରୁଣାମୟୀ, କୃପଣତା ବନ୍ଦୋ ନା ।

ଯାତ୍ରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ବ'ନେ, ଯୁଗାନ୍ତର କୁଗାତ୍ରା କଲେ,

ତବେ ତୋମାର ଦୁର୍ଗା ବ'ନେ, କେଉଁ ସାର ତାରା ଡାକୁବେ ନା ।

ବେଦାଗମେ ଏହି ଗୁଣି, ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାଭିନାଶିନୀ,

ଓ ମା ସିଂହନେ ସିଂହବାହିନୀ, ଯୁଦ୍ଧାଓ ଜାଗେର ଯନ୍ତ୍ରଣା ।

କାଳୀମହେ କାଳ ଡଳେ, କମଳେ କାରିନୀ ହ'ନେ,

ନାନା ରୂପ ଦେଖାଉଲେ, କ'ଣେ କାନ୍ତ ଡଳନ୍ତା ।

ଦ୍ଵିଜ କିଶୋର ତୋମାର ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ର ରେ ସାର ନୟ ନା ଶକ୍ତ,

ଯୁଦ୍ଧାଓ ପୁତ୍ରର କର୍ମଗୁରୁ, ଶକ୍ତ ଯେନ ହାସେ ନା ॥

କିଶୋରୀଚୋରନ ଶକ୍ତ

୨୦୫

ଦୁର୍ଗା ତୋମାର ଦୁର୍ଗାଲୀସେ ଦୁର୍ଗାବେତେ ଯତ୍ନର ଯେକୋ ।

କ'ଣେ ଯଦା ସହାୟା ପଦ-ଡାନ୍ତା ଲିଖେ ବେଦ୍ୟା ।

ଶକ୍ତେ ପଡ଼ିଯେ ସର୍ବନ, ତାରିବ ଶ୍ରୀଅଭୟଚରଣ,

ଅଭୟଦାତ୍ରୀ ହ'ଣେ ଉର୍ବର ଗାଈଡ଼: ଗାଈଡ଼: ବ'ନେ ଡେକୋ ।

ଗୌରବ କରି ଲୋକେର କାଢ଼େ, ନା ଆମାର ସ୍ଵର୍ଗକ ଆଡ଼େ,

ସେ ଗର୍ବ ହୟ ଶର୍ବ ପାଡ଼େ, ଏହି ବଡ଼ ହୟ ଗର୍ବେର ଦୁଃଖ ।

ଦ୍ଵିଜ ଶତ୍ରୁଚନ୍ଦ୍ର ଭାବେ, ଶିବେର ବାକା ବେଦ୍ୟା ଶିବେ,

ମାନସ ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୟ ନା ତବେ, କାନକେ କ'ଣେ ବାବ ଡେକୋ ।

ଶତ୍ରୁଚନ୍ଦ୍ର ବାବ (କବୀର)



জবা যোগেন্দ্রজায়া, মহানামা মহিমা অসীম তোমার।
 একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে যে ডাকে না তোমার,
 তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার।
 না, তাই শুনে এ ভবের কূলে,
 দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে বিপদকালে
 ডাকি, দুর্গা কোথায় না, দুর্গা কোথায় না ;
 তবু সন্তানের মুখ চাইলে না না,
 আনায় দয়া কোরলে না না,
 পাষণে প্রাণ বাঁধনি উনা, মায়েন ধর্ম এই কি না ?
 অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে,
 আপনিও কুমাত্রা হ'লে—আনার কপালে।
 তোমার জন্ম যেমনি পাষণ-কূলে,
 ধর্ম তেমনি রেখেছ।
 দয়ামণী, আজ আনায় দয়া কোরবে কি না,
 কোন্ কালে বা কবে তুমি দয়া ক'বেছ।
 জানি তোমার চরণ সাধন করি
 ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী ;
 দেখ, সকল ফেলে, স্বীবোদজনে ভাসলেন শ্রীহরি।
 আবার শূন্য ক'রে সোনার কাশী, ওগো শ্যামা সর্বনাশী,
 শিবকে ক'রে শ্মশানবাদী, সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।
 নাম কেবল করুণাময়ী, করুণাশূন্য হয়েছ।



মা ! তুমি দক্ষ-রাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি,
 যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেবি নয়নে;
 শিব-বিহনে, শিব-অপমানে,
 মা সেই অভিমানে,
 এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি, দক্ষ রাজার নিদয় হলি—
 আপনি মলি, ত্রাবেও মেলি,
 পিতার দুঃখ ভাবলি নে।
 তখন যার অপমান শুনে কানে,
 প্রাণ ত্যেজেছ বিষাদ মনে—দক্ষ-ভবনে,
 আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে
 তার বুক পা দিমেছ।
 তুমি তার', তার' তার', না তার' না তার',
 আপনার গুণে তববো;
 দুর্গা-নাম-তরী, মস্তকেতে করি,
 যতন করিয়ে রাখবো।
 আমার অস্তে শমন এলে, অঙ্গপা ফুরালে,
 দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকবো।
 মা, অস'ধ্য তোমার সাধন, কোবলে সাধন,
 কেবল তব নিধন হ'তে হয়।
 একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
 তারা তোমার ধারা তো মারের ধারা নয়।
 মা, রাবণরাজা অস্তিমকালে, রঘুনাথের রণস্থলে,
 দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে;



শাক্ত পদাবলী

তবু তার পানে কিবে চাইনি নে, তার দুঃখ ভাবনি নে,
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী, নিদ্রা হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি দিতেও কারে রাখনি নে ॥

আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজাতো জয় কালীর ডকা—অতি তেজ ডকা,
আবার ছল ক'রে তার সোনার লকা
দগ্ধ ক'রে এসেছ।

দয়াময়ী মাগো,
কোনকালে বা কারে তুমি দয়া কবেছ?

এণ্টনি সাহেব

২০৭

ঐ নমামি পরাংপরা পত্তিতপাবনী ।
কাতন কিঙ্করে ছেব হননোত্তিনী ।
কঙ্কালী, কঙ্কণাময়ী, কুনকুণ্ডলিনী ইমি,
গিনিজা গণেশ-জননী (মাগো) ।
ঐ হি শক্তি, ঐ হি মুক্তি, বলুঘনাশিনী ।
শিবসীমন্তিনী, শিবাকান মকোপনে,
মহাকাল সমিভানে, আনন্দে বিহারিণী ।
অভয়া অপরাজিতা কালবারিণী ।
অকুল ভব-সংসারে, তার ভাবা কৃপা ক'রে ।
গতি নাহি তোমা বিনা আর মাগো ।
পদ-তরী দেহ, তরি নহেশনোহিনী ।

দর্পনারায়ণ কবিরাজ



২০৮

বাঁধা-ফনদাত্রী, ভূধাত্রী, ব্রহ্মাণ্ডের কত্রী আপনি ।
 ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মবন্ধুবাসিনী ।
 হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যাবা সব, তাদের নিবাকার তুমি ব্রহ্ম,
 না তুমি ধর্মার্থ, তাবা কি ধর্ম জানে তার ;
 হয় যে-মস্ত্রে যে জন দীক্ষক, সেই মন্ত্র তারি পক্ষে,
 হে দুর্গে, আমি এই ভিক্ষে চাই—
 যেন ভক্তি থাকে তোমার নান্দা পায়,
 আনন্দ মুক্তি-পদেতে কাঁচ নাই ;
 আমি শুনেছি শিব-উক্তি, সেবিব শিব-শক্তি,
 কোনেছি মনে মনে যুক্তি তাই ।
 ভবেন ভাব্য মন, শিবেন সেব্য চরণ,
 যেন জন্ম-জন্মাত্মবে পাই ॥
 চন্দনাক্ত নভঃস্বা ল'য়ে,
 কোনে শ্রীমস্ত্রে অভিষিক্ত, ডাহুবী জননুভু,
 দিব আরক্ত পদদ্বয়ে ।
 বলে নিব্বাণে কি আর হবে, বিজ্ঞান দেখি না শিবে,
 সত্ত্বানে এই ভবে আমি যাই ।
 ও না অলসনাশনা, বসনার বাসনা,
 ঘোষণার ঘুঘি তব নাম ;
 ও না শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,
 দুর্গা বোলে ডাকি অবিশ্রাম ।
 ধর্মার্থ কান মোক্ষ উপেক্ষ, দুর্গা-নাম উপলক্ষ যার—



শাক্ত পদাবলী

নিত্য বেই জন, সত্য-আচরণ,
 তীখ-পর্যটন কি কার্য্য তার।
 গয়া গঙ্গা ব্রহ্ম বারাহসী,
 হয় ভ্রমণে ভ্রমতীর্থ, কাবেনী কুরুক্ষেত্র,
 এই পদে যত তীর্থবাসি।
 স্মরণ করিয়ে তব, মূর্খিয়ে নমনতাবা,
 বদনে তাবা তাবা ওখ গাই।

নৌলু ঠাকুরের দলে গীত

২০৯

জননি, পদপঙ্কজ দেহি শব্দগাথাত ডনে
 কৃপাবলোকনে তারিণি।
 তপন-তনয়-ভগচয়-বারিণি !
 প্রণবকপিণী সান্না, কৃপানাম-দান্য তাবা,
 ভব-পারাবাব-ভবণী।
 সত্ত্বা নিৰ্ভুগা মূলা, সূক্ষ্মা মূলা হীনা মূলা,
 মূলাধার অমন কমনবাসিনী ॥
 আগমনিগ্নাতীতা, খিল নাতা খিল পিতা,
 পুরুষ-প্রকৃতিকপিণী।
 হংসরূপে সর্বভূতে, বিহবদি শৈলভূতে,
 উৎপত্তি প্রনয় দ্বিতি, ত্রিধাকারিণী ॥



সুখায় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে ভুজিত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল-কূপে নজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার বিকল জ্ঞানি ॥

রামপ্রসাদ সেন

২১০

কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার ?
তুমি গো অগ্নিলেশ্বরী, সকলি যে না তোমার ॥
করি নানা আকিঞ্চন, কবেছি যে আয়োজন,
দেখছি ভেবে, তাতে আমার নাইন্ত কোন অধিকার ।
(ও না) যে সকল নিজস্ব ভাবা কেবলি মনের বিকার ॥
তোমার বস্তু তোমার দিয়ে তুষ্ট হ'তে চাব না মন,
তাই না তাবা, ভেবে শাবা, কি দিয়ে পূজি গ্রীচনণ ।
না—না, ভক্তি আছে আমার, তাই দিব না উপহাস ।
প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব,
কি যে হিত, আর কি যে অহিত, আমি কিবা বুঝি তার ॥
তুমি মঙ্গলকাপিণী, বিশ্ব-হিত-বিধায়িনী,
যা ভাল হয়, তাই কবো না, তোমার পদে দিলান ভার ।
(আর) আমার কথা শুনে যদি,
তবে ঘুচাও মনের অন্ধকার ॥

ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ



২১১

আমায় দে মা পাগল ক'বে (বুদ্ধময়ী) !
আব কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে ॥
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কব নাভোদারা,
ও না ভক্ত-চিত্তহনা, ডুবাও প্রেমসাগরে ॥
তোমার এ পাগল-পারদে, কেহ হাসে, কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ-ভরে ।

ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ও না প্রেমের ভয়ে অট্টেতন্য,
হায়, কবে হব মা ধনা, (ও মা) বিশেষে তার ভিতরে ।
স্বপ্নোত্তে পাগলের মেলা, যেনন গুরু তেননি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝে পারে ।
তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ও মা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কব মা ধনী, কাক্সান প্রেমদাসেবে ॥

ত্রৈলোক্যনাথ শান্যান

২১২

এবার যাব গো পাগল হ'বে ।
আমার ভবের আগুন জ্বলছে মাথায়,
আন কতদিন থাকবো স'য়ে !
কামিনী কাক্সনে তারা,
(আমায়) কবেছে গো আশ্রহার,
আনি খেটে খেটে হলেন সারা,
ভূতের বোঝা মাথায় ব'বে ।



(ওমা) বই কটে যদি চিত্ত,
 তোমাত্তে হয় সমাহিত,
 (তথায়) স্থির ভাবে থাকে না ত—
 ক্ষিপ্ত হয় মা বিষয় ল'য়ে।
 (ওমা) কাঞ্চাল দাস কাতরে ভণে,
 ও তারি আন কেহ নাই ত্রিভুবনে,
 তারি নিবেদন মা ওই চরণে,
 যেন জনের মতন যায় না বয়ে।

বীরেশ্বর চক্রবর্তী

২১৩

এমন দিন কি হবে তান্না,
 যবে তান্না তান্না ব'লে, তান্না বেয়ে* পড়বে ধান্না ॥
 হৃদি-পদ্ম উঠবে কুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
 তখন ধনাতলে পড়বো লুটে, তান্না ব'লে হয় সান্না ॥
 তাজিবি সব ভেদাভেদ, যুচে যাবে মনের খেদ।
 ওরে শত শত সত্য বেদ, তান্না আমার নিবাকান্না ॥
 শ্রীনিবাসপ্রসাদে রটে, মা বিনাজে সর্ব্ব ঘটে।
 ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাঝে, তিনিরে তিনির-হরা ॥

কাননপ্রসাদ সেন

* দ্ নয়নে।



কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে !
 অহং-তব দূরে যাবে সংসার-বাসনা-মনে ।
 উপেক্ষিয়ে মহত্ত্ব, তাজি চতুর্বিংশ তব,
 সর্বত্বাতীত তব, দেখি আপনে আপনে ।
 জ্ঞানতব কিনাতবে, পননাত্মা আত্ম-তবে,
 তব হবে পদ-তবে, কুণ্ডলিনী জাগরণে ।
 শীতল হবে প্রাণ, অপানে পাইব প্রাণ,
 সমান উদান বান ঐক্য হবে সংযমনে ।
 কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ !
 পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ বঞ্চনা করি কেননে ।
 করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবনোগ,
 দূরে যাবে অন্য কোভ, ক্ষণিত সুখান সনে ।
 মূলধানে বসানে, ঘড়্দল ল'য়ে ডাঁড়নে,
 মণিপূরে ছত্ৰাশনে, মিলাইবে সমীরণে ।
 কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হেবি নিস্তার,
 পান হবে ব্রহ্মদার, শক্তি-আরাধনে ।*

নন্দকুমার রায় (দেওয়ান)

* কোনও কোনও মঙ্গীত-পুস্তকে এই গানটি মহারাজ নন্দকুমারের রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে ।



২১৫

হবে কবে সেদিন ভবে—

ব্রহ্মসমীর ব্রহ্মানন্দে বিভ্রান হৃদয় যবে ॥
প্রাণ মাতিবে প্রেমসসে, মন চানিবে ভক্তিবশে ।
মায়াভ্রান্তি যচে শেষে, পার বিনেক-বৈভবে ॥
নয়নে হেবির তান্না, বদনে বলিব তান্না,
নৃসিংহের জীবন-বান্না, তান্না নামে মিশে যাবে ॥

নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য্য

২১৬

অতি দুর্নানায়া তান্না ত্রিগুণা-বজ্জ্বলপিণী ।
না সরে নিঃশ্বাস-পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥
চনকিত কি কুহক, অজিত এ তিন লোক ।
অহংবাদী জানী দেখে তনোবডোতে ব্যাপিনী ॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সটৈচতন্য নহে কেহ,

শকর প্রভৃতি পদ্মযোনি ।

দিয়া সত্তা জ্ঞানানুবোধ, কন দুর্গে দুর্গতি বোধ,
এবার জননের শোধ, না ব'লে ডাকি জননী ॥

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজ)

২১৭

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে !

অনন্ত যাহারি অন্ত না পায় ধানে ॥



শাক্ত পদাবলী

বাঞ্ছন-অগোচর নিরূপণ নাহি যাব,
 বোঝে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে ।
 না কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
 পশুাদি কীট-পতঙ্গ না ভ্রমে অচেতনে ॥
 সুবাস্তব কিণুব, গন্ধর্ব্ব অঙ্গসব নন,
 মান্য মুক্ত চরাচর কেবা সচেতনে ॥
 আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ব্রাহ্ম,
 অচিন্ত্য পবন তব মা অব্যক্ত ভুবনে ॥
 চিন্ময়ী হ'য়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য,
 যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে ।

শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজ)

২১৮

হয়ে মা তুমি গিরীন্দ্র-বালিকা, কোথা হবে মাগো ভুবনপালিকা,
 তা না হ'য়ে আত্ম-ব্রহ্মমাণিকা, কান কানে খন কৃপাণধরা ।
 কোথা মা নন্দন বরণ তোমার, এ যে দেখি ঘন জলদ-আকান,
 কনান বদনে বিঘন চন্দান, পদ-ভরে কনে টেলমল ধরা ।
 ধক্ ধক্ নড়ি ফলিছে নয়নে, ওক্ ওক্ নড়ি ঝলিছে বদনে,
 লক্ লক্ চিহ্না নড়িছে সম্মুখে, সমরে মেতেছে —
 জগত্তজননি ! দেখ একবার, বসন্তনে যাব জগন্ত তোমার,
 সহে না ব্যস্তকি শ্রীচরণ-ভার, ফাস্ত হও মাগো, হয়ো না অধীরা ।

হরিনমোহন রায়



২১৯

বাজবে গো মহেশের হৃদে, আর নাচিস্ নে কেপা নাগী ।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছে মহাযোগী ॥
যে দেখি তোর চরণের ছোব, নাচলে শিবের ভাস্করে পাঁজর ।
বিমথেকো শিব নয় গো সজ্ঞান, তোর লাগি ওন মন বিনাগী ॥
খেঁয়ে গবল হব নাই মনন, শিব ছল ক'রে মুদেছে মনন ।
কপট* মনন কর্ভে সাধন, ও চরণ তোর পানার লাগি ॥
ভাঙ খেঁয়ে ভাস্করের মতি, শিব হ'নে আছে শবাকৃতি ।
দীন রানপ্রসাদ কয়, এই মিনতি, নেবে নাচ না শিব-সোহাগী ॥

রানপ্রসাদ সেন

২২০

হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে ।
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীনাথাবে বাসে ল'য়ে ।
নর-কর কাঁটি বেড়া, খুলে পর মা পীতবড়া,
মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ থুবে ।
তাজি নর-শিরমালা, পর গলে বনমালা,
একবার কালী ছেড়ে হও মা কান্ধা,
ওগো ও পাষণের মেয়ে ।

* ফাঁকির ।



শান্ত পদাবলী

হৃৎ-কমলে কাল শশী, আমি দেখতে বড় ভালবাসি,
একবার ত্যাগে অসি, ধব মা বাঁশী,
ভক্ত-বাধা পূবাইয়ে।

এবাই ময়না

২২১

যশোদা নাচাতো গো মা ক'লে নীলমণি,
সে বেশ লুকানে কোথা কবালবদনী?
একবার নাচ গো শ্যামা,—

হাসি বাঁশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে, বনমালা প'রে,
অসি ছেড়ে বাঁশী নয়ে, আড়-নয়নে চেয়ে চেয়ে,
প্রভমতি নাগায় দুপুক,
যশোদার সাজানো বেশে, অলকা-আবৃত্ত মুখে,
অষ্ট নানিকা, অষ্ট সখী হোক,

যেমন ক'লে বাসন গুলে নেচেছিনি,
হৃদি-বৃন্দাবন-মালো, ললিত ত্রিভঙ্গ-ঠানে,
চরণে চরণ দিয়ে, গোপী'র মন-ভুলানো বেশে,
হেমনি হেমনি হেমনি ক'লে,
(দেখে নয়ন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে;
তো'র শিব বলদাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর বজ্রতগিরি)
একবার বাজা গো মা—সেই মোহন বেণু,
যে বেণু-ববে ধেনু ফিরাতিস্, যে বেণু-ববে যমুনায় উজান ধনিত;
বাজুক তো'র বেণু বলায়ে'র শিঙ্গে।



শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা ;
তা খেইয়া তা খেইয়া, তা তা খেই খেই বাজত নুপুর-ধ্বনি ।
শুন্তে পেয়ে, আস্তো ধেরে বুজেন বমণী ॥ (গো মা)
গগনে বেলা বাড়িত, বাণী ব্যাকুল হইত ;
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সন ননী ।
এলাইয়ে চাঁচন কেশ বাণী নৈবে দিত বেণী ॥

রামপ্রসাদ সেন

২২২

কর কর নৃত্য নৃত্যকালী, একবার মন-সাধে,
রণক্ষেত্রে—মা ! মোর হৃদয়-মারো ।
দেহের ভেদী চ-জন কু-জন,
এবা বাদী ভজন-পূজন-কাজে ।
জ্ঞান-অসিত্তে তান কর ভেদন,
নিবেদন—চরণ-সরোজে,
আগে বধ ব্রহ্মরসি, মোর কুমতি-বক্তবীজে,
ও তোব ভক্ত দাশনথি,
অনুবক্ত হয় ই পদাবুজে ॥

দাশরথি কায়

২২৩

কর গো দক্ষিণে কালী আমার হৃদয়ে বাস ।
চতুর্দলে শঙ্কু-সহ পূনাও মন-অভিলাষ ॥



শাক্ত পদাবলী

তুমি ত মা জগদ্ধাত্রী, ত্রাণ কর ত্রাণকত্রী,
মুক্তিপদ-প্রদায়িনী, ধূচাও আমার ভবের ত্রাস।
যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্ণচন্দ্র,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃত্তিবাস ॥
তব দ্বান হয় না কেন, কুসঙ্গে নবীনের মজিল মন,
তবদান ওগো তাবা, শ্রীচরণে কন দাস ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

২২৪

শুশান ভানবাসিস্ ব'লে, শুশান করেছি হৃদি ;
শুশানবাসিনী শ্যামা নাচুরি ব'লে নিনবধি ॥

আর কোন সাধ নাই মা চিত্তে,
চিত্তার আগুন ঘনছে চিত্তে,
ও মা, চিত্তা-ভস্ম চানি ভিত্তে,
বেখেছি মা আগিস্ যদি ॥

বৃত্তোজয় মহাকালে, রাখিয়ে মা পদ-তলে,
নেচে আয় মা তালে তানে, হেরি আমি নয়ন মুদি' ॥

বামলাল দাসদত্ত

২২৫

নাচ গো আনন্দময়ী নন হৃদয়-মাঝার।
তুমি তো শুশানপ্রিয়—শুশান হৃদয় আমার ॥



ভক্তের আকৃতি

স্বজন-বিয়োগ-চিত্তে, হলে সদা এই চিত্তে,
শোক-তাপ-দুখে আছে অবিরত অঙ্ককার ।
তুনি বিবাজিত যথা, অঁধার থাকে না তথা,
তাই বলি এ শূশানে, এস, নাচ একবার ॥

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহানাজ)

২২৬

শূশান তো ভালবাসিগু মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি ?
এত বড় বিকট শূশান এ জগতে কোথা পেলি ?
দেখুয়ে হেথা কি হয়েছে,
ত্রিশ কোটি শব প'ড়ে আছে,
কত ভূত বেতাল নাচে, বসে ভসে করে কেলি ।
ভূত পিশাচ ভাল বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেকপাল, এটা ধবি, ওটা ফেলি ।
আয় না হেথা নাচুবি শ্যামা,
শব হবে শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজবে দামা,
দেখুবে জগৎ নয়ন মেলি ।

অশ্বিনীকুমার দত্ত



কোলে তুলে নে মা কারী,
কালের কোলে দিস্ নে ফেলে !
বড় ছালায় ফন্দি যে মা,
যেতে দে ছয় কারী বোলে ॥
কাদতে ভবে পাড়িয়েছিলি,
কেঁদে কারী ছানান কারি।
আমান ইহকালের মান মিনেছে,
বাগিগ্ পায়ে পবকালে ॥

অহলকৃষ্ণ মিত্র

অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা, কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।
যা ছিল, সকলই গেছে, নিচ্ছে শুধু ঘুরে মরি।
ভরা হাতের হেটো যাবা,
একে একে গেছে তাবা,
অনি কৰ্ম-দোষে বইনু ব'সে পাপের বোঝা শিরে ধ'নি।
রবি যে বসেছে পাটে,
আনি কি করি এ ভাঙ্গা হাটে,
নে মা কোলে তুলে অভাগারে, দে মা তোর ঐ চরণ-তরী।

অনুতলাল বসু



২২৯

কালী এই ক'বো কাল এনে—

কাল পেয়ে কাল বেদবে যখন, দেখা দিও হৃদ্-কমলে ॥

গুরু-দত্ত ধন যেন আনাব মন,

শমন দেখে না যায় ভুলে ।

তানাদাস বলে, অশ্রু গঙ্গাজলে,

জিহ্বা যেন কালী কালী বলে ॥

অজ্ঞাত

২৩০

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ না বলি ।

অস্তিমকালে জিহ্বা যেন ব'ল্বেতে পায় না কালী কালী ॥

হৃদয়-মাঝে উদয় হ'সো না, যখন কব্বে অন্তর্জলী ।

তখন আমি মনে মনে, তুন্ব ভবা বনে বনে,

নিশা'য়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥

অর্দ্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ-অঙ্গ থাকবে স্থলে,

কেহ বা লিপিরে ভানে, কালী-নামাবলী—

কেহু বা কর্ণকুহরে ব'ল্বে কালী উচৈচঃস্বরে,

কেহ ব'ল্বে হবে হবে, করে কবে দিয়ে তালি ॥

দাশবধি রায়



মন যদি মোর ভুলে,
তবে বানির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে ।
এ দেহ আপনার নয় বিপুল-সঙ্গে চলে,
যান্ রে ভোলা* ছপেন মানা, ভাগি† গজাছলে ।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা-প্রতি বলে—
'আনার ইষ্ট-প্রতি দৃষ্টি খানো, কি আছে কপালে' ॥

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)

* মহারাজ রামকৃষ্ণের ভৃত্যের নাম ছিল ভোলা ।

† ভাগাই ।



মনোদীক্ষা

২৩২

কালী-পদ-আকাশেতে মন-ঘুড়িখান্ উড়তে ছিল,
কনুঘেন কুবাতাস পেয়ে, গোঁড়া খেয়ে প'ড়ে গেল।
মায়া-কান্না হ'ল ভারি, আর আনি উঠাতে নারি,
দাবা-সুত কলেন দড়ি, ফাঁসি লেগে সে ফেসে গেল।
জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ভিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে,
মাথা নোই, সে আর কি উড়ে? মল্লেন ছ'জন জয়ী হ'লো।
ভক্তি-ভোনে ছিল বাঁবা, পেতে এসে লাগলো ধাঁধাঁ,
নরেশচন্দ্রের কাঁদা-হাসা, না আসা এক ছিল ভাল।

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২৩৩

সাধেন যুনে দুম ভাঙ্গে না।

ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা ॥

এই যে স্বপ্নের নিশি, জেনেছ কি ভাব হবে না?

ভোমান কোলেতে কামনা-কাটা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥

আশান চাদন দিয়াছ গাম, মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না।

আচ্ছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, বজ্রক-ধনে তাই কাচ না ॥

খেয়েছ বিষম-মদ, সে মদেন কি ঘোব ঘোচে না?

আচ্ছ দিবানিশি মাতাল হ'বে, ভ্রমেও কালী বল না ॥



শান্ত পদাবলী

অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না ।

তোর ঘুমে মহা-ঘুম আসিবে, ডাকিলে আর চেতনা পাবে না ॥

বামপ্রসাদ সেন

২৩৪

মন কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে নার !

ভুলে মূল হাবাবে পাছে, মূলেবি সন্ধান কর ॥

ভাই বন্ধু দাবা সূত, পরিজন আছে যত,
বাঁকে অতি ভালবাস, সে-কপ ভাব মাযের ॥

নিভা বস্তু পদমাণু, যাব চয়ে হয় তনু ;
সংযোগ হইলে স্বপ্ন, ভেবে দেখ কেবা কার ।

শ্রীকামদুলালে বটে, সদা ফেরে মাঠে ঘাটে,
শ্রদ্ধাঙ্গী সর্বঘণ্টে, ভাব তুমি সেই সার ॥

কামদুলান নন্দী (দেওয়ান)

২৩৫

মন, কালে কালে কাল গেল, কাল কবে আসিবে ।

কালী ব'লে না ডাকিলে, কাল কিসে জিনিবে ?

মন, তুমি হ'য়ে কাল, ধোয়াইলে পরকাল,

আইলে দারুণ কাল, কাল কিসে জিনিবে ?

বিশ্ব কালিদাস



২৩৬

বুঝা না মন বুঝাইলে, পরমার্থ না চিন্তিলে,
 দিনান্তে মনের ভাণ্ডে, কানী বলে না ডাকিলে।
 জঠরস্থ ছিলে যোগী, জন্মনাত্র কর্ত্ত-ভোগী,
 শ্যামা-নামানুভূত-ভোগী, বিষয়-সম্ভোগী হ'লে।
 অকিঞ্চনের সম্মতি, তাদ্র কামাদি সংচতি,
 ছয় জনান ছয় বীতি, সম্প্রতি ভোগায় মজ্জালে।
 ইন্দ্রিয়-বলে ইন্দ্রিয় পেয়ে হর্যচ উন্মত্ত,
 প'ড়ে রবে সে ইন্দ্রিয়, দশোন্দিয় অবশ হ'লে ॥

নয়নাথ রায় (মেওয়ান)

২৩৭

'ও মন, তোর ভ্রম গেল না।
 পেয়ে শক্তি-তত্ত্ব হলি মত্ত,
 হরি-হর তোর এক হ'লো না।
 বৃন্দাবন আর কাশীধামের
 মূল কথা মনে বোঝা না ;
 কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে
 ক'রে আত্ম-প্রতারণা।
 অসি-বাঁশীর মর্দ বুরে
 (ভোগার) কল্প কবা আর হ'লো না।



যমুনা আর জাহ্নবীকে
একভাবে মনে ভাব না ।
প্রসাদ বলে, গগুগোলে
এ যে কপট উপাসনা ।

(ভূমি) শ্যাম-শ্যামাকে পুণ্ড্র কর,
চক্ষু থাকতে হ'লে কাণা ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৩৮

মন, কি কর তব তারে ।

ওন উন্মত্ত, ঐশ্বর্য ধরে ॥

সে যে ভাবেন নিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধ্বংসে পারে ?
মন, অগ্রে শশী* বশীভূত কন ত্রোমান শক্তি-সারে ।
ওবে কোঠান ভিতর চোব-বুঠনী, ভোব হ'লে সে লুকাবে রে ॥
ঘড়-দর্শনে দর্শন পেলেন না, -প্রম-নিগম তত্ত্বমানে ।
সে যে ভক্তিবর্সেন বসিক, সদানন্দে বিনাস করে পূনে † ॥
সে ভাব-নোভে পনন যোগী যোগ করে যুগ-যুগান্তরে ।
হ'লে ভাবের উদয় লব সে যেনন নোছাকে চুম্বকে ধরে ॥
প্রসাদ বলে, নাকুভাবে আমি তব কবি যারে ।
সোটা চাতলে কি ভাববো ছাড়ি, নুন্ম নে মন ঠাবে-ঠোরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

* শশী—কাম ।

† পূনে—স্বাভাব ।



মন, তোমার এই ব্রম গেল না ।

কালী কেমন, তাই চেয়ে দেখলে না ॥

ওবে, ত্রিভুনন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি তাই জান না ?

মার্কিন মূর্তি গড়িয়ে মন কবতে চাও তাঁর উপাসনা ॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত বহু সোনা ।

ওবে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা ?

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে না কুমধুর খাদ্য নানা ।

ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়

দালোচাল আর বুট-ভিজানা ?

জগৎকে পালিচ্ছেন যে না সাদরে তাই জান না ।

ওবে কেমনে দিতে চাস্ বলি মেঘ মহিষ আর ছাগল-ছানা ?

প্রসাদ বলে, ভক্তি-মন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা ।

তুনি লোক-দেখানো করবে পূজা,

মা তো আমার ঘুস খাবে না ॥

রামপ্রসাদ সেন

মন, ভে'ব নাহে

ডুবে ভব-নীরে,

ভব-ভাবিনীরে ভাব রে ।

না ব'লে ভাষিবে,

অমনি ভাসিবে,

অশিবে নাশিবে শিবে রে ॥



প্রসাদ বলে চাক নোল, কাছ কি রে তোর সে বাছনে?
তুমি 'জয় কালী' বলি দেও কবতালি.

মনে বার সেই শ্রীচরণে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪২

ভাব না কালী, ভাবনা কিনা ।

ওরে মোহমর্গী বাত্রিগতা, সম্প্রতি প্রকাশে দিনা

অকণ-উদয়-কাল, ঘুচিল তিমির-ভাল

ওরে কনলে কমল ভাব, প্রকাশ করবে শিবা ॥

বেদে দিলে চক্ষে সূনা, ঘড়-দর্শনেস দেই অঙ্ক গুনা

ওরে না চিনিল জেনষ্টাম যা,

খেলা-বুলা কে ভাঙ্গি যা ।

যেখানে আনন্দ-ছাটী ওক শিমা নাশ্টিপাত ।

ওরে যাব যেহেঁত ভাব নাট, তব তব কে পাইয়া ।

যে নমিক ভক্ত শব্দ, সে পূজার্থে দেই পূর,

রামপ্রসাদ বলে ভাঙলো ভুব

আগুন বেঁধে কে নাথিকা ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪৩

বাসনাতে দাও আগুন ছেলে, ফান হলে ভাব পনিপানি ।

কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, মনের মনলা যাবে কাটি ।

কালীদেহের ভলে চল, সে ভলে নোপ ধরবে ভাল ।

(আন) পাপ-কাঠের আখা ফালো, চাপাও রে চৈতন্য-ভাটি ॥



শাক্ত পদাবলী

নীলাক্ষর নতী জেনেছে, মনকে আনার বলা মিছে ।
মনের পর কি শত্রু আছে, সেত হযত সোনা নয় ত মাটি ॥

নীলাক্ষর মুখোপাধ্যায়

২৪৪

মন, হাবালে কাজের গোড়া ।

দিবানিশি ভাবছো বসি, কোথান পাবে ঠিকান হোড়া ॥
চাকি কেবল ফাঁকিনাত্র, শ্যামা যা মোল হেমের ঘড়া ।
তুই কাচ-মূল্যে কাকুন বিকালি, ছি ছি মন, হোন কপাল-পোড়া ॥
কর্গ-সূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার নাড়া ।
নিছে এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে বেড়াও, বিনিব লিপি কপাল-ঘোড়া ॥
কাল করিছে হৃদে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া ।
ওবে, সেই কালের কর বিনাশ, ন্যাস ধনরে মগ্ন যোতা ॥
প্রসাদ বলে, মন রে তুমি, পাঁচ সওয়াবের তুকী ঘোড়া ।*
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি, হোমায় করবে তোলাপাড়া ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪৫

এমন করে আর কতদিন করবি রে মন আসা যাওনা ।
পঞ্চ ভূতের মধ্যে থেকে, তুই কি হলি ভূতে পাওয়া ৭
কালী মায়ের চরণ-পানে, একটি দিন হলো না চাওয়া ।
যাবি করে পড়ে রাবে ভমিখানি চৌদ্দ পোয়া ॥

* প্রসাদ বলে, ভাবছ কি মন, পাঁচ সওয়াবের তুমি ঘোড়া ।



এখনো তোর এই জমিতে সাধন-বীজ হলো না দোয়া ।
 ক্রমে দেখি গুরু-মন্ত্র লাফলখানি যায় বা ধোয়া ॥
 গমনের দিন আর বাকি নাই, কবে হবে ধরায় শোওয়া ।
 ওখানেতে চিত্রগুপ্ত বসে আছে মিলিনে রেওয়া ॥
 বসিক বলে, সুখের কাল তোর এবার হলো কালে খাওয়া ।
 এই বেলা না কালীর কাছে, কবে নে রে মুক্তির দাওয়া ॥

নসিকচন্দ্র শায়

২৪৬

মন, কবে সেবিনে কালী ?
 একাল ওকাল সেকাল বলে,
 সকল কালই গেল চলি ।
 তবু বিষম-মদে মত্ত হ'য়ে তর-জ্ঞান রইলে তুলি ।
 কালাকাল বিচার নাই কালের,
 সদাকাল 'সে' ঘুরছে খালি,
 এসে গলায় ফাঁসি, লাগায় কসি,
 দয়া নাট দীন-দুঃখী বলি ॥
 কালে যখন যাবে, কালের বুকুফানে, জীবন চলি,
 তখন বক্ষা কে করিবে মন,
 বিনা সেই বক্ষাকালী ।



দেখে নিতা সব অনিতা,
তবু নেশায় আচ্ছন্ন—
হব না একটু ভ্রূক্ষেপ, এই তো আক্ষেপ,
নিজের দোষে মজে গেলি ॥

রোহিণীকুমার বিদ্যাভূষণ

২৪৭

যাগ যায় দিন, কালী বল :—
একবার ত্যাগে মাগানিহা মেল বে নয়ন ॥
দিনে দিনে দিন যায় বে হেলায়,
ভুলে ব'লে মিটা ভবেলি খেলায়,
খাকিতে সময় বল এ বেলায়—
কালী কালী কালী, এড়াবে শমন ॥
দেখ দেখি বাকি আছে কি সময়,
বৃথা কাতে গতি হলো বে সময়,
পারি না পারি না আর সে সময়
করে নিম্নম বহুত-কাদন ॥
কহে সকাতে শ্রীবিদ্যকুমার,
মনে ভেবে মন দেখ একবার,
যত পরিবার ম'লে কেবা কার,
হবে সব অককাব, মুদিলে নয়ন ॥

প্রাণকুমার নন্দী বসু



২৪৮

তুমি কার কথায় ভুলেছ নে মন, ওরে আনার ওদাপার্থী !
 আনারি অস্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥
 কালী-নাম জপিবান ভরে, তোরে নেপেছি পিঠের পুরে মন,
 ও তুই আমাকে বঞ্চনা ক'নে, ঐবি-স্বরে হ'নি স্বধী ॥
 শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কব অনিশ্রান,
 মন, ও তোব ছুড়ারে তাপিত অস্ত, একবার শ্যানা বল্ রে দেখি ॥

রাবপ্রসাদ সেন

২৪৯

সাধন-রূপ ধ্রাবু খেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে !
 জিৎ হবে ভাবের বাজি, কালী-নামের টেকা মেরে ॥
 শ্রদ্ধা-নওলা খেলায় দিয়ে, বসবি ভক্তি-গোলান নিয়ে,
 গোলাম দেখে গোলাম হ'য়ে কৃতান্ত কাঁপবে ভরে ॥
 ভাবের বিস্তি ধ'রে নিবি, তবেই যমকে ফাঁকি দিবি,
 সমাধি-ছক্কা দেখাবি, ছয় রিপুকে ভ্যান্ডা ক'রে ॥
 এগ্নি খেলা খেল্‌বি কসে, বে-রং যাবে রংয়ে মিশে,
 মুক্তি-পঞ্জা ধ'রে শেষে, অগ্নী করবি বসিকেরে ॥

রসিকচন্দ্র রায়

১৬৭



মন রে কৃষি-কাজ জান না ।

এমন মানব-ভূমিন বইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥

কালীর নামে দেও নে বেড়া, ফসলে তুচ্ছকপ হবে না ।

সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শত্রু বেড়া,

তাব কাছেতো যম মৈসে না ॥

অদ্য অবদ-শতাব্দে বা, বাতাপ্ত হবে জান না ।

এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার) যতন করে,*

চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ॥

গুরু বোপণ করেছেন বীজ,† তঙ্কি-বাঁবি তায় সেঁচ না ।

ওনে একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না ॥

রামপ্রসাদ সেন

মন রে তোরে বলি আমি,

ও কার জমা-খরচ লেখ তুমি ।

হিসাবের মুহুরি হ'য়ে পরের হিসাব লেখছ তুমি ।

ক'রে নিজের হিসাব দেখলে না রে লাভ খেয়ালত কাজিল কমি ॥

দিনে দিনে হচ্ছে যে তোর খরচা অধিক জমা কমি ;

আব তো নাই অবকাশ, কর নিকাশ, হ'য়ে এল সাল-তামানি ॥

* আছে একাধারে মন, এই বেলা তুই ।

† গুরু-দত্ত বীজ বোপণ ক'রে ।



কুমার বলে ঠিক থেক মন, না হ'লে হবে বদনামী ;
দেখ লাভে মূলে হবে পাছে কালের কাছে হও আদামী ॥

বামকুমার নন্দী যজুমদার

২৫২

এই বেলা মন নে রে ডেকে নীলাকবরী মাকে ,
গিলাম গিলাম কচ্ছে শমন, কখন নেবে গিলাম ডেকে ।
কাল গিলে গিলামে ডেকে, কান শক্তি কে রাখবে ডেকে !
ন'য়ে যাবে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে ?
জাতি-বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড়ে ঢেকে,
কাদবে সবে ডেকে ডেকে, গাভা কেউ পাবে না ডেকে ।
চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, পরমাণুর মেঘাদ গিয়েছে,
পরোয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে ॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন

২৫৩

মন, কেন বে ভাবিস্ এত—

যেমন মাহুদীন বালকের মত ?

ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হবে ভীত ।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে-কাল মায়ে পদানত ॥
ফণী হ'য়ে ভেকের ভয়—এ যে বড় অদ্ভুত ।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হ'য়ে ব্রহ্মময়ী-সুত ॥



শান্ত পদাবলী

এ কি প্রাপ্ত নিতাপ্ত তুই, হ'লি রে পাগলের মত ।
 ও মন, মা আছেন যাব ব্রহ্মনরী, কাব ভয়ে সে হয় রে ভীত ।
 মিছে কেন তার দুঃখে, দুর্গা। বল অবিরত ।
 যেমন 'ভাগবৎ ভয়' নাস্তি—হবে রে তোর তেয়ী মত ॥
 হিঁজ বামপুসাদ বলে, মন কর রে মনের মত ।
 ও মন, গুরু-দত্ত তব কর, কি কনিবে ববি-স্মৃত ॥

বামপুসাদ সেন

২৫৪

মন-সেতাবে বাজা রে তার, তার। তার। ব'লে ।
 কাল বন্ধন করিতে তোবে, আসে বজ্জু নিয়ে করে ॥
 তোমান দেহকপী লাউ ছিল, বহুদিনে জীর্ণ হ'লো,
 জ্ঞান-পর্দা ছিন্না ছিন্না হ'লো তোর দোষে ॥
 তৈরবী বাগিনী ব'লে বসাত পর্দা স্তরে স্তরে,
 বাজা রে গৎ মধুন স্বনে, হবে পার ভব-দুস্তরে ।
 নইলে নিস্তার না দেখি তোর দুস্তন জলধি-নীরে ॥
 স্ত-তানে গৎ বাজা রে মুক্তকেশী বাজানে,
 ঘেবিত্তে কাল নাতি সাধ্য মায়েব বাজারে ॥
 নাগো, তিস্কে চবৎ-ধূলা, দোকানদার আছে ভোলা,
 হ'লে শোভা ভববট খেলা, বাঁধ রে নামেবি ভেলা,
 নইলে ভুবে মনবে গোবর্দ্ধন ভব-সিকু-নীরে ॥

গোবর্দ্ধন চৌধুরী



২৫৫

মন, ভেবেছ কপট ভক্তি করি শ্যামা-মাকে পাবে ?
 এ ছেলের হাতের নাড়ু নয় যে ভোগা দিয়ে থাকে !
 সাত গেঁয়ে আর মান্দোবাজি, কেবা করে ফাঁকি দেবে ।
 সে কড়ান কড়া তস্য কড়া, আপন গুণা বুঝে ল'বে ॥
 আইন স্তন্য গঙ্গাজলী ভেবেছ সাবধান হবে,
 তুমি মধ্যো মধ্যো মুখ মুছে খাও এ কথা কি জানতে হবে ?
 কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে,
 কালী-নাম লও সত্বর হ'য়ে, নামের গুণে তরে যাবে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২৫৬

মন, থাক তুমি চুপাটি ক'রে ।
 তোমায় ভাবা-পাখী দিচ্ছি ধ'রে ॥

চতুর্দলে ফাঁদ পেতে মন, বসে থাক ঘাপটি মেঝে ।
 কেবল আড়-নয়নে দৃষ্টি নেখো, যেমন আসবে, তিনবে জোরে ।
 হৃদ-পিঞ্জরে ক'রে ধোঁও, বলবে সুখে “-লী, ভবাও” ;
 সে ত সকল ভাষা বুঝে, আশার মত দিবানিশি পড়ে ।
 সযতনে ভক্তি-ডোরে, পারে ধ'রে বাঁধবে তারে ;
 নৈলে একস্থানে থাকে না দে যে,
 জলে স্থলে সমান ফেরে ॥

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়



আগ মন, বেড়াতে যাবি।

কালী-কল্পতরু-তলে গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে ল'বি।

ওরে বিবেক-নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তব-কথা তামি শুধাবি ॥

অশুচি শুচিকে ল'বে, দিব্য ঘরে করে শুবি।

যখন দুই সত্তীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পানি।

অজ্ঞান অবিদ্যা তোন, পিতামাতায় ভাড়ায়ে দিবি।

নদি মোহ-পার্শ্বে নৈনে লয়, বৈরাগ্য-ধোনে ধ'বে ল'বি ॥

ধর্ম্মানন্দ দুটো অঙ্গ, তুচ্ছ হাতে বেঁধে খুবি।

যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান-পড়ে বলি দিবি ॥

প্রথম ভাষ্যের সন্তানেরে দূরে ব'ইতে বুঝাইবি।

নদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিঞ্চি মারে ডুবাইবি ॥

প্রসাদ বলে, এমন হ'লে, কালের কাছে ছবাব দিবি।

তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনেন মতন মন হ'বি ॥

রামপ্রসাদ সেন

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।

মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার, স্বেচ্ছাসে বাদান হুলে ॥

মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল,

কুঞ্জ কুঞ্জ আছে যাবা, তাদের দে বে দাঁড়ে ফেলে ॥



কমলাকান্তের নেয়ে, নজন তোল্ দুর্গা কোয়ে ;
পড়িবি তুফানে যখন, সানি গাবি সবাই নিলে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২৫৯

ভুনেরে মন-ভ্রমিদার :

ভাল এবাব কব্‌লি বে তুই ভ্রমিদানি ।
যত সব জুয়াচোবে আমলা ক'নে উশুন তহশীল দিলি ছাড়ি ;
তা'না সব লুটে খেলে, তোমান দিলে ভ্রমার ঘরে শূন্য ধরি ।
দেওয়ান* তোব নষ্টেব গোড়া—সৃষ্টিছাড়া, সাবেক জমি কব্‌লে চুরি ;
ধাণে ধাণে করছে ভানি, বন্ধক করি দেওয়ান-বানুব ছয় মুচরি ।
ভুবন কহে ত্রিভুত বানি, আন ভাবছ কি, হ'য়ে গেছে নুটিশ জারি ।
সর্বস্ব নিলাম হবে, হেলে যাবে, ভাঙতে হবে বাবুগিরি ।

অজ্ঞাত

২৬০

শোন্ বে মন তোবে বলি, ভ্রম কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে ।
নুখে গুরু-দত্ত মন্ত্র পড়, দিবানিশি কর ধ'রে ॥
শমনে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওবে নগরে ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে ॥

* দেওয়ান—অহঙ্কার ।



শান্ত পদাবলী

যত শোন কণ'পুটে, সকলি মায়ে'ର মନ୍ତ୍ର বটে,
 কালী পঞ্চাশ-বର୍ণ'ময়ী, বণେ বর্ণେ' নাম শোন রে ॥
 କୌତୁକେ ବାମପ୍ରସାଦ ବটে, ବ୍ରହ୍ମ'ମୟୀ' ସର୍ବ' ବটে ।
 ଓକେ ଆହା'ବ କର, ଯନେ କର ଆହୁତି ତିହି ଶା'ନ୍ତା' ନାରେ ॥

ବାମପ୍ରସାଦ ସେନ

୨୬୧

ପାରି ନା କ୍ୟାପା' ମାୟେ'ର, କ୍ୟାପା'ର ମନ୍ତ୍ର ନା କେପିଲେ ।
 ଶେ'ରାନ ପା'ଗଲ ବୁଚକି ଆ'ଗଲ, କା'ଉ ହବେ ନା ଓକ'ପ ହ'ଲେ ॥
 ଓ'ନିୟ' ନେ ହୁଏ ଭବେ'ର କ'ଣା, ଓ' ସେ ବକ୍ତା'ର ପ୍ରସବ-ବ୍ୟଥା ।
 ଯା'ବ ବ'ରେ ଶ୍ରୀ'ନାଥେ'ର କ'ଣା, ଚୋ'ଖେ'ର ଟୁ'ରି ଡେ' ନା ଧୁ'ଲେ ॥
 ନା'ଆ ମୋ'ହ ଭୋ'ଗ ଭୁକ୍ତା' ଦେ'ବେ ତୋ'ରେ ଯତ୍ର ଗ୍ରା'ହା ।
 ଯୋ'ଦାର ମନ୍ତ୍ର'ନ ଧା'କୁ'ରି ବ'ସେ, ସେ କ'ପା'ର ନା ଦି'ବେ ଯା'ହା ॥
 ନି'ବୃତ୍ତି'ରେ ଲ'ମେ ଯା'ଥେ କ୍ରମ'ନ କର ତତ୍ତ୍ୱ-ପ'ଥେ ।
 ମୃତ୍ୟୁ କର ପ୍ରେ'ମେ ଯେ'ତେ, ସଦା କା'ଳୀ କା'ଳୀ ବ'ନେ ॥
 ନହା' ଆ'ଛେ ଏ ପା'ଗଲେ, ଜା'ନ୍'ବି ଆ'ସନ ପା'ଗଲ ହ'ଲେ ।
 'ଆ'ନ ବେ ପା'ଗଲ ଛେ'ଲେ' ବ'ଲେ, ପା'ଗଲୀ' ନା'ନେ ନେ'ବେ କୋ'ଲେ ।
 ଯୁ'ବା'ନେ ପା'ଗଲେ'ର ବେ'ଳା, ଯୁ'ଚି'ବେ ତ୍ରି'ତା'ପେ'ର ଗା'ଳା ।
 ଶା'ନ୍ତି'ନା'ମେ କବ'ବି ଲୀ'ଳା, ଏ ଯୁ'କ୍ତି ପ୍ରେ'ମିକ ବ'ଲେ ।

ନବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓଟାଚାର୍ଯ୍ୟ (ପ୍ରେମିକ)



২৬২

মন, ক'রো না ঘেঘাঘেঘি,

যদি হবি বে বৈকুণ্ঠবাগী ॥

আনি বেদাগম পুরাণে কবিনাম কত খোঁজ-তালাসি ।

ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, নাম—সকল আশান এলোকেশী ।

শিব-রূপে ধর শিখা কৃষ্ণ-রূপে বাজাও বাঁশী ।

ও মা, নাম-রূপে ধব ধনু, কালী-রূপে করে ওসি ।

দিগন্তবী দিগন্তব, পিত্তার চনৎবিনামী ।

মশানবাগিনী বাগী, অযোধ্যা-গোকুল-নিবাসী ॥

ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু-সঙ্গে এক বসসী ।

যেমন অনুল মানুসী সঙ্গে, ডানকী পবন কপসী ।

পুসাদ বলে, প্রসন্ন-নিকপণের কথা দে'তোর হাসি ।

আশার বুদ্ধনগী সর্ব্ব মতে—পড়ে থকা গছা কাশী ॥

রানপ্রসাদ সেন

২৬৩

জৎ-কমলে চিন্তা কর বলাভব-কর শিনা ।

বৃথা নিঘন ভাবিয়ে, বল 'তব ফল কিবা '

যাঁর কৃপা-কথা-বলে, দুর্ভাগ জনন নাভিলে,

উচিত কি নয় তাঁর ধ্যান করা নিশি-দিবা ॥



শান্ত পদাবলী

নিদ্রাক্ষেপে যান কোলে, সুখে নিশি পোছাইলে,
 চৈতন্য-কপিণীর কৃপায় পুনঃ প্রাতে চেতন পেলো.
 এ হেন পরম ধনে, মানসিক আয়োজনে,
 ভক্তি-ভাবে দান মনে, কর মৃত তাঁর সেবা ।
 সমাপ্ত-প্রায় শমন, কনিবে মহাশয়ন,
 আর কি এ দেহে চেতন পেয়ে, কর্ণে তাঁর কীর্তন ॥
 বিষয়-নদে মদ্য মত্ত, দ্বিত জগৎকর চিত্ত,
 কালী-নাম বন পথা, পুনঃ ভবে না ফিরা ॥

জগদ্বন্ধু ভক্তবাগীশ

২৬৪

ডুব দে মন কালী ব'লে,
 ছদ্ম-ব্রতাকরের অগাধ জলে ।

ব্রতাকর মম শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না পেলো,
 তুমি দম-সানর্থো এক ডুবে যাও, কুল-কুণ্ডলিনীর কুলে ॥
 জ্ঞান-সমুদ্রে নারো রে মন, শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে ।
 তুমি ভক্তি-করে কুড়ায়ে পাবে, শিব-যুক্তি-মত্তন চাইলে ॥
 কামাদি চম কুন্তীর আছে, আহার-লোভে মদ্যই চলে ।
 তুমি নিবেক-হৃদি গায় মেখে যাও,

চৌবে না তাঁর গন্ধ পেলো

বতন-মাধিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে ।
 বামপ্রসাদ বলে, কাঁপি দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে ।

বামপ্রসাদ সেন



২৬৫

আপনাবে আপনি দেখ, যেও না মন, কাক ঘরে ।
 যা চাবে, এইখানে পাবে, ধৌল নিভ-অশ্রুপূরে ।
 পবন ধন পিনশাননি—যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
 এমন কত মনি পড়ে আছে, চিত্তাননির নাচদুয়ারে ॥
 তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হ'য়ে না বে,
 তুনি আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হ'ও না মূলাধারে ।
 কি দেখ কমলাকান্ত, নিচে বাতি এ সংসারে,
 ওরে, নাটিকরে চিন্তলে না, সে ভোমার ঘটে বিবাজ করে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২৬৬

দিবা-গিণি ভাব রে মন, অশ্রুতে ককালবদনা ।
 নীল কাদম্বিনী-কপ মযের, এলোকেশী দিগ্বসনা ॥
 মূলাধারে সহস্রাবে বিভলে সে, মন জ্ঞান না ।
 সদা পদুবনে হংসীকপে আনন্দবসে মগনা ॥
 আনন্দে আনন্দমগী হৃদয়ে কন স্থাপনা ।
 জ্ঞানাগ্নি জালিয়া কেন বুদ্ধমগী-কপ দেখ না ॥
 প্রসাদ বলে, ভক্তের আশা পূনহিতে অধিক বাসনা ।
 সাক্ষানে সানুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বল না ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৭৭



আদর ক'বে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা নাকে ।
 তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই, কেউ না দেখে ॥
 কামাদিবে দিয়ে ফাঁকি, এস তোমাগ আমার জুড়াই আঁখি ।
 বসনানে সঙ্গে রাখি,—সে-ও যেন 'মা' ব'লে ডাকে ।
 অজ্ঞান কুশলী দেখ, তারে নিকট হ'তে দিও নাকে ।
 জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, খুব যেন সাবধানে থাকে ॥
 কমলাকান্তের মন ভাই, আমার এক নিবেদন,
 দনিদ্র পাইলে ধন, সে-ও কি অনাস্ত্রনে বাঞ্ছে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য .

এবার কালী কুলাইবো ।
 কালী ভেবে, কালী হোয়ে,
 কালী ব'লে, কাল কাটাইবো ।
 আমি কালাকালে কালের মুখে—
 কালী দিয়ে চ'লে যাবো ।
 সে যে নৃত্যকালী কি অস্থিরা,
 কেমন কোরে তায় রাখিবো ।
 আমার মন-যন্ত্রে বাদ্য করি হৃদিপদ্মে নাচাইব ॥
 কালী-পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব ।
 আছে আর যে ছটা, বড় ঠেঁটা, সে কটাকে কেটে দিব ॥



প্রসাদ বলে আর কেন না, আর কত গো প্রকাশিব ।

আগার কিন ধেমে কিন চুরি,

তবু কালাকাল বাৎ না ছাড়িব ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৬৯

মন-গরীবের কি দোষ আছে !

তুমি বাজিকনের মেয়ে শ্যামা, যেমন নাচাও তেমনি নাচে ॥

তুমি কৰ্ম্ম বর্গানন্ম, নন্ম-কথা বুঝা গেছে ।

ও মা, তুমি ক্ষিত্তি, তুমি জন, কল কলাচল কলা গাছে ॥

তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে ।

ও মা, তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥

প্রসাদ বলে, কৰ্ম্ম-সূত্র, সে সূত্রের কাটা কেটেছে ।

ও মা, মায়া-সূত্র বেঁধে জীব, কেপা কেপী খেল খেলিছে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৭০

মন-গরীবের কি দোষ আছে, তবে কেন নিন্দা কর মিছে ?

বাজিকনের মেয়ে তবে যেমন নাচায় তেমনি নাচে ॥

শুনেছ দীন দয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে ।

আপনাকে যে আপনি ভোলে, পনের বেদন কি তার কাছে ॥



শাক্ত পদাবলী

আপনি যেমন শঠের মেয়ে, তেমনি সঙ্গ ভাল মিলেছে ।
 সে লেংটা থাকে, ভয় নাখে, লোকে ভাল বলে পাছে ॥
 তবে যে কমনাকান্ত ও চরণে থাপ সপেছে—
 তাতে ভিন্ন, নাহি অন্য, নৈলে কেন মান করেছে ॥

কমনাকান্ত ভট্টাচার্য্য



ইচ্ছাময়ী মা

২৭১

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি,
ভব-সংসার-বাড়ানোর নামে।

ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে নামা-দড়ি ॥
কাক গাঙী মড়ী গাঁধা, তাতে পঞ্চরাদি নাড়ি।
ঘুড়ি স্বপ্নে নির্মাণ করা, কানিগদি বাড়ানাড়ি ॥
নিঘরো মেছেছে মাঙা, ককঁশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুই-একটা কাটে, হেসে দেও না হাত-চাপড়ি ॥
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব-সংসার-সমুদ্র-পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৭২

ইচ্ছাময়ী তামা গো, তোর ইচ্ছাকে ক বুঝিতে পারে !
যখন যারে ইচ্ছা কর, হয় ডুবাও, নয় নে যাও পারে ॥
একবার মুখে দুর্গা বলে, কালকেতু তোর চরণ পেলে।
কেউ বা যোগ-সমাধি-ফলে, পায় না দেখা যুগান্তরে ॥
শ্রীমন্তে কমল-বনে দেখা দিয়া দাও শূশানে,
আবার দয়া ক'রে পরক্ষণে, চরণে বেধেছ তারে।
তোমার ইচ্ছা জগৎ কর, আমার ইচ্ছা অতি সর,
শ্রীচরণে দিব তর, জীবনের শেষ-বাসরে ॥

রসিকচন্দ্র দাস

১৮১



শান্ত পদাবলী

২৭৩

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ত্ত তুমি কর মা, লোকে বলে 'করি' আমি'।
পক্ষে বন্ধ কর করী, পক্ষুরে লজ্জাও গিরি;
কাৰে দেও মা ইচ্ছা-পদ, কাৰে কর অধোগামী ॥
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি;
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারের সার তুমি ॥*

রামদুলাল মল্লী (দেওয়ান)

২৭৪

জগত তোমাতে, তোমানি মায়াতে,
মোহিত জগত-জন।
রবি শশী তানা, আত্মাকারী তানা,
সদা নিয়ম করে পালন।
সংসার-খেলনা দারা-স্বত ল'য়ে,
তুলায়ে বেখেছ না মোহিত করিয়ে!
তুমি দিবেছ যে খেলা, আমি খেলি না দু' বেলা।
তাইতে করি হেলা নিতাদন।

* 'স্বকীৰ্ত্ত-সম্ভব' নামক পুস্তকে এই গানটি কুমার নরচন্দ্রের রচনা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সাবানগের নিকটে ইহা রামদুলালের গান বলিয়াই প্রচলিত।



ইচ্ছাময়ী মা

ইচ্ছাময়ি, তব ইচ্ছায় সব হয়,
কিছুই জানি না মা তব মহিমায়।
তুমি নিয়ে যাও যে পথে, আমি যাই মা সে পথে,
মোহে অন্ধ অনুক্ষণ ॥

অজ্ঞাত



করুণাময়ী মা

২৭৫

মা তোমা নিদয়া ব'লে কোন্ জন নিন্দা করে !

তোমাবই করুণামূর্তে ভুবন জীবন ধরে ।

মাতৃবক্ষে স্তন্য-সিক্তু তোমারি করুণা-বিন্দু,

অনুপানে নেহারি তোমাৰে ।

হৃদি-হেতু জল হুমি, বিশ্বাদার হুমি তুমি,

স্নেহে অঙ্কে ধব চরাচরে ।

তনয়-শমন-ভয়নাশী অগি করে ধব,

ধবতন দুই দক্ষ করে ।

অস্ত্রবে কবিত্তে মুক্ত, তাব কর-শিবোবভ

ধব অঙ্গে, তাব শ্রেয়ঃ ভবে ।

তাঁহে সেই ভাগ্যবান, নতি দৈত্যা দিব্যজ্ঞান

অনারাসে যায় মোক্ষপুরে ॥

ভীমকান্ত তব আস্যে বিশ্বব্যাপী অহৈম্যে,

তা'তেও কৃপা-মাধুরী নিধারে ।

এমন করুণাময়ী কে আছে মা বিশ্বময়ী,

তোমা সম ভুবন-তিতরে ॥

পঞ্চানন তর্করত্ন



২৭৬

কুপুত্র কই আমার মত ?

কেবল তুই 'মা' ব'লেই মা মহিন্ এত !

যেমন বুক থেকেই বুক খুঁড়ে খাম বর্কটিকান ছানা যত,
তেননি ত্রোন বুকটই থেকে দংশি ত্রোন বুকটই না অবিরত ।
তুই কুলীবক দিয়ে দেখাইলি নাত্নস্নেহ অতুলিত—
সাব তাব ছানা দিয়ে দেখাইলি পুত্রাধন প্রসন্ন কত ।

শ্রমশ্রু কুমার চট্টোপাধ্যায়

২৭৭

বাব বাব যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তাকা,
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখহরা ।
সন্তান-মঙ্গল-তবে, জননী তাড়না কেনে,
তাই বহিতেছি স্নেহে, শিরে দুঃখের পশরা ।
জিনি অমূল্য বতন, ব্রহ্মনয়ী-গাম-ধন,
তাকা ব'লে ডাকি যখন, হই গো আপন-হারা ।
তুমি গো দীন-তারিণী, শরণাগতপালিনী,
আমি ঘোর পাতকী ব'লে, তোমানে হয়েছি হারা ।
আমি তব পোষা পাখী, যা শিখাও তাই যে শিখি,
রামে শিখায়েছ তাকা বুলি, তাই বলি 'তারা' 'তারা' ॥

রামলাল দাস দত্ত



তোমায় কি মা দুষ্ণতে পারি ?

আনি আপন-দোষে আপনি মরি ।

কুকুন যেমন প্রভু ছেড়ে ঘোরে ময়নার দ্বারে লোভে পড়ি,
তেননি ভবে ফিরি স্বর্গের লোভে তোমাকে উপেক্ষা করি ।
তুমি টেনে নিতে চাও সমুদ্রে, আমি পাঠার মত খুঁটি ধরি ।
লাগে গলায় ফাঁস, আর ত্যা ত্যা করি, তবু সোজা পথে চলতে নারি ।
পাঁঠার তো পাঁঠায়েই সুখ, মা, সে নবদ্ব পাবে কি করি ?
তুমি প্রসন্নো প্রসন্নো বড়, তাই নব-সমাজে চরি ।
প্রসন্ন তোম বোকা ছেলে,—কথার ভূঁচাষ কাজে নড়ি ।*
তারে চুলে ধ'রে শাসন কর মা (ঘাড়) দিয়ে দুটো জুতোর বাড়ি ।

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়

কে তুমি শিয়রে ব'সে জাগিতেছ গো জননি ।
নিদ্রা নাই কি মা তোম চোখে, ও প্রসন্নবদনি ?
সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে,
স্বপ্নপ্ত সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী ?
অধম তনয়ে মাগো, কেন তোম এত করুণা,
সতত নিকটে ব'সে থাক অকারণে ।

* নড়ি—কিছু নয় ।



বুঝেছি, বুঝেছি আমি, স্বাভাবিক স্নেহ-বশে,
 বিচর মা সদাকাল সন্তান-সাথে, আপনি ।
 বলিহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব
 অগণ্য তনয়-পাশে জাগিছ একাকিনী ।
 পাষণ্ড হৃদয় গ'লে যাব মা স্মরিলে, করুণা তব,
 করুণার নাহি পার, ওগো সন্তানতোষিণি !

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়

২৮০

কেঁদেছি আপন দোষে, বেছেছে মায়ের প্রাণে ।
 মা বলে 'আয়রে কোলে,' মুখ মুচায়ে কোলে টেনে ।
 পেয়েছি অভয়াবে, আর কিরে ভয় করি কারে ?
 মা ব'লে বারে বারে চেয়ে বর চরণ-পানে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

২৮১

মা আমার ডক্ত বই আর জানে না ।
 হৃদয় খুলে ডাক মা ব'লে, পূর্বে মনের বাসনা ॥
 মা ব'লে ডাকলে পরে, তাপিত-প্রাণে বারি ঝরে,
 প্রেমময়ী প্রেমের ভরে, ডাকছে বে ভাই শোন না !

গিরিশচন্দ্র ঘোষ



কালভয়হারিণী মা

২৮২

তুই যা রে, কি কবিরি শমন, শায়া মাঝে বয়েদ কবেছি ।
 মন-বেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ্-গানদে বসামেছি ॥
 যদি-পদ্য প্রকাশিলে, সহস্রাবে মন বেধেছি ।
 কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আনান পাপ মপেছি ॥
 এমনি কবেছি কাযদা, পানাইলে নাইকো কাযদা ।
 চামেশা কজু ভক্তি-পায়াদা, দু'নয়ন দানোমান দিয়েছি ॥
 মহাশ্বর হবে জেনে, আগে আমি দিক বনেছি ।
 তাই সর্ব্বস্ববহন-লোহ গুরু-তর পান কবেছি ॥
 শ্রীনামপ্রসাদ বলে, তোর জানি ভেঙ্গে দিয়েছি ।
 মুখে 'কালী' 'কালী' 'কালী' বলে, যাত্রা করে ব'সে আছি ॥

কামপ্রসাদ সেন

২৮৩

মা বে শমন এবার ফিরি ।
 এয়ো না মোর আঙ্গিনাতে, দোহাই লাগে ত্রিপবারি ।
 যদি কর জোন-জববি, মান্বে আছে জল-কাচানি ,
 আটনের মত বসিদ দিব, জানিন দিব ত্রিপুরানি ।
 আমি তোমার কি দাব ধাবি,
 শায়া মায়েব ধাস তানুকে বসন্ত করি ।



কালভয়হারিণী মা

বলে মুক্তা হসেন আলী, যা করেন মা জয়কালী,
পুণ্যের ঘনে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।

মুক্তা হসেন আলী

২৮৪

আমায় চুঁবেনা রে শমন, আমার হাত ধিয়েছে—
যে দিন বসনা আমার কারী বলেছে।
আমি ছিলাম গৃহবাসী,
শ্যামা সর্বনাশী আমায় সঙ্গারী করেছে ॥
মন বসনার যুক্তি ক'বে, কারী-নামে একটা দল বেঁধেছে;
ও তাই শুনে বিপুল ছয়, পেরে ভয় সেই দিনে ছেড়েছে ॥
একে মরি পুড়ে, তাহে চাকনা ছুড়ে,
অনাড়তে একটা রন উঠেছে
গাকিম জামদো, নবচন্দ্র কারী-নামে ভেক ল'য়েছে ॥

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২৮৫

ভয় কি শমন তোরে,
এলোকেশী শ্যামানবাসী যার হৃদে বিবাজ করে।
'কারী' 'কারী' বল্‌বো সদা, পাবি না তায় দিতে বাধা,
কারী-নামে মেবে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা বাধ্‌বো দূরে ॥
যমের তলব আসবে যখন, কারী-সহি-চিঠি দেখাব তখন,
চিঠির মর্মে পেলো পবে, আশ্তে আশ্তে যাবে ফিরে।

১৮৯



শাক্ত পদাবলী

বিজ্ঞ নবীন কালী-পুত্র, মা হ'য়ে মা হ'য়ো না শত্রু,
মায়ের কোলে থাক্‌বো ব'সে, ল'য়ে যেতে কেবা পারে ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

২৮৬

আমি কেমার খাস্‌ তানুকের প্রজা ।
কেমকরী আমার রাজা ।
চেন না আশারে শমন, চিন্তে পরে
হবে সোজা ।

আমি শ্যামা মাব দবনানে থাকি,
অতর পদেব বইনে বোঝা ।
কেমার খাসে, আছি ব'সে, নাই
মহলে শুকা-হাজা ।

দেখি বালি-চাপা, সিকন্ত নদী,
তাতেও মহল আছে তাজা ।
প্রসাদ বলে শমন তুনি, বোয়ে বেড়াও
ভুতের বোঝা ।

ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ,
জান না সে পদের মজা ॥

রামপ্রসাদ সেন



২৮৭

কাল-ভয়ে কি ভয় আছে আমার ।
কাল-নিবানিণী কালী হৃদয়ে জাগিছে ।
পদতলে চিবকাল পড়ে যাব মহাকাল,
কি করিবে তুচ্ছ কাল, কালান্ত কালীর কাছে ?
শ্যামা-পদে পদানন করে আব্ব-সমর্পণ,
শমনে স্তান করে তুণ, মনণে ছয় করিয়াছে ॥

পঞ্চানন বদন্তাপাধ্যায়

২৮৮

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল-চোর ।
কালী-নামের অসি ধব, তান্না-নামের ঢাল,
ওরে, সাধা কি শমনে হোরে কবন্তে পারে ছোর ?
কালী-নামে নহবৎ বাজে করি মহা যোব ।
ওরে, শ্রীদুর্গা ! বলিমা বে বজ্রনী কর ভোর ॥
কালী যদি না তবাবে, কলি মহাধোর ।
কত মহাপাপী ত'বে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর ?

রামপ্রসাদ সেন

২৮৯

মিছা কাল আর মনচ সুবে,
কে কি আশাব কবন্তে পারে ?
বুক বেঁধে বসেছি আমি কালী-নামের কেলা মেবে ।



শাক্ত পদাবলী

দেখবে যাই ছেড়েছি খাঁই, কেটেছি তাই ভক্তির খাঁই,
 পার হবার যোটি বাধি নাই, প্রেমের বেড়া চারিদারে ।
 ভক্ত যদি কোন মতে, পড়ে শক্ত বিপদেতে
 মুক্তকেশী দ্রুত পদে, মুক্ত আসি কনের তাবে ।
 করে অসি-চর্চ বরা, কিবা বন্ধপরিকরা,
 দনুজ-বনা তাবা, পাহারা ই দেন দ্বারে ।
 জগত মহাগ শূন্যে, কে স্নিগ্ধে শ্যামায় বলে,
 কবান কবনে কালে, কারী কালে প্রাস করে ।

আন্তোষ মুখোপাধ্যায়

২৯০

মা আমার আনন্দময়ী, আমি মিনানন্দে যাব কেনে !
 তার আনন্দ-সাগরের স্নেহে ডুবেছি শীতল ছেনে ।
 শ্যামা-কপ (আমি নারি, শ্যামা জননীর কপে) চকু ভরা,
 তাইতে এত বহে ধারা, চিন্তে নারি এ সব কাণা,
 এখন নিশেছে তাবা তবাব সনে ॥
 ভব-বন্ধন সব বৃথা, যে থাকবার সে থাকলো হেথা,
 চলো! কেদার মা তার বেথা, সব কথা শুন বে দক্ষিণে ।*

কেদারনাথ রায়

*কবিতা আছে, মৃত্যুর পূর্বাভাসে কবির চক্ষে ছল দেখিয়া তাহার কানখ
 জিজ্ঞাসা করত তিনি সত্যাপত্তি ব্যক্তি হইলেন মরো পূর দক্ষিণাভিমুখে উদ্দেশ্য
 করিয়া এই গান কবিতাছিলেন ।



নীলাময়ী মা

২৯১

সাবাস্ মা দক্ষিণা কানী, ভুবন ভেলিক লাগিয়ে দিলি,
(তোব) ভেলিকব গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেল দিলি।
এমন বাজিকবের মেয়ে, বাখলি বাবাবে পাগল সাজিয়ে,
নিজে গুণময়ী হ'য়ে পুরুষ প্রকৃতি হনি।
মনেতে ভাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,
প্রসাদ রে সেই চরণ পারি—হুইও বুঝি পাগল হনি।

রামপ্রসাদ সেন

২৯২

মন, তুমি কি পাগল হ'লে ?
নইলে বলবে কেন, মা আমার দাঁড়িয়ে পতির বক্ষঃস্থলে !
পতি-নিন্দা শুনে যে না, প্রাণ তাজেছেন যন্ত্রস্থলে,
সেই সতী মা কি বাখতে পাবেন, পতিদেবে চরণ-তলে ?
পঞ্চতপা কবেছেন না, বাখি যাঁয় সহগ্রদনে,
পতির বুকে দাঁড়িয়ে তিনি, বললে তুমি কিসের বলে ?
মাকে আমার দোষ দিও না, দোষ দাও তাঁর চরণ-তলে,
যাঁর পরশোত্তে শিব শব হ'য়ে, মায়েব দোষ ঘটালে।
ভাবুক বলে, দোষ নয় রে গুণ সে চরণ-তলে,
নইলে পিতা শিব নিশিদিন বাখবেন কেন হৃদ-কমলে ?

১৯৩



শান্ত পদাবলী

চরণ বলে, 'বটে বটে, এ কথা ঠিক নাহি হ'লো,
যার কপালে আগুন, নাহি কোন গুণ,
মা কেন বল তান কপালে?'

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

২৯৩

তুমি কখন কি নহে থাক শ্যামা স্তব্ধ-ভবদ্বিধী,
মা তোমার মায়াভান ভাল নৃকপাল-মালা-বিভূষণী।
কভু লক্ষ্যে ঝাম্পে কাম্পে মতা, অসিধবা কপালিনী,
কভু অঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে, অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী।
অচিন্ত্য অব্যক্তকপা গুণাঙ্কিকা নানায়নী,
কভু ত্রিগুণা ত্রিপুনা তান ভগবতা কাল-কামিনী,
সাবকের বাসনা পূরাও হ'য়ে নানা কপনারিণী।
কভু কমলের কমলে থাক পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।

ঐচ্ছা ৩*

২৯৪

শিব যদি মা তোমার স্বামী, লোচন কেন পদতলে?
বুক পেতে দে' ভয়ে ভয়ে, চায় মা তোর মুখনগলে!
চরণ দুটি মনোবদা, তাই বুকে কি নেছে শ্যামা?
তোব আবার কি স্বামী ও মা, মা তুমি, 'মা' সবাই বলে।
বদা কাঁপে পদ-ভরে, বাজে না কি বুকে ধ'রে?
নইলে বল, কেমন ক'রে শিব বরেছে হৃদ-কমলে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

* কেহ কেহ বলেন, ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা।



২৯৫

মা* কি শুধুই শিবের সতী ?
 যানে কালের কাল করে প্রণতি ॥
 ঘটিচক্রে চক্র করি' কনলে করে বসতি ।
 সে যে সর্বদনের দলপতি,
 সহস্রদলে করে স্থিতি ॥
 ন্যাংটা-বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল-সদয়ে স্থিতি ।
 বল দেখি মন, সে বা কেমন, নাথের বুকে যাবে লাগি ?
 পুষাদ বলে, মায়েব লীলা সকলই জেনো ডাকাতি ।
 ওর সাবধানে মন কর যতন, হবে ত্রোমার শুদ্ধ গতি ॥

বাবুগাণ সেন

২৯৬

শ্যামা মা কি এক কল করেছে, কালী মা কি এক কল করেছে ।
 এই চোদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে ॥
 আপনি থাকি কলের ভিতরে, কল ঘুরাব ধ'নে কল-ডুনি,
 কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে ।
 যে কলে জেনেছে তাঁবে, কল হ'তে আর হবে না তানে ।
 কোন কলের ভক্তি-ডোরে, আপনি শ্যামা বাঁধা আছে ॥



শান্ত পদাবলী

যতক্ষণ কালী কলে বয়, কলের কল সব স্ববশে রয়।
কমল বলে, কালী গেলে, কেউ না যায় সেই কলের কাছে ॥

অজ্ঞাত*

২৯৭

ও না কালী চিরকালই সং সাজালি সংসারে।
এ সং-সাজায়ে নাইকো মজা, সাজা পাই যে অস্তরে ॥
ও না কতু ভূতলে অনিলে, কতু স্যোম রসাতলে,
কতু বাবিলি-সলিলে সাজাও নানা আকারে ॥
আগি অগ্নিমা অশেষ দেশ ধবিলাম অশেষ বেশ,
তবুও না হ'ল শেষ—বলিহারি মা তোমাৰে।
প্রেমিক বল্ছে, আমার মন যে পাঠী,
ভাইতো প্রলোভনে মজি।
নইলে তোমার এ কারসাজি খাটুত কি বানে বানে।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)

২৯৮

এ সব কেপা মায়েন বেলা।
যাব মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা ॥

* কেহ কেহ বলেন, এই গানটি কমলাকান্তের রচনা ; কিন্তু 'কমলাকান্ত-পদাবলী'র মধ্যে ইহা নাই।



মাগীর আশুভাবে গুপ্ত লীলা—

সে যে আপনি ক্লেপা, কর্ত্তা ক্লেপা, ক্লেপা দুটা চেলা ॥
 কি রূপ, কি গুণ-ভঙ্গী, কি ভাব, কিছুই যায় না বলা ।
 যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের ছালা ॥
 সপ্তমে নিষ্ঠুৰে বাঁধিয়ে বিনাদ, ঢালা দিবে ভাঙ্গছে নালা ॥
 মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী, নারাজ কেবল কাজের বেলা ॥
 প্রমাদ বলে, থাকে। বসে ভবাৰ্ণবে ভাসিয়ে ভেলা ।
 যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা ।

রামপ্রসাদ সেন



ব্রহ্মময়ী মা

২৯৯

কে জানে গো কালী কেমন !
 ঘড়্দর্শনে না পাগ দর্শন ॥
 কালী পদ্মবনে হংস-সনে, হংসীকূপে করে রমণ ॥
 তাঁকে সহস্রানে মূল্যধারে,* সদা যোগী করে মনন ।
 আত্মানামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবেন মতন ।
 তিনি ঘটে ঘটে বিবাহ করেন, ইচ্ছামর্দার ইচ্ছা যেমন ॥
 নাগের উদনে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন !
 মহাকাল ছেনেছেন কালীর মর্গ, অন্য কেবা জানে তেমন ॥
 প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু-তরণ !
 আশান মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, † ধরবে শশী হ'য়ে বামন ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩০০

কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব-প্রসবিনী,
 মহতে ত্রিগুণ দিয়া নির্গুণা হ'লে আপনি ।

* মূল্যধারে সহস্রারে ।

† আশান প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না ।



তুমি চিৎ-অভিব্যুখী, কার্য্য-হেতু চিৎ-বিমুখী,
চিদানন্দে পিছে বসি, চিভানন্দে উন্মাদিনী ॥
তাজা করি নিব্বিকারে, মহৎ হ'তে অহঙ্কারে,
সৃষ্টি কর সবিকারে, বিকারকপিণী ।
সেই হ'তে তিন শক্তি, তিন কার্য্যে এক যুক্তি,
তিনে এক হ'য়ে যুক্তি বসিকে দিও জননি ॥

রসিকচন্দ্র রায়

৩০১

ভুবন ভুলাইনি মা, হনমোহিনী ।
মূলানন্দে মহোৎপলে, বীণানাদ্যবিনোদিনী ॥
শরীর শরীরবদ্রে, স্রুগুণাদিত্রয় তদ্রে ।
গুণভেদ মহানন্দ্রে, তিন প্রান-সঙ্গাবিণী ॥*
আধানে ভৈরবাকান, ঘড়্দলে শ্রীবাগ আর ।
মণিপূবেতে মল্লার, বসন্তে হৃৎ-প্রকাশিনী ॥
বিশুদ্ধ হিলোল সুরে, কর্ণটিক আক্কাপুরে,
তান লয় মান সুরে, ত্রিসপ্ত স্তবভেদিনী ॥
মহামায়া মোহ-পাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে ।
তব ল'য়ে তব্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী ॥

* গুণভেদে মহানন্দ্রে, গুণত্রয়বিভাগিনী ।



শাক্ত পদাবলী

শ্রীনন্দকুমারে কয়, তব না নিশ্চয় হয়,
তব তব গুণত্রয়, কাকী-মুখ-আচ্ছাদনী ॥*

নন্দকুমার রায় (মহারাজ)

৩০২

সংকমল-মন্ডে দোলে করালবদনী শ্যামা ।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ও মা ॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, স্মৃগুণা মনোরমা,
তাব সন্ধ্য গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা ।
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম-আদি মোহ যায়, হেবিলে অমনি ও মা ॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল ।
রামপ্রসাদের এই বোল, তোলমারি বাণী ও মা ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩০৩

এবার আমি ভাল ভেবেছি ।
এক ভাবীর কাছে তাব শিখেছি ॥
যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি ।
আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥

* কোনও কোনও সঙ্কীর্ণ-পুস্তকে এই গানটি দেওয়ানজির বচনা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে ।



ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
 এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেতে ঘুম পাড়ায়েছি ॥
 সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে বং ধবায়েছি।
 মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥
 প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
 আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মগ্ন, ধর্মাদর্শ* সব ছেড়েছি ॥†

নামপ্রসাদ সেন

—————

* শ্রীশ্রীবাসকৃষ্ণ পদমহংস বলিতেন—“এখানে ‘ধর্ম’ মানে বৈধী ধর্ম। যেমন দান কর্ত্তে হবে, শ্রদ্ধা, কাঙ্গালীভোজন, এই সব। এই ধর্মকেই বলে কর্মকাণ্ড।”—শ্রীশ্রীবাসকৃষ্ণ-কথামৃত।

গীতাতেও শ্রীভগবান্ ধর্ম-পদটি এই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন—‘সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমার শরণ গ্রহণ কর—“সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মায়েকং শরণং ব্রজ।” ১৮।৬৬

† এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি।



মাতৃপূজা

৩০৪

শানাপূজা, কানীপূজা, শক্তিপূজা কথার কথা নয়।
যদি কথার কথা হতো, চিরদিন ভাবত শক্তি পূজে,
শক্তিহীন হতো না।

কেবল ডাকের প্রবণায়, ঢাকের বাজনা, শক্তিপূজা হয় না।
এক মনোবিন্দুদল, ভক্তি-গঙ্গাজল, শতদল দিলে হয় সাধনা।
(হৃদয়)।

দিলে যাতপ অনু, কি নিষ্ঠানু, মায়ে ভাতে ভোলেন না ;
কেবল জ্ঞান-দীপ ছেলে, একান্ত ধূপ দিলে, ব্রহ্মনয়ী পূর্ণ
কবেন কামনা। (ওরে)

বনের নটর-অজা, মায়ের বাছা, না সে বলি লন না ,
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ, বলিদান কর
বিলাস-বাসনা। (ওরে)

কাদ্মল কব কাতরে, জাতি-বিচারে, শক্তিপূজা হয় না ;
সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে, নইলে মায়েন দয়া
কতু হবে না। (ওরে) ॥

হরিনাথ বজ্রমদার (কাদ্মল ফিকিরচাঁদ)

৩০৫

বল মা তোমায় কি দিবে পূজি গো ব্রহ্মনয়ী !
আমি দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বৈ ॥



ব্রহ্ম হ'তে পবনাণু, সকলি তোমার তনু,
মাগো, অন্য বস্তু ত্রিভুবনে তুমি বিনে আছে কৈ ॥
বাঙ্গ! ছিল হৃদিপুরে, মানসিক উপচারে, পূজিব তোমারে ভবদারা,
আবার মনে মনে দেখলেন ভেবে, সে সকলও তুমি শিবে,
কিছুই যে নহে তুমি ছাড়া ।

এই হৃদি-পদ্মায়ন তোমার চিব-আসন,
মাগো, বল তবে অন্যায়ন অনুমণে পাব কৈ ॥
কিসে হবে আচমন, কি দিয়ে করাব স্নান,
পাদ্য-অর্ঘ্য দিব কিসে আমি ।

গহস্মার-চ্যুতামৃত তব পদ-বিগলিত, তাহে স্নান করিবে কি তুমি ?
তোমার চরণামৃত তোমানে দিব কিনতে মাগো,
কৈবে গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে ফলভাগী কিসে হই ॥
আকাশাদি পঞ্চভূত, তুমি প্রাণ তুমি চিত্ত, নূপ-দীপ-আদি দিব কিসে ।
অমাগাদি পুষ্প যত, আছে সদা মুকুলিত, এ দেহ ত কভু না বিকাশে ।
কান-ক্রোধ দুই বলী, কেমন ক'বে দিব বনি, মাগো,
তা'রা আমা হ'তে মহাবলী, আমি তাদের মনে পারি ?
কুমার বলে, আমান ভাগ্যে পূজাতো হ'ল না দুর্গে,
বাহ্য কি মানস-উপচারে ।

এখন আছি কিনা আছি আমি, মনে ভেবে দেখ তুমি,
কে তবে পূজিবে না তোমারে ॥

আমার দেহ দেহী সকল তুমি, তবু কি আর ব'লেন আমি, মাগো,
নিছা কবি 'আমি' 'আমি' ,আমিও না আমি নই ॥



হৃৎ-কমল-মধ্যাসনে বসিয়ে শ্যামা মায়েরে,
 প্রেমানন্দে পদাববিলসে পূজা নানসোপচারে ॥
 সহস্রাব-চ্যুতানুভূত, পাদা দিগ্ধে চাপেতে,
 পূজা যথানিধি সত্তে, অর্ঘ্য দিবা মনেরে ।
 তদানুভূতে আচমন, তদানুভূতে কণাও স্নান,
 আকাশ কর ভূষণ, গন্ধাত্মক চন্দন ;
 চিত্র পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজোতে ছালাও প্রদীপ,
 ক'রে নৈবেদ্যস্বরূপ দেও অনুভূত অধ্বিনে ॥
 অনাহত ঘণ্টা কর বায়ুকে কর চামর,
 সহস্রাব-পদ্য ছত্র ক'রে শিরে ধর :—
 শব্দ-তত্ত্ব কর জ্ঞান, নর্ভকী ইঞ্জিয়গণ,
 কাম-ক্রোধ বলিদান (দেও) জ্ঞান-অগ্নি করে ধ'রে ॥
 যেই রূপ আছে তত্ত্ব, বসনা করহ যন্ত্র,
 কালীর নাম মহামন্ত্র ছপ দূত ক'রে ।
 শ্রীরামকুমারের উক্তি, শুন জীব এই যুক্তি,
 এইরূপে পূজা শক্তি, মুক্তিনাভ হবে অচিরে ॥

রামকুমার পত্রনবিশ

শক্তিমান মহামন্ত্র কর বে আশ্রয় ।
 শক্তিতে হইলে ভক্তি, মুক্তি হবে সুনিশ্চয় ॥



শাক্ত পদাবলী

৩০৯

জেনেছি জেনেছি তান্না, তুমি জান ভোজের বাজি,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও না রাজী।
মগে বলে ফনাতানা, গড় বলে ফিবিছী যাবা না,
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
গৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় বারিকাজি ॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ না,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নামের নাম্বি।
শ্রীনামদুলাল বলে, বাজি নয় এ ছেনো ফলে,
এক বৃক্ষ ছিবা ভেবে, মন আনান হয়েছে পাতি ॥

রামদুলান নন্দী (মেওয়ান)

৩১০

দে মা তারা সাধন-বাজ্যের কার্যে অধিকার।
দেখবো তবে ছয় বিপুলে কি করে আমার ?
মনকে বাঁধি ভক্তি-ডোবে, হাজির করি' দিব তোবে,
অমনি যেন দিস্ মা তারে চরণ-কানাগার ॥
ল'য়ে কালী-নান-দণ্ড, দিব ছয় বিপুলে দণ্ড,
যমের আশা করতে খণ্ড, বিবেকের সে ভাব।
ক'রে দিব ভজন-পেবাদায়, পুণ্য-কপ বাজকর আদায়,
রসিকচন্দ্রে ক'নে দিস্ তার ভবসিঞ্চু পার ॥

রসিকচন্দ্র রায়



সাধন-শক্তি

৩১১

হেলান আমি যাব ভ'বে,—মাগো,
তোমান ত'হির ভেলা দূত ব'বে।
আমার ভাঙ্গা হানে, ছেঁড়া পালে,
ভয় করি না এ দুষ্টরে।
আমি তনুহেন সঙ্গে যুগে,
ভাস্বো তোমান কৃপা মনে।
যদি হাবুড়ু খাই গো কখন,
ডাক্বো তোমায় উচৈচঃস্বরে।
তখন দেখা দিও—দয়াময়ি,
দেখ্বো তোমায় ঐশি ভ'বে ॥

কার্লোপ্‌সনু বোম

৩১২

এবার আমি বুঝব হরে !
মায়ের ধরন চরণ ল'ব চোরে ॥

ভোলানাথের তুল ধরেছি—ব'লবো এবার যারে-তানে।
সে যে পিতা হ'য়ে মায়ের চরণ ছদে ধরে কোন্ বিচারে ?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে দেখা-নাত্রে ব'লবো তাবে,—
ভোলা মায়ের চরণ ক'রে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ?



শাক্ত পদাবলী

মাথের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন্ বিচারে ?
 তোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আশাবে ॥
 শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গাঁ'র উপরে ।
 নামপ্রসাদ বলে, ভয় করিনে, মা'র অভয় চরণের জোরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩১৩

আব ভুলানে ভুলবো না গো ।

আমি অভয় পদ মান কনেছি, ভয়ে হেলবো দুলবো না গো ॥
 বিঘ্নে আসক্ত হ'য়ে, নিম্নে কূপে উনবো না গো ।
 সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আশ্রয় হুনবো না গো ॥
 ধন-লোভে মত্ত হ'য়ে, স্বানে স্বানে বুলবো না গো ।
 আশা-বায়ুগ্রস্ত হ'য়ে, মনের কথা পুনবো না গো ॥
 মায়া-পাশে বদ্ধ হ'বে প্রেমের গায়ে বুলবো না গো ।
 নামপ্রসাদ বলে, দুখ ধৈর্যেছি, ঘোলে মিশে ঘুলবো না গো ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩১৪

আমি কি আরাগে ছেলে ?

ভয়ে ভুলব না কো চোখ বাঁচানে ॥

সম্পদ আমার ও নাছা-পদ, শিব বলে যা' হৃদ-কমলে ।
 ও মা, আমার বিঘ্ন চাইতে শোনে বিভ্রম কতই ছলে ॥



শিবের দলিল সহি মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুনে ।
 এবার কববো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
 জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে ।
 যখন গুরু-দত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল-কালে ॥
 নায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রাসপ্রসাদ বলে ।
 আমি ক্ষান্ত হব, যখন আশায় শাস্ত ক'রে লবে কোলে ॥

রাসপ্রসাদ সেন

৩১৫

আমি নই তো'র ও রূপ তেলে ।
 আমি ভয় করি নে বাগ কনিলে ॥
 ভবের ঘাটে আনিয়ে, দিচ্ছে আশায় ফ্রোতে ফেলে ।
 আমি হাবুডুবু খেয়ে নবি, কর্ণধারের বাক্য ভুলে ।
 নায়ে-পোয়ে বিবাদ যে না, 'তাহি না' গুরুদাস বলে ।
 আমি ধরেছি ছাড়িব না চরণ, যাব না বিমাতার কোলে ॥

গুরুদাস চক্রবর্তী

৩১৬

ফাঁকি দিনে কি আমারে, ও মা ভেবেছ কি তুমি ?
 আমি সিদ্ধ-সেবায় বদ্ধ আছি, অসিদ্ধ কে করে ?
 জ্ঞান ভাল সাবিত্তে পবে, না জ্ঞান মা আপ্ত সারে ।
 আমি মূল ধ'নে চীন দিব যখন, থাকবে কেমন করে ?

২০৯



শাক্ত পদাবলী

যে পদে জ্ঞান ক'বে ফিরি, থাকি জোরে জোরে ।
জানি মুক্ত হওয়া সহজ কথা, আর কি দিবে মোরে ॥
প্রসাদ বলে, হৃদ্-কমলে বেধেছি তোমারে ।
তুমি ছাড়াও দেবি, পান কেমন বামপ্রসাদের গিরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩১৭

আয় না সাধন-সময়ে,
দেখবো, না হারে কি পুত্র হারে ।
আনোড়ণ কনিয়ে কালী বাধন-রথে,
তপ ভপ দুটা অশ্ব যুগেও তা'তে,
দিবে জ্ঞান-ধনুকে ঠিন, ভক্তি-শ্রদ্ধা-বাণ নবেছি ধ'রে ॥
মা, দেখবো তোমায় রণে, শত্ৰু কি নরুণে,
ভঙ্কা মেবে লব নুষ্টি-ধন ।
তাহেত রসনা ঝঙ্কানে, কালী নাম হুঙ্কাবে,
কার সাধা আমার রণে ব'ন ॥
বাবে বারে রণে তুমি দৈত্য-জয়ী,
এই বার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত বসিকচন্দ্র বলে, না তোমারি বলে,
জিন্বে তোমায়ে ॥

বসিকচন্দ্র রায়



এবান কালী ভোমায় খান,
 খান খাব গো দীন দদাময়ি।
 তান। গণ্ডযোগে জন্ম আমান ॥

গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-থেকে ছেলে।
 এবান তুনি খাও কি আমি খাই মা, দুটান একটা ক'বে যাব ॥
 ডাকিনী যোগিনী দিবে তরকারী বানাবে খাব।
 ভোমান মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অধরে দস্তান চড়াব।
 হাতে কালী, মুখে কালী, সর্বাপেক্ষে কালী মাখিব।
 যখন আসবে শমন বাবরে ক'ষে, সেই কালী তান মুখে দিব ॥
 খাব খাব বলি মাগো, উদ্ভব না কনিব।
 এই হৃদি-পদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পুড়িব।
 যদি বন, কালী খেলে কালেনে হাতে ঠেকা যাব,
 আমান ভয় কি ভা'তে, কালী ব'লে কালেনে কলা দেখাব।
 কালীর বেটা শ্রীরামপুসাদ, ভাব মতে ভাই জানাব,
 ভা'তে মস্তেব সাধন শবীর পতন, যা চবাব তাই ঘটাইব ॥

রামপুসাদ সেন



নাম-মহিমা

৩১৯

কে জানিবে তাবা-নাম-মহিমা গো !

ভীম ভাঁছে নাম ভীমা গো ॥

আগমে নিগমে, পুনাথ নিমমে, শিব দিতে নামে সীমা গো ।

ধর্ম অর্থ কাম, মোক্ষদান নাম শিবের সেই সে অধিমা গো ॥

নিলে তাবা-নাম, তনে পনিধাম, নাশে করিব কালিমা গো ।

ভানত কাতর, কহে নিবন্তর, কি কর কৃপাবক্রিমা গো ॥

ভানুচন্দ্র রায়

৩২০

দুর্গা-নামে বয় না জীবের ভয়-ভাবনা ।

ভয়-ভাবনা যম-যাতনা বয় না, ও নাম নাও বসনা ।

নন্দী বলে, আমার শম্ভু যেন বজ্রতপিরি,

জনা বলে, গৌরী আমার সুরণ-বল্লরী.

রূপে জগৎ আলো ।

নন্দী বলে, আমার প্রভু শিব কাল-ফণী,

জনা বলে মা'র নুপুরে ফণীর মাখান নগি,

শোভা বলবো কত !

নন্দী বলে, আমার শিবের ভঙ্গ্য গায়ে মাখা,

জনা বলে, পায়ে ব'লে আমার নামের দেখা,

তোলা তাই উদাসী ।



নন্দী বলে, শোভা পঞ্চ-বদনন গুলে,
জয়া বলে, দুর্গা-নামেন গুণ গাইবে ব'লে,

পাগল পঞ্চানন ।

নন্দী বলে, আমান প্রভু জগতের পতি,
জয়া বলে, জগৎপতিন মা আমান প্রসূতি,

আদ্যাশক্তি যে মা ।

নন্দী বলে, রক্ত আমার মহা-ত্রিশূলবারী,
জয়া বলে, ধববে ব'লে মায়েন কাশীপুত্রী,

নৈলে থাকবে কোথা ।

নন্দী বলে, আমান প্রভু সংসার সংহানে,
জয়া বলে, প্রকৃতি মান আত্মা-অনুসারে,

শিব কর্বে বা কি ।

নন্দী বলে, আমার শিবের কুর্বে ভাণ্ডারী,
জয়া বলে, মান স্বাবেতে সেট শিব ভিখারী,

অনুপূর্ণ। যে মা ।

নন্দী বলে, আমার শত্রু গনল ধৈয়েছিল,
জয়া বলে, দুর্গা-নামেন গুণে বেঁচে গেল,

নীলকণ্ঠ তোদের ।

নন্দী বলে, মহাকাল প্রভু যে আমার,
জয়া বলে, মহাকালী বুকের উপর তান,

শিব শবের আকার ।

নন্দী বলে, শিব আমার শব কেন হইল,
জয়া বলে, মা যে শিবের শক্তি হ'বে নিল,

ইকার থাকলো না যে ।



শীତ୍ର ପଦାବଳୀ

ଜୟାର କଥା ଶୁନେ ନନ୍ଦୀ ଶୁକ୍ଳ ହ'ୟେ ବୟ,
 ପରିସ୍ରାଜକ ବନେ, ଗାଓ ମକଳେ ଦୁର୍ଗା-ନାୟେର ଜୟ,
 —ଯାବେ ବୋଧି ଶୌକ ଭୟ ॥
 କୁଞ୍ଜସନୁ ସେନ (ପରିସ୍ରାଜକ)

୩୨୧

ଜାନି ନା କି ବ'ଲେ ଡାକି ତୋରେ (ଶାମା ମା) ।
 କଥନ ଶକ୍ତବ-ବାନେ, କତୁ ହର-ହାଦି 'ପନ ।
 କଥନ ବିଷ୍ଣୁ-ଜନନୀ, ପଦ୍ମ-ଭୂତ-ନିବାସିନୀ,
 କତୁ କୁଳବୁଝିନୀ, ମହାସୁଦନ-ପଦ୍ମ 'ପନ ।
 କଥନ ବିଷ୍ଣୁକାମିନୀ, କତୁ ବାମା ଉନନ୍ଦିନୀ,
 କତୁ ଶ୍ୟାମ-ସୋହାଗିନୀ, କତୁ ବାବାବ ପାୟେ ବନେ !
 ସେ ବା ବଲେ ଶୁନିବ ନା, ମା-ନାୟେର ନାହିଁ ହୁଳନା ;
 ତାହି ଡାକି ମା, ବ'ଲେ 'ମା' 'ମା', ତୋର ଅନ୍ତର-ପଦ ପାବାବ ତରେ ॥

ଅନ୍ତରାତ

୩୨୨

କାଳୀ କାଳୀ ବଳ ବସନା ବେ ।
 ଓ ମନ, ଘଟିଚକ୍ର-ବନ୍ଧ-ସନ୍ଧୋ ଶାମା ମା ନୋର ବିରାଜ କରେ ॥
 ତିନଟେ କାଛି କାଛାକାଛି, ବୁଡ଼ ବାବା ମୂଳାଧାରେ ।
 ମୁଁଚ ଅକ୍ଷତାୟ ମାରାଧି ତାୟ, ବନ୍ଧ ଚାଳାୟ ଦେଶ-ଦେଶାନ୍ତରେ ॥
 ଜୁଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦୋଡ଼ କୁଚେ, ଦିନେତେ ଦଶ କୁଶୀ ଯାରେ ।
 ସେ ସେ ମନ୍ଦର-ଶିବ ନାଡ଼ିତେ ନାରେ, କଲେ ବିକଳ ହ'ଲେ ପରେ ॥



তীর্থ গমন, বিখ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো না রে ।
ও মন, ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অশ্রুপূরে ।
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদে ।
ও মন, এই ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ভাকতে পার

দু' অক্ষরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩২৩

উপায় তাঁর নাম ।

নামেই ভরসা কেবল শাস্ত্রী গো তোনাব ।
কাজ কি আমার কোশাকুশি দেঁতেই হাসি লোকাচার ।
নামেতে কান-পাশ কাটে, ছাটে তা দিয়েছে বটে ;
আমি তো সেই ছোটের মুটে, হয়েছি আর হবে কব ?
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিভাস্ত কবেছি শিব, শিবের বচন সার ।

অজ্ঞাত

৩২৪

আব কি তারা ভয় বিপদে,
আমি নাম নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়েছি দুর্গম দুঃখেবি হ্রদে ।
নামেতে হৃদয় মন্ত, দেহ পদে সমর্পিত,
দুঃখ তোর ভাঙারে কত, দে গো মা মনেরি সাথে ॥



শাক্ত পদাবলী

কালী-নাম সার কবি, সামনে ভাসাইনাম,
যা কবীও যা তাই কবি, তুচ্ছ এ বিষয়-সম্পদ ।
সলিলে যে ঘর করেছে, শিশিনে তার কি ভয় আছে ?
বিষয়-স্বপ্ন সব ভাগ হয়েছে, কালী-রূপ নেগেছে হৃদে ।

ঐশ্বরচন্দ্র দাস

১২৫

ও মা কালী মুণ্ডমালী, আমান কি ভাব দেখাইনি ।
'মা' বস্তুতে যা শিখাইবে, 'মা' বস্তুতে যা বাতিয়ে দিলি ॥
এমন সুধা-ভরা নামটি তোমার বস্তু মা তান কোথায় পেলি ?
ভবেব লোকের আনান দেবে প্রেমিক পাগল বলে খালি ।
ঘরে স্বপ্নন আছে য-ভন, ভাবটি আনান দেবে গালি ॥
তা ব'লে কি ও মা শানি তাদের কথায় কি আমি টলি ?
যে যা খুসি বলে বসুক, আমি সদাই বসব কালী কালী ॥
মান অপমান সবই সমান মাগায় দিবে জলাঞ্জলি ।
সান কবেছি বাহ্মা চরণ ভবেব কথায় আব কি ভুলি ?

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)

১২৬

মা হবারাধ্যা তারা তোমার নান,
মোক্ষদায় তব্রে গুণতে পাই ।
তাইতে তারা, তোমায় তারা, তারা তারা তারা বোনে
ডাকছি মা সদাই ।



তুমি ভাবা, স্বং ত্রিগুণধরা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভাবা,

তোমায় ধরা, সে ত' বিস্ময় দায়।

ভাবা গো মা, কেবল ভক্তির ফল সাধনার ফলে,

ভাকি দুর্গা। দুর্গা। বোলে—

ধরেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু তোমায়।

এবার বেঁধেছি মন অঁটোঅঁটি, কোবেছি মন খুব খাঁটি,

ভাবা গো মা, এবার ধোবেছি পাঘাঘেন বেটি,

আব পান্নাতে পারবি নে।

ভাবা গো, আজ ভাবা-ধনা ফাঁদ পেতেছি মা, হৃদয়-কাননে।

আমায় বোলেছে যেই মহাকাল,

আছে গুরু মহাযন্ত্র-জাল,

সাধন-পথে সেই জাল পেতে থাকবো কিছু কাল—

এখন ভক্তি-ভোব কোবেছি হাতে,

ভাবা যদি বাস্ সে পথে,

বোনবো মা তোব হাতেনাতে, বাঁধবো দুটি চনপে।

মন-কাবাগারে তোমায় বাঁধবো মা প্রতি যতনে।

তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা, ঘোড়শোপটানে পূজা,

তেনন পূজা কোথা পার বন,

ভাবা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঙ্কলি কোনে,

মানসে নৈবেদ্য কোনে, দিব মা তোব চরণ ধোনে,

নির্মল গঙ্গাজল।

আনি কোথা পার অন্য বলি, মহিষাদি অজ্জ বলি,

দিব ছয় রিপুকে নর-বলি, 'দুর্গা।' বোলে বদনে।



শান্ত পদাবলী

মা, এবার পানাবার পথ তোমান নাই,
উপান নাই, সন্ধান নাই।

তারা ধোঁবো বোলে তারা, মুদিষে পাপ-চক্ষের তারা,
নেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা পৃথিবী সদাই।

মা, কে জানে তোমান লীলে,
কি চলে কোন্ ভাবেতে বও?
কোরে যতন বহু যতন,

ধন-ধানা নানা বতন, দিলেও তুই নও।
তোমাগ বাবণ সেট লক্ষ্যপূনে, অতি যত্নে যত্ন কোরে,
পূজা কোরে সবংশেতে যান।

তারা গো, আবার গ্রীষ্মে প্রসন্ন হোনে,
বিনা পূজায় আপনি গিয়ে, মথানেতে অভয় দিয়ে,
রক্ষা করলি ভায়।

এখন পনমার্থ পনম ধনে, আচ্ছিস্ মা তুই পনম-ধনে,
তারা গো, তোমায় যে ভেজেছে, সেই পেয়েছে,
ব্যাস নিখেছেন পূরাণে ॥

নীলমণি পাটনীর দলে গীত

৩২৭

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাকী কেবা চায়।
কালী কালী ব'লে আমার অছপা যদি ফুরায় ॥
ত্রিসন্ধা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে কেবে, কতু সন্ধি নাহি পায় ॥



নাম-মহিমা

দান ব্রত যজ্ঞ আদি, আর কিছু না মনে লয় ।
মদনের যাগ যজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞের রাক্ষা পায় ॥
কালী-নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে ভায় ।
দেবাদিদেব মহাদেব ঘাঁর পঞ্চ মুখে গুণ গায় ॥

মদন নাট্যক

৩২৮

‘জয় কালী’ ‘জয় কালী’ ব’লে যদি আমার প্রাণ যায়,
শিবই হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বাবাশয়ী ভায় ।
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অস্ত কেবা পায় ?
কিস্কিন্দ মহাব্রা জেনে শিব পড়েছেন রাক্ষা পায় ॥

বামকৃষ্ণ বার (মহানাজ)



চরণ-তীর্থ

৩২৯

ভবে সেই যে পবনানন্দ, যে জন পবনানন্দময়ীকে জানে ।
 সে যে না যায় তীর্থ-পর্যটনে, কালী-কথা বিনা না শুনে কানে,
 সন্ধ্যা পূজা কিছু না গানে,
 যা করেন কালী ভাবে সে মনে ॥
 যে জন কালীন চরণ করেছে স্থল,
 সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল, ভ্রমার্ণবে পাবে সে কুল,
 বল সে মূল হাবাবে কেননে ।
 বামকৃষ্ণ কয়, তেননি জনে, মোকেশ নিন্দা শুনিবে কেনে,
 অঁধি চুন্ চুন্ বজ্রনী-দিনে,
 কালী-নামামৃত পীণ্ড পানে ॥

বামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)

৩৩০

যে ভাবে তাবা-পদ, ঘটে কি তাব আপদ,
 সে পদ ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ-পুদায়িনী ।
 কি আর করিবে কালে, মহাকাল যাব পদ-ভনে,
 ডাকিলে 'জয় কালী' বলে, কাল ভয়ে পলায় অমনি ।
 মায়েব মায়া অনন্ত, অনন্ত না পাষ অন্ত,
 কাল-হরা কালী-মন্ত্র তাবিনী ত্রিগুণধারিনী ।



মা আমান দক্ষিণে কালী, কখন বা হন কবালী,
কখন হন বনমালী, কতু বাধা মন্দাকিনী ॥

দাশরথি রায়

৩৩১

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে ।
শ্যামার চরণ বিনে যে মন, কোন্ তীর্থ কোথায় আছে ?
শুনেছি যে লোকে বলে, অযোধ্যা-নগরে গেলে,
দেখিলে সে বামনীলে, সকল পাপ ঘুচে ।
পুন মুনি লিখেন বেদে, সেই বান পড়ে বিপদে,
দিয়ে বক্তৃত্ব কালী-পদে, তবে ত বাধা বধেছে ।
হানকা মথুরাপুরী, শ্রীকৃন্দাবন-আদি কনি
কৃষ্ণ যথা লীলাকানী লীলা কবেছে ।
সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন, কংস রাজা বধে জীবন
মায়া-কপা হ'লে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচিয়েছে ।
শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের মান-তীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে ।
শত্ৰু ভাবে দিবানিশি, যার কৃত সেই কাশী,
আপনি হ'লে শূশানবাসী, শ্রীচরণ হুদে ধবেছে ॥

শত্ৰুচন্দ্র রায় (কুমার)

৩৩২

আন কাজ কি আনান কাশী ?
মারের পদ-তলে পড়ে আছে গদা গদা বালাগদী ।



শାକ୍ତ ପଦାବଳୀ

ଉଦ-କମଳେ ଧ୍ୟାନ-କାଳେ ଆନନ୍ଦ-ସାଗରେ ଭାସି ।
 ଓବେ କାଳୀର ପଦ-କୋକନଦ, ତ୍ରୀଧ ବାସି ବାସି ॥
 କାଳୀ-ନାମେ ପାପ କୋଥା—ସାଧା ନାହିଁ ତାର ସାଧା-ବାଧା ।
 ଓବେ, ଅନଳେ ଦାହନ ସଖା ହସ୍ତ ରେ ତୁଳାବାସି ॥
 ଶୟାମ କରେ ପିଣ୍ଡଦାନ, ବଳେ ପିତୃଶ୍ରେଣେ ପାରେ ତ୍ରାଣ ।
 ଓବେ, ସେ କରେ କାଳୀର ଧ୍ୟାନ, ତାର ଶୟା ହୁଏେ ହାସି ।
 କାଶୀରେ ଯା'ଲେଇ ମୁକ୍ତି—ଏ ବଟେ ଶିବେର ଉକ୍ତି ।
 ଓବେ, ସକଳେର ମୂଳ ଭକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ହସ୍ତ (ମନ) ତାର ଦାସୀ ॥
 ନିର୍ଦ୍ଦାୟେ କି ଆଛେ ଫଳ, ଉଲେଟେ ମିଶାଏ ଜଳ ।
 ଓବେ, ଚିନି ହୁଏା ତାର ନୟ (ମନ) ଚିନି ଖେତେ ଭାବବାସି ।
 କୋହୁକେ ପ୍ରସାଦ ବଳେ, କକ୍ଷାଣିଧିର ବଳେ—
 ଓବେ, ଚତୁର୍ବର୍ଗ କରତଳେ, ଭାବିଲେ ରେ ଏଲୋକେଶୀ ॥

ରାମପ୍ରସାଦ ମେନ

୩୩

ତୀର୍ଥେ କି ହୁଏେ ଫଳ, ତୋଳା ମନ ତୋର ଭାସ୍ତି କେନେ ।
 କୋଟିକର ତୀର୍ଥେର ଫଳ ଶ୍ୟାମା ମାୟେର ଶ୍ରୀଚରଣେ ॥
 ଜ୍ଞାନ-ଗନ୍ଧାତେ କର ସ୍ନାନ, ଦେହ-କାଶୀ କର ଧ୍ୟାନ,
 ବିଷ୍ଣୁସଂସାର-ତାରଣୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାର ମନେ ।
 ଷୋଡ଼ଶଦଳ ଉପରେ, ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵର ବିରାଜ କରେ,
 ମୂଳାଧାର ହ'ତେ ତାରା, ହେର ସହସ୍ରାର ପାନେ ॥

ଟଣୁବନ୍ଧୁ ଦାସ



৩৩৪

মন, যেতে চাও কেন কাশী ?

ও মন, পারি রে সকল ঘরেতে বসি' ।

দেখ না হৃদে, নমন মুদে, শায়া-পদে বাবাণসী ,

বহে তিনটি ধারা গরিবনা, ছাছবী বক্রণা অসি

ওরে পাগল, সাকপা ফল, কেন তার অভিলাষী ?

ও সে মুক্তি-ফল অবিবল ফলনে পদে নাশি নাশি ।

পুণ্য-বলে জীবন গেলে, তবে হবি বোমকেশী ,

যাছে অপবর্গের উপসর্গ, হ'লেই হয় না কাশীবাসী ।

প্রমিত বলে, মন তোমারি একম দেখে পায় যে হাসি

ও তোন কাশীর বাজার বুকের উপর দাঁড়িয়ে আনন্দ এনোকেশী ।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)

৩৩৫

কাজ কি রে মন বেয়ে কাশী ।

কালীর চরণে কৈবল্যনাশি ॥

মার্জ্জা ত্রিশ কোটি ভীষ্ম মাযের ও চরণ-বাসী ।

নদি সন্ধ্যা জ্ঞান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী ?

ছন্দ-কনক ভাব ব'সে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী ।

বামপুসাদ এই ঘরে বসি' পারে কাশী দিবানিশি ।

বামপুসাদ সেন

সমাপ্ত



গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা

[অকারাদি-ক্রমে]

[কোন সংখ্যার গানটি কাহার রচিত, তাহা রচয়িতার নামের পাশে উল্লিখিত হইল।]

অ

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—২৬।

অজ্ঞাত—৫, ৬, ৩০, ৩৩, ৩৯, ৭২, ৭৮, ৮৬, ৯৪, ১১৩,
১৮৭, ২২৯, ২৫৯, ২৭৪, ২৯৩, ২৯৬, ৩২১, ৩২৩।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—২২৭।

অক্ষ চণ্ডী—২৩, ৭৬।

অমৃতলাল বসু—২২৮।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত—৬৯।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—২২৬।

অ

আশুতোষ দেব—১৯১।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—২৮৯।

ই

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—১৫, ১৭, ১৯, ৩৭, ১৩৬।

ঈশ্বরচন্দ্র দাস—৩২৪, ৩৩৩।

উ

উদয়চাঁদ বৈরাগী—৫৮।



শাক্ত পদাবলী

এ

এণ্টনী সাহেব—২০৬।

ক

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—৯, ১০, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৭, ৩১,
৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪৬, ৫১, ৫২, ৬৮, ৮৭, ৯২, ৯৫,
৯৮, ১০০, ১৩৪, ১৪০, ১৪৫, ১৪৭, ১৫২, ১৫৮,
১৬১, ২৫৫, ২৫৮, ২৬৫, ২৬৭, ২৭০।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী চিত্রা)—৪, ১০৬ ১৫৬।

কালিদাস (দ্বিত)—২৩৫।

কালিদাস ভট্টাচার্য্য—১১২।

কালীনাথ ঝায়—৩২।

কালীপ্রসন্ন সেন—৩১১।

কিশোরীচন্দ্রনাথ শর্মা—২০৪।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস (মহাবাজ)—২১৬।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরিগ্রাহক)—১৫৫, ৩২০।

কৈলাসনাথ চক্রবর্তী—১৯৫।

কৈলাসনাথ ঝায়—২৯০।

কৈলাসনাথ মুনোপাধ্যায়—২৫৬।

গ

গঙ্গাধরোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)—৫৭।



গদাধর মুখোপাধ্যায়—৫৪।

গিরিশচন্দ্র বোষ—১৩, ৬৬, ৬৭, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৪, ১৩৫,
১৩৯, ১১১, ১১২, ১১৮, ১২২, ১৩৭, ১৭৭, ২৮০,
২৮১, ২৯৪।

গুরুদাস চক্রবর্তী—১১৫।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৬১।

গোবর্দ্ধন চৌধুরী—২৫৪।

গোবিন্দ চৌধুরী—৮, ১১০, ১৪২।

গৌরমোহন রায়—১০৭।



চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—১১৬।

চক্রনাথ দাস—১০৮।



জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ—২৬৩।

জগন্নাথপ্রসাদ বসু-যন্ত্রিক—১৫, ২০৩।

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—৬২।

ভ্রানেন্দ্রনাথ রায় (কাব্যভীষ্ম)—১০১।



ঠাকুরদাস দত্ত—৪২।



ত

তানির্গুণপ্রসাদ জ্যোতিষী—১৫০।

তিনকড়ি বিশ্বাস—১৮৬।

ত্রৈলোক্যানাথ কবিতুষণ—২১০।

ত্রৈলোক্যানাথ সান্যাল—২১১।

দ

দপ নাভাগণ কবিনাজ—২০৭।

দাশনথি রায়—১১, ৪০, ৪৮, ৬৪, ৮১, ৯৯, ১৯৭, ২২২,
২৩০, ৩৩০।

দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী—৮৫।

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার—১৭৫।

দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়—১৮৯।

ন

নন্দকুমাৰ রায় (দেওয়ান)—২১৪।

নন্দকুমাৰ রায় (মহারাজ)—১৩৯, ১৬৬, ৩০১।

নবাই মগবা—২২০।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী—১১৬, ১৮৪, ২২৩, ২৮৫।

নবীনচন্দ্র সেন—৪৭, ৮৯।

নবচন্দ্র রায় (কুমার)—১৭৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৯৯।

নবশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—২৩২, ২৮৪।



নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—৭৭।

নীলমণি পাটনী—৩২৬।

নীলাক্ষর মুখোপাধ্যায়—১৬৪, ২৪৩।

নীলু ঠাকুর—২০৮।

নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য্য—২১৫।

প

পঞ্চানন তর্করত্ন—২৭৫।

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়—২৮৭।

পার্বতীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—২৩২।

পুণ্ডরীকাক মুখোপাধ্যায়—২৭৯।

পুলিনবিহারী লাল—১০৮।

প্যাবীমোহন কবিরত্ন—২৮, ১৬৮, ২৫২।

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়—২৭৬, ২৭৮।

ব

বনোয়ানীলাল বায়—৪৫।

বিষ্ণুনাথ চট্টোপাধ্যায়—৮২, ১৭৬।

বীবেশ্বর চক্রবর্তী—১৫৪, ২১২।

ব্রজকিশোর বায় (দেওয়ান)—১৯০।

ব্রজমোহন বায়—৪৪।

ভ

ভরতচন্দ্র বায়—৩১৯।



ম

মদন মাষ্টার—৫৬, ৩২৭।

মধুসূদন দত্ত—৮৮।

মনোমোহন বসু—২৫।

মহাত্মা চাঁদ (মহারাজ)—১২০, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৭,
১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রমিক)—১১৫, ১৭২, ১৭৩, ২৬১,
২৯৭, ৩২৫, ৩৩৪।

মহেন্দ্রনাথ শানি (মাজা)—৫১।

মৃদা ভাস্কর আনী—২৮৩।

য

যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহারাজ)—১০৪, ২২৫।

র

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)—১১৯, ১৪১, ১৮৫, ২৩৬।

রজনীকান্ত সেন—১৬৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১০৮।

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়—২৭।

রসিকচন্দ্র রায়—৪১, ৭৫, ৯৬, ২৪৫, ২৪৯, ২৭২, ৩০০,
৩১০, ৩১৭।

রাজকৃষ্ণ রায়—৬৫।

রাধিকাপ্রসন্ন—৩।



শাক্ত পদাবলী

শিবচন্দ্র সরকার—১২৪।

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী—১১৭, ৩০৭।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—২৯২।

শ্রীধর কথক—৭০।

শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজ)—২১৭।

হ

হরিনাথ মজুমদার (কাঞ্চান কিকিরচাঁদ)—৯০, ৯৩, ১০২,
১১৪, ৩০৪।

হরিশোহন রায়—২১৮।

হরিশচন্দ্র মিত্র—১২, ৫৩।

হরু ঠাকুর—৬০।

হরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মহারাজ)—১৩৮



গ্রন্থ-পঞ্জী

বর্ণানুক্রমিক

- ১। আগমনী (গীতাভিনয়)—হরিশচন্দ্র মিত্র-প্রণীত।
- ২। আন্দুল-কালী-কীর্তন (১ম ও ২য় ভাগ)—মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন-বিরচিত।
- ৩। দৈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড)—মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত-সম্পাদিত।
- ৪। কমনাকান্ত পদাবলী—শ্রীকান্ত মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত।
- ৫। গিরিশ-গীতাবলী—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত।
- ৬। গীতমালা (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—বিষ্ণুনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত।
- ৭। গীতরত্নগ্রন্থ—রামনিধি গুপ্ত-প্রণীত।
- ৮। গীতাবলী—প্যারীমোহন কবিরত্ন-বিরচিত।
- ৯। গীতি-রহসী (কালী নির্জার গীতাবলী-সংগ্রহ)।
- ১০। গুপ্ত রত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত-সংগ্রহ—কেন্দারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।
- ১১। গৌরী-গীতিকা—দৈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্তৃক প্রকাশিত।
- ১২। জন্মভূমি (মাসিক পত্রিকা)—১৩০০ সাল।
- ১৩। তারিণী-তর-সঙ্গীত—তারিণীপ্রসাদ ছোয়াতিবী-বিরচিত।
- ১৪। দাশরথি রায়েব পাঁচালি—হরিমোহন বুদ্ধোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।



শাক্ত পদাবলী

- ১৫। দুর্গে ১২সব-তত্ত্ব—অশ্বিনীকুমার দত্ত-বিবৃত।
- ১৬। নীলকণ্ঠ-পদাবলী—নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।
- ১৭। পরমার্থ সঙ্গীত—রামকুমার নন্দী-মজুমদার-প্রণীত।
- ১৮। পাঁচালী (রসিকচন্দ্র রায়-প্রণীত)—শরৎচন্দ্র সোম কর্তৃক প্রকাশিত।
- ১৯। প্রসাদ-প্রসঙ্গ—দয়ানন্দ চন্দ্র ঘোষ-প্রণীত।
- ২০। প্রাচীন ওস্তাদী কবির গান—মন্মথলাল মিশ্র কর্তৃক সংগৃহীত।
- ২১। প্রাচীন কবি-সংগ্রহ।
- ২২। বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।
- ২৩। বঙ্গীর সঙ্গীত রত্নমালা—আশুতোষ ঘোষাল কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।
- ২৪। বাঙ্গালীর গান—দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত।
- ২৫। বিজয়া (মাসিক পত্রিকা)—১৩২১ সাল।
- ২৬। বিবিধ ধর্ম-সঙ্গীত—প্রসন্নকুমার সেন কর্তৃক সংকলিত।
- ২৭। ব্রজ রায়ের পাঁচালী—দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত।
- ২৮। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বিহারীলাল সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।
- ২৯। মনোমোহন-গীতাবলী—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত।
- ৩০। মূল সঙ্গীতাদর্শ—রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত।
- ৩১। রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিপ্রাণীদের গীত-সংগ্রহ —১২৬২ সাল।



- ৩২। শ্যামা-সঙ্গীত—রসিকচন্দ্র রায়-প্রণীত।
- ৩৩। শ্রীধর কথক—‘বঙ্গবাণী’ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।
- ৩৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—শ্রীম-
নিখিত।
- ৩৫। সঙ্গীতকোষ।
- ৩৬। সঙ্গীত-মুক্তাবলী—নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
- ৩৭। সঙ্গীত-সম্ভর্ভ—নীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত।
ও প্রকাশিত।
- ৩৮। সঙ্গীতানন্দ লহরী—মাধবচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।
- ৩৯। গানক-সঙ্গীত (২য় ভাগ)—কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক
সম্পাদিত।
- ৪০। গানারণী (মাসিক পত্রিকা)—১২৮১ মাল।
- ৪১। সাহিত্য (মাসিক পত্র)—১৩০০ মাল।
- ৪২। সৌরভ (মাসিক পত্র)—১৩৪৫ মাল।
- ৪৩। হরিমোহন রায়ের সঙ্গীত-সংগ্রহ।

28-11-57